উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৫১৫.১৪ (+১২৩.৪২)
নিফটি : ২৫,১৪১.৪০ (+৩৭.১৫)

এসি'র আরামে রাশ
গরমে গলদঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকেই এসি'র তাপমাত্রা ১৬-এ নামিয়ে দেওয়া দস্তুর শহুরেদের। কিন্তু সেই সুখের দিন শেষ। এসিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র।
৭

তপ্ত মহেশতলা
বুধবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মহেশতলা। হামলায় আক্রান্ত হন সাধারণ মানুষ এমনকি পুলিশও। দফায় দফায় ভাঙচুর চলে দোকানপাট, বাড়িঘর।
৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩৫°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৬°	সর্বনিম্ন ২৬°

আমিই খুন করেছি, কবুল সোনমের
৭

শিলিগুড়ি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 12 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 25

'নকশালগড়ে' দখলদারি পদ্ম নেতার

পূর্ত দপ্তরের জায়গায় গড়ে উঠছে দোকানপাট। বাদ যায়নি সরকারি কৃষিনালাও। খোদ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের অনুমতিতে এসব অবৈধ দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। বেঙ্গাইজোত, ফুটানি মোড়ে রাস্তার পাশে একের পর এক বহুতল নির্মাণ চলছে।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১১ জুন : নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান বেঙ্গাইজোতে ফের সরকারি জায়গা দখল করে একের পর এক বাড়িঘর, দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের দিকে। বিশেষ করে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। বাদ যায়নি সরকারি কৃষিনালাও। খোদ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের অনুমতিতে এসব অবৈধ দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। বেঙ্গাইজোত, ফুটানি মোড়ে রাস্তার পাশে একের পর এক বহুতল নির্মাণ চলছে। যদিও এলাকা পরিদর্শন করে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা।

সরকারি জমিতে উঠছে বাড়ি ও দোকানঘর। বেঙ্গাইজোতে।

এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ভানু বর্মনের অভিযোগ, 'স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের মদতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে হাতবদল করা হচ্ছে এসব জায়গা। তাদের ইশারায় গড়ে উঠেছে এইসব অবৈধ নির্মাণ।' যদিও স্থানীয় বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির শৈলেন রায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'বেঙ্গাইজোতে অধিকাংশ জায়গা পূর্ত দপ্তর এবং রেলের। যাঁরা বসতি স্থাপন করে আছেন তাঁরা ৩০ বছর ধরে রয়েছেন। নতুন করে কোনও জায়গা দখল হচ্ছে না।'

নকশালবাড়ি বাজার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে বেঙ্গাইজোত, ফুটানি মোড় বাজার। নকশালবাড়ি বাজারের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে এই বাজার। যার অধিকাংশ এলাকা পূর্ত দপ্তর, রেল এবং বাতারিয়া নদীর চর। বেঙ্গাইজোতে বাতারিয়া নদী থেকে একটি কৃষিনালা রাস্তার পাশ দিয়ে সরাসরি ঢাকনাজোতের দিকে চলে গিয়েছে। ওই কৃষিনালার পাশেই পূর্ত দপ্তরের রাস্তা, তারপরে রেলের জায়গা রয়েছে। সব জায়গা বর্তমানে দখলের পথে। চলছে একের পর এক বহুতল নির্মাণ। নকশালবাড়ি বাজার থেকে বেঙ্গাইজোত হয়ে পূর্ত দপ্তরের এই রাস্তা সরাসরি খড়িবাড়ির

এরপর আটের পাতায়

আবার উত্তপ্ত বিধানসভা

স্বাধিকার ভঙ্গ বনাম মুলতুবি প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জুন : শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবের পালটা অনুব্রত মণ্ডলের কুকথা নিয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল বিজেপি। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রপাঠ সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় বিজেপি বিধায়করা ওয়াক-আউট করেন। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব অবশ্য ঠেকাতে পারেননি। অধ্যক্ষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

তবে স্বাধিকার ভঙ্গ বনাম মুলতুবি প্রস্তাবের চেষ্টাকে ঘিরে বিধানসভার বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিনও উত্তপ্ত হল। অবশ্য সবই হয় বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে। বিধানসভায় না পেরে বাইরে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে সেই মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ করেন উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতায় সরব হন উত্তরবঙ্গের আরেক বিধায়ক শংকর ঘোষ।

তিনি বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব অধ্যক্ষ পাঠ করার সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে শংকর বলতে থাকেন, 'আপনি গতকাল বলেছিলেন, বাইরে কে কী বলছেন, তা বিধানসভার অধিবেশনে গৃহীত হবে না। তাহলে বিধানসভার বাইরে করা মন্তব্য নিয়ে আজ কেন স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হল?' বিধানসভার বাইরে মঙ্গলবার শুভেন্দু বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের হয়ে কথা বলছেন। সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনে তৃণমূল।

রাজ্যের চার মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল সেন ও অরূপ বিশ্বাসের পেশ করা ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে খোদ অধ্যক্ষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য আমাকে ব্যথিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের সমর্থনে একটি কথাও বলেননি। তাই এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত অনভিপ্রেত।'

যদিও শংকর এবং উত্তরবঙ্গের আরেক বিধায়ক অশোক লাহিড়ি অস্বীকার করে বলেন যে, বিরোধী দলনেতা এমন কোনও কথা বলেননি। এই কারণে বিধানসভার অধিবেশন লাইভ সম্প্রচার করার দাবি জানান তাঁরা। শংকর বলেন, 'লাইভ সম্প্রচার হলে এই সরকারের মুখ ও মুখোশ আলাদা হয়ে যাবে।' কিন্তু শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ও তৃণমূল বিধায়করা বাধা দেওয়ায় বিজেপি মুলতুবি প্রস্তাবের কৌশল গ্রহণের চেষ্টা করে।

অনুব্রত বিধানসভার সদস্য নন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মুলতুবি প্রস্তাব আনা যায় না বলে যুক্তি দেন

বিধানসভার গেটে বিক্ষোভ পদ্ম বিধায়কদের। -সংবাদচিত্র

প্রতিবাদী উত্তর
- বিধানসভার বাইরে মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ শিখা চট্টোপাধ্যায়ের
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়কের মুখে অনুব্রতর কুকথার নিন্দা
- শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব ঠেকাতে তৎপর শংকর ঘোষ
- বিধানসভার বাইরের মন্তব্য বলে যুক্তি শিলিগুড়ির বিধায়কের
- কার্যত অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শংকর
- প্রতিবাদে শামিল বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি
- বিধানসভার লাইভ সম্প্রচার দাবি অশোকের

তৃণমূল বিধায়করা। কিন্তু বিশেষ করে বিজেপির মহিলা বিধায়করা মুলতুবি প্রস্তাবের পক্ষে বেশি হইচই করেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা বলেন, 'একজন পুলিশ আধিকারিকের মা ও স্ত্রীর প্রতি অনুব্রত মণ্ডলের নোংরা ভাষা প্রয়োগ মানা যায় না। পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত মাথায় থাকায় পুলিশ তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। মহিলাদের নিয়ে এ ধরনের কথা বলা যায় না। কিন্তু সরকারের হেলদোল নেই। তৃণমূল করেন বলে অনুব্রত ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন।'

অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। অনুব্রতর বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত করছে। তিনি বিধানসভার সদস্য নন। তাই তাঁকে নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই।' অধ্যক্ষ সরাসরি শুভেন্দুর সমালোচনা করে বলেন, 'বিধানসভা বাজারি বক্তৃতা করার জায়গা নয়। যে যা খুশি বলে যাবেন, সেটা হয় না। এর আগে অনেক বিরোধী দলনেতা দেখেছি। এরকম আচরণ আগে কারও দেখিনি।'

এরপর আটের পাতায়

পরপর চুরিতে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : কখনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খালি থাকার সুযোগ নিয়ে রাতের অন্ধকারে দরজা ভেঙে লুট করে নেওয়া হচ্ছে বাসনপত্র। আবার কখনও হাসপাতালে রাতের অন্ধকারে লিফট ও এসির তার চুরি করে নেওয়ায় গরমেই বসে থাকতে হচ্ছে রোগী ও চিকিৎসকদের। শহর ও সংলগ্ন এলাকাজুড়ে চোরেদের দৌরাত্ম্যে ভুগছেন সাধারণ মানুষ।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তারাও। এত চুরি হচ্ছে কেন, তা নিয়ে বুধবার বিভিন্ন থানাকে নিয়ে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। বিভিন্ন থানা থেকে পাওয়া তথ্য জানাচ্ছে, গত এক সপ্তাহে সব মিলিয়ে, দশটিরও বেশি চুরির ঘটনা ঘটেছে। থানাগুলির কাছে এ ব্যাপারে জবাবদিহিও চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চুরি বন্ধে থানাগুলিকে কড়া নজরদারির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের বিষয়টি স্বীকারও করছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং। তিনি বলেন, 'আমাদের এ ব্যাপারে একটা বৈঠক হয়েছে। চুরি হচ্ছে, এটা ঠিক। তবে থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রিভেনটিভ ও কালেক্টিভ মেজরও নেওয়া হচ্ছে। যারা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। পরবর্তীতে নজরদারিও রাখা হচ্ছে।'

চলতি মাসের ৮ তারিখ শিলিগুড়ি থানার স্টেশন ফিডার রোডে একটি বহুল পরিচিত পিৎজা আউটলেটের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই ম্যানেজার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, ৭ তারিখ রাতের অন্ধকারে ওই আউটলেটের বাইরে থাকা এসির যন্ত্রাংশ চুরি করা হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। বুধবার শ্রীরামপুরের মাহেশে। ছবি : আবির চৌধুরী

আসন নিশ্চিত কি, জানা যাবে একদিন আগে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : ট্রেনে আসন সংরক্ষণে বড় পদক্ষেপ। ওয়েটিং লিস্টে বা আরএসি-তে আপনার টিকিট থাকলে আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় ভুগতে হবে না। এতদিন আসন সংরক্ষণ চূড়ান্ত হত ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা আগে। নতুন নিয়মে সংরক্ষিত আসনে যাত্রীদের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে ২৪ ঘণ্টা আগে। রাজস্থানের বিকানেরে নতুন ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়ে গিয়েছে গত ৬ জুন।

এতদিন এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগের সীমা থাকত না। ধরুন, বাক্স গুছিয়ে বসে আছেন। কিন্তু যাওয়া হবে কি না জানেন না। কী দুশ্চিন্তা ভাবুন তো! হয়তো গন্তব্যে জরুরি কাজ আছে আপনার বা চিকিৎসার জন্য যেতে হচ্ছে কোথাও। কিন্তু ট্রেনে রিজার্ভেশন নিশ্চিত নয়। আপনার টিকিট হয় ওয়েটিং লিস্টে, নয়তো আরএসি-তে। কেউ না গেলে আপনার টিকিট কনফার্মড হবে, নচেৎ নয়।

কনফার্ম হবে কি না,

এরপর আটের পাতায়

বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে বাড়ছে রহস্য

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : 'বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি'- সশরীরে হাজিরা এড়িয়ে এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেল পাঠিয়ে বেপাত্তা হলেন বিতর্কিত বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক। বুধবার সকাল ৭টায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের কাছে শানের ই-মেল আসে। সেখানেই তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার কথা লিখেছেন। ছাত্র ভিসায় ভারতে এসে আইন ভেঙে শিক্ষকতা করানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায়।

মঙ্গলবার পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শানকে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন স্বপন। কেন হাজিরা এড়ালেন শান সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। তাহলে কি তাঁর পাসপোর্ট বা ভিসা সংক্রান্ত নথিতে কোনও গোলমাল আছে? আর সেই গোলমাল ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই কি হাজিরা এড়ালেন তিনি? উঠেছে সেই প্রশ্নও।

সত্যিই শান বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন, নাকি ভারতেই আত্মগোপন করে আছেন তা স্পষ্ট নয়। বুধবার সকাল থেকেই তাঁর মোবাইল সুইচ অফ বলছে। মেসেজ করলেও সাড়া মেলেনি। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথায়, 'যে ই-মেল পেয়েছি তাতে স্পষ্ট করে বলা নেই ওই ছাত্রটি কবে বাংলাদেশ গিয়েছেন। নিরাপত্তার কারণে তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন বলেই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে থাকে তাহলে আইনের দ্বারস্থ না হয়ে তিনি কেন দেশে ফিরে যাওয়ার কথা লিখলেন তা-ও বুঝতে পারছি না।' স্বপনের সংযোজন, 'আমরা ছাত্রটিকে পালটা মেল পাঠিয়েছি।

বেপাত্তা
- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেল পাঠিয়ে বেপাত্তা হলেন বিতর্কিত বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের কাছে শানের ই-মেল আসে
- মঙ্গলবার পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শানকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার
- কেন হাজিরা এড়ালেন শান, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না

এরপর আটের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

কেষ্টর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ
তিনের পাতায়

ফের বন্ধু ট্রাম্প-মাস্ক?
সাতের পাতায়

মশলায় পাতার গুঁড়ো! খাচ্ছিটা কী

ছাগলের ফার্মে পাতা জোগানোর নামে জলের দরে গাছের কাঁচা পাতা কিনে সেসব আধা শুকনো করে পাঠানো হচ্ছে ভিনরাজ্যে। সেখানে পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া পাতা গুঁড়ো হয়ে চলে আসছে মশলা ফ্যাক্টরিগুলোয়।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১১ জুন : কেউ চলে ডালে ডালে তো কেউ পাতায় পাতায়। যার যেমন ছক তার তেমন কায়দা। ভেজালের বাজারে নতুন চমক পাতার গুঁড়ো। রান্নার কড়াইতে খাঁটি মশলা হিসেবে যা ব্যবহার করা হচ্ছে তার মধ্যে নাকি মিশে যাচ্ছে গাছের পাতার গুঁড়ো। আর গুঁড়ো করার জন্য গাছের পাতা কেনা হচ্ছে আশপাশের গৃহস্থের বাড়ি থেকেই।

ছাগলের ফার্মে পাতা জোগানোর নামে জলের দরে গাছের কাঁচা পাতা কিনে সেসব আধা শুকনো করে পাঠানো হচ্ছে ভিনরাজ্যে। সেখানে পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া পাতা গুঁড়ো হয়ে চলে আসছে শিলিগুড়ি শহরতলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলার মশলা ফ্যাক্টরিগুলোয়। মিহি পাতার গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে মশলায়।

ধূপগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন পিকআপ ভ্যান বা লরিবোঝাই করে এমন আধা শুকনো পাতা যাচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে। ঘোষপুকুর বা পাঞ্জিপাড়া হয়ে ঢুকছে আধা শুকনো পাতা। পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বিহারের আরারিয়া আর পূর্ণিয়ায় এমন পাতা গুঁড়ো করার একাধিক কারখানা গজিয়ে উঠেছে। ধূপগুড়ি থেকে কয়েক দফায় এমন পাতা নিয়ে বিহারে পাড়ি দেওয়া এক পিকআপ চালক বলেন, আগে ভাবতাম ছাগলের খামারেই পাতা যায়। তবে তরতাজা পাতা না পাঠিয়ে আধা শুকনো পাতা পাঠানো হচ্ছে দেখে কিছুটা সন্দেহ ছিল। ওখানে গিয়ে বুঝলাম আসল খেলা মশলার।

ছাগল সহ গবাদিপশুর খামারের খাবার জোগানোর জন্য কাঁচা পাতা কিনতে জেলার অনেক জায়গাতেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছেন বিহার আর ঝাড়খণ্ড থেকে আসা ফড়ে এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা। সকাল হতেই তারা বেরিয়ে পড়ে পাতা কিনতে। গৃহস্থের সঙ্গে দরদাম করে গাছ প্রতি একশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে পাতা কেনা হয়। দরদাম ঠিক হলেই ফড়ের সঙ্গী কিশোর বাহিনী অল্প সময়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে বোঝাই করে সঙ্গে থাকা ছোট গাড়িতে।

সন্দেহ তৈরি হয় এখানেও। ফড়েদের কাছে গাছের পাতা বিক্রি করা কয়েকজন লক্ষ করেন, ফার্মে পাঠানোর কথা বললেও ছাগলের পছন্দের মোটা কাঁঠালপাতার তুলনায় ফড়েদের বেশি পছন্দ সেইসব পাতা যার নিজস্ব গন্ধ কম বা গন্ধ নেই এবং যেসব পাতায় আঁশ কম অর্থাৎ গুঁড়ো মিহি হয়।

এমন এক দলের কাছে পাতা বিক্রি করা সুব্রত দত্ত জানান, পাতার খোঁজে আসা এমনই এক দলের ফড়ের কাছে পাতার কারবার নিয়ে জিজ্ঞেস করায় 'খামারে যায়' বলেই সরে পড়েছে সে। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বাড়িভাড়া নিয়ে থেকে পাতা কিনে পরিবহণ খরচ মিটিয়ে কত টাকায় খামারে পাতা বিক্রি করলে মুনাফা হয়, তা জিজ্ঞাসা করায় একগাল হাসি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি ফড়ের থেকে।

ব্যবসায়ীদের একাংশই জানিয়েছেন, বিহার থেকে পাতার গুঁড়ো চলে যায় শিলিগুড়ি মহকুমার কিছু মশলা কারখানায়। কিছু লোকাল ব্র্যান্ডের মশলায় ওই পাতার গুঁড়ো মেশানো হয়। ক্রমশ এই প্রবণতা বাড়তে বাড়তে এখন গৌড়বঙ্গের কিছু জেলার মশলা কারখানাতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ তিনদশক গোটা ও গুঁড়ো মশলার পাইকারি ব্যবসায় যুক্ত জলপাইগুড়ির এক প্রবীণ ব্যবসায়ীর কথায়, এখন শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা,

এরপর আটের পাতায়

কৃষি বিষয়ক কর্মশালা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ জুন : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রতুয়ায় অবস্থিত মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় মালদা জেলায় গত ২৯মে থেকে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসাবে গতকাল বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুরের কস্তুরীয়া প্রাইমারি স্কুলে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সাবজেক্ট মেটার স্পেশালিস্ট ডঃ অদ্বৈত মণ্ডল জানান, ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রক এবং ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ভারত জুড়ে অভিযানটি হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য খারিফ মরশুমে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় সেগুলির উন্নত এবং সুসংহত পদ্ধতিতে চাষের বিষয়ে আলোচনা করা। এর মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে তার সঙ্গে কৃষকের আয়ও বাড়বে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে চুক্তির ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি

নং. এনএফআর/আরই-আরএস/সিএল-০১/২০২৫ তারিখ ঃ ১০-০৬-২০২৫

সূচি

(i)	অনলাইন আবেদন আরম্ভ হওয়ার তারিখ	১১ জুন, ২০২৫
(ii)	অনলাইন আবেদন বন্ধের তারিখ	২৫ জুন, ২০২৫

পরিশিষ্ট-ব-এর মধ্যে সংলগ্ন বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যমান শূন্য পদের বিপরীতে মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পৃথক পৃথক ইউনিটে বিভিন্ন পদ/শ্রেণিতে পরিষেবার প্রয়োজনে কাজ করার জন্য 'অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ' স্কিমের অধীনে নিযুক্তির জন্য অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের (সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মী) কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

নিম্নলিখিত দুটি পদের জন্য আবেদনগুলি **https://nfr.indianrailways.gov.in**-এ প্রদত্ত নিম্নলিখিত লিংকের মাধ্যমে শুধুমাত্র অনলাইনে জমা করতে হবে।

প্রত্যক্ষ ওয়েবসাইট লিংক → **https://retiredstaff-reengage.nfreis.org/**

ক্র. নং.	কেটাগরী	বিভাগ	পদের সংখ্যা	ইউনিট ভিত্তিক পোস্ট ব্রেক-আপ
১	সাইফার ইন্সপেক্টর, এল-৭	এসএন্ডটি	০১	এইচকিউ = ০১
২	চিফ লো অ্যাসিস্ট্যান্ট, এল-৭	জেনারেল এডমিন	০৭	এইচকিউ = ০৫ কেআইআর = ০১ টিএসকে = ০১

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ

বয়সের সীমা ঃ ২৫ জুন, ২০২৫ হিসেবে অবশ্যই ৬৪ বছর বয়সের কম হতে হবে। পুনর্নিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর।

পারিশ্রমিক ঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের পারিশ্রমিক, ভাতা এবং ছুটি ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের ব্যয় বিভাগের ওএম নং. এফ. নং৩-২৫/২০২০-ই. IIIএ, তারিখ ০৯-১২-২০২০ অনুযায়ী হবে।

নিম্নলিখিত বাধ্যতামূলক নথিপত্রগুলির অ্যাটেস্টেড ফটো কপি আবেদনের সাথে আপলোড করতে হবে ঃ-

(i) পেনশনার পেমেন্ট অর্ডার (ii) পেনশনার পরিচয় পত্র (iii) এ/সি নং. এবং আইএফএসসি কোড উল্লেখ থাকা ব্যাংক পাসবুক (১ম পৃষ্ঠা) (iv) প্যান কার্ড (v) আধার কার্ড (vi) পাসপোর্ট আকৃতির রঙিন ফটো (ভিন্ন সময় ৩ কপি)।

আবেদন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ২৫ জুন, ২০২৫।

নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৫ জুন, ২০২৫-এর পর প্রাপ্ত আবেদন গ্রহণ/ বিবেচনা করা হবে না।

আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পার্সোনেল অফিসারদের দ্বারা উপযুক্ত তারিখ নির্ধারণ করে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।

জেনারেল ম্যানেজার (পি)/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ওয়াশিম আক্রাম।

ডব্লিউবিসিএসে সাফল্য চাকুলিয়ার ওয়াশিমের

চাকুলিয়া, ১১ জুন : বাবা পেশায় এক সামান্য কৃষক। তাঁর ছেলে ওয়াশিম আক্রাম ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় ১১৪তম র‍্যাংক করে হইচই ফেলে দিয়েছেন চাকুলিয়ার কাহানিয়া গ্রামে। তাঁর নজরকাড়া সাফল্যে আত্মীয়পরিজন তো বটেই, গোটা এলাকার বাসিন্দারা ভীষণ খুশি।

ওয়াশিম কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বরাবর কাহানিয়া গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিন ভাই ও বোনের মধ্যে ওয়াশিম মেজো। ছোটবেলা থেকেই তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল উজ্জ্বল। তিনি রামকৃষ্ণ পুর প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর শুরু হয় ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি। আর্থিক অভাবে বাইরে কোনও কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেননি। টানা তিন বছর ধরে বাড়িতেই দৈনিক ১২ ঘণ্টা ধরে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন। ওয়াশিম বলেন, 'আর্থিক অভাবে কোচিংয়ে ভর্তি হইনি ঠিকই। কিন্তু বাড়িতে বসে ইউটিউব ঘেঁটে ভালো শিক্ষকের পরামর্শ নিয়েছি। আমার সাফল্যের পিছনে বাবা-মা, ভাইবোন ও শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য।'

রামকৃষ্ণ মিশন হল ফালাকাটার আশ্রম

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ জুন : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হল ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের। বুধবার ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম মিশনের মর্যাদা পেল। এদিন ছোট একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেলুড় মঠ থেকে আসা সন্ন্যাসীরা মিশনের দায়িত্ব তুলে দেন। এদিন থেকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের দায়িত্বভার দেওয়া হল স্বামী শক্তিপ্রদানন্দকে। মিশনের মর্যাদা পাওয়ায় খুশি এখানকার আশ্রমের অগণিত ভক্ত।

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বামী শক্তিপ্রদানন্দ মহারাজ বলেন, 'দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম নানা সেবা ও ভক্তিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। সবদিক বিবেচনা করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ফালাকাটা আশ্রমকে মিশনের দায়িত্ব দিয়েছে। আমি প্রথম সম্পাদক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করব।'

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২১ ডিসেম্বর। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আশ্রম ফালাকাটা বাদেও বিভিন্ন চা বাগান, বনবস্তি সহ জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় নানা সামাজিক কাজ করেছে। এছাড়াও আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে ভক্তিমূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার বিষয়টি তো আছেই। এছাড়াও রামকৃষ্ণ আশ্রম ও স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থা বছরভর নানা সামাজিক ও মানবিক কাজ করে ফালাকাটার বাসিন্দাদের নজর কেড়েছে। গত বছর কয়েক ধরে প্রাথমিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করেছে।

নতুন যাত্রা ফালাকাটার রামকৃষ্ণ আশ্রমের। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের তরফে ২০২৩ সালে বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। এরপর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম, পরিকাঠামো ইত্যাদি যাবতীয় কিছু খতিয়ে দেখতে কয়েক দফায় পরিদর্শন করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। নিজেদের আশ্রমের যাবতীয় জমির নথিপত্র, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কাগজপত্র নিয়ে আশ্রমের ভক্তরা বেলুড় মঠে যান। সেসব খতিয়ে দেখার পর কয়েক মাস আগেই বেলুড় মঠ থেকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবুজ সংকেত আসে। গত ১৭ এপ্রিল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী শক্তিপ্রদানন্দ মহারাজকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। এরপর ৩ জুন আশ্রমের যাবতীয় জমি বেলুড় মঠের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। এদিন একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বীকৃতি দিল।

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ভক্ত তাপস গোপ বলেন, 'এমন একটি কাজ সম্পন্ন হল, এটা আমাদের কাছে একটা পুণ্যদিন। আমরা বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।' আরেক ভক্ত অমল পাল বলেন, 'আমাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও মানবকল্যাণমূলক সব কাজ এখন থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা করবে। জীবদ্দশায় এটা দেখে যেতে পারছি, এর থেকে বড় পাওনা আর হয় না।'

আত্রেয়ীতে দেহ

বালুরঘাট, ১১ জুন : বুধবার সকালে বালুরঘাট আত্রেয়ী নদী থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় একজন বৃদ্ধের দেহ। বালুরঘাট থানার খিদিরপুর হালদারপাড়া রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় ওই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এদিন বিকেল পর্যন্ত মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। পাশাপাশি কীভাবে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। মৃতের নাম ও পরিচয় জানার পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বিক্রয়

Sale of Vehicle Mahindra Bolero Maxx- 2024-WB-73-G-9116. Ph- 0353 2950301.
(C/116800)

অ্যাফিডেভিট

জলপাইগুড়ি নোটারিতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা 06.06.25 তারিখে Haridayal Ray ও Hardayal Roy একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল।
(A/B)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কাল ও পরশু
জলপাইগুড়ি ১৫.৬
ডালখোলা ১৬.৬
রায়গঞ্জ
গ্রহের দোষ কাটান
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও গবেষক
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

সংস্কার/আধুনিকীকরণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিপিএমজিএসইউ-এমএলজি-বিএলডি-২০২৫-০৪আরটি১; তারিখ ঃ ০৬-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ সিপিএমজিএসইউ-এমএলজি-বিএলডি-২০২৫-০৪আরটি১; কাজের নাম ঃ মালিগাঁও-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিএম/এনএফআর কমপ্লেক্সে পিএও/সি/আরএসপি/মালিগাঁও অফিস ভবন (ডিএস) সংস্কার/আধুনিকীকরণ। আনুমানিক মূল্য ঃ ৩,১৩,৫১,৬১৯.৬৪/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪:৩০ টায় এবং খোলা ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিপিএম/জিএসইউ/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/010/BDOKNT/25-26 (Retender-NIT-8) Work Sl No 01, :: WB/011/BDOKNT/25-26 (Retender-9) Work Sl No 01 Dated :- 14-06-2025. Last date of submission of bid through online is 17-06-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in from 10-06-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

এইচ-বিম স্লিপারের জন্য ফিটিং সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৬-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ০৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ "আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এইচ-বিম স্লিপারের জন্য ফিটিং সরবরাহ- ৪০০০ সেট।" টেন্ডার মূল্য: ৫,৪৯,৬৯,২৭৬.২০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,২৪,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অব ২০২৫, তারিখ: ০৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ি রোড: এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ-এর অধীনে নকশালবাড়ি থেকে আলুয়াবাড়ি রোডের বিভিন্ন স্থানে অননুমোদিত দখল রোধ করতে গলগালিয়া, অধিকারী, নকশালবাড়ি, পোথিয়া, ঠাকুরগঞ্জ, পিপ্রীথান এবং বাতাসিতে সীমানা প্রাচীর মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ১,৪০,৮৮,০২৩.৭০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,২০,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) শিলিগুড়ি জংশনে: দখল রোধে এসএসই/ ডব্লিউ/শিলিগুড়ি জংশনের অধিক্ষেত্রে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। (২) শিলিগুড়ি টাউন এবং নিউ জলপাইগুড়িতে: দখল রোধে এসএসই/ ডব্লিউ/শিলিগুড়ি টাউনের অধিক্ষেত্রে শিলিগুড়ি টাউন এবং নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৩,২৮,৫৭,৫৭০.১০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,১৪,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসটিসি (এম)/শিলিগুড়ি জংশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন, যার মধ্যে রয়েছে অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স কক্ষ, শ্রেণীকক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষ, কম্পিউটার কক্ষ এবং মডেল কক্ষের নবীকরণ কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৯,৯৫,৩৭৬.৩৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,২০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নন-কোর কাজের জন্যে আউটসোর্সিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিইএম/২০২৫/বি/৬০০১৬৩১ তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: শিলিগুড়ি জংশনের ডেমু কার শেডে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নন-কোর কাজের হেতু আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশি: ৩,৬২,৪৮,৬৪৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩১,২৫০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৮.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৮.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডেমু, শিলিগুড়ি জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৬৫-৬৯-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ১০.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রম নং ১। টেন্ডার নং ঃ ৬৫-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জের অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিইএমইউ শেড, সাহিবগঞ্জে ২০,০০০ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্কের নির্মাণ এবং সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে দুটি কুকুরের জন্য ভাগলপুরে কুকুরের সম্পূর্ণ খাঁচার নির্মাণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮২,২৭,২৬৮.৬৯ টাকা। ক্রম নং ২। টেন্ডার নং ঃ ৬৬-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/মালদা/পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে মুরাহরা-বাঁকার মধ্যে কিমি ৪৭/৬ - ৪৮/৪-তে ব্রিজ নং ৩৮-এর এপ্রোসে পাইলের শক্তিবর্ধনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৮১,৭৮,২৩৬.১৬ টাকা। ক্রম নং ৩। টেন্ডার নং ঃ ৬৭-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ লাইন/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের শাখায় মেজর ব্রিজগুলির ব্রিজ অ্যাপ্রোচের শক্তিবর্ধনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধিক্ষেত্রে (ব্রিজ নং. ১২৮, ১৩১, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৯, ২৩০, ২৩৬, ১২৪, ৬, ১৫, ২০, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৩, ৭৪, ১০৩, ১৮৫, ২০০, ২০৪, ১৩৩, ১৩০, ১৩২, ১৩২আপ, ১৩৩আপ, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৪ডাউন, ১৩৫, ১৩৫আপ, ১৪০ডাউন, ১৪১, ১৪১ডাউন, ১৪২, ১৪২আপ, ১৪৩ডাউন, ১৪৩আপ, ১৪৪, ১৪৪আপ ইত্যাদি)। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৩১,৮৬,০০৬.৩৬ টাকা। ক্রম নং ৪। টেন্ডার নং ঃ ৬৮-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জের শাখার অধীনে মেজর ব্রিজ নং ৩৩৬, ৩৪২, ৩৪৪, ৫৭, ৫৮, ৭০, ৭১, ৭৮, ৮০, ৯৫, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১২০-এর ব্রিজ অ্যাপ্রোচের শক্তিবর্ধনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৬৪,২০,১৬০.৫৭ টাকা। ক্রম নং ৫। টেন্ডার নং ঃ ৬৯-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জের অধীনে মির্জাচৌকি-পীরপৈঁতী স্টেশনের মধ্যে অম্বাপালী হল্ট স্টেশন এবং পীরপৈঁতী- শিবনারায়ণপুর শাখার মধ্যে লক্ষ্মীপুর ভোরেজ হল্ট স্টেশনে অহিবিএস-এর ব্যবস্থাকরণের জন্য সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৪,১৪,৬৯১.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৭.২০২৫, দুপুর ৩.০০ মিনিট (প্রতিটি টেন্ডারের জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস, মালদা টাউন। (MLD-87/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৭, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ "০৩ বছর মেয়াদের জন্য ভাগলপুরে ০২টি এবং মালদা টাউনে ০২টি অটোমিটার অ্যালায়েন্স লিঃ দ্বারা প্রস্তুত এস্কালেটরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৭৫,৮৬,৪৮৩.০৪ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,৫১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৬.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-83/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৯, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ তিন বছরের মেয়াদের জন্য মালদা ডিভিশনে মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুরের রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ডিআরএফ টাইপ এসি মেশিনের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৬.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-85/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIT

The office of undersigned invites Tender for E-NOTICE INVITING TENDER NO-05/BDO/MNG/JAL OF 2025-26, Dated-06/06/2025. Last Date of Bid submission is 14/06/2025 within 11.00 a.m. within office hours. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.

Sd/-
Block Dev. Officer
Maynaguri Development Block

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda
NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No-MSVP/E-NIT-13/MLDMCH 2023-2024 (4th Call) Dated-15/03/24 service of pest control at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in / www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৫৪, তারিখ ২৬.০৫.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ঃ ৫৪-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার১/মালদা অধিক্ষেত্রাধীনে এইএন/নিউ ফারাক্কার অধীনে মালদা ডিভিশনের নিউ ফারাক্কা-আজিমগঞ্জ শাখায় কিমি ১৮১/৩-৪-তে বন্ধ এলসি গেট নং ১-এর জন্য অ্যাপ্রোচ রোড, ইউ-ট্রাপ এবং শেডের কাজের ব্যবস্থাকরণের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,১৩,৬৬,৬৬৯.৮৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৬.২০২৫, দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস, মালদা টাউন। (MLD-86/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur
Walk-In Interview

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur, Salugara, Siliguri, invites eligible candidates for a Walk -In Interview on 17.06.2025 at 9:00 AM to prepare a panel of TGTs (Mathematics & Science) and Councillor on a part-time contractual basis for the remaining period of the academic session 2025-26.

1. The required qualifications for part-time teachers are the same as those prescribed by the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) for regular teacher recruitment. For complete details of recruitment rules and required educational qualifications, please visit **www.kvsangathan.nic.in** and for other details visit **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in**
2. Interview venue : Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur (located inside the BSF Campus, just 1 km from Salugara, Siliguri).
3. The prescribed application proforma will be provided at the time of registration. Eligible candidates are requested to attend the walk-in interview with original certificates/documents, one set of self-attested photocopies of essential qualifications, and passport-size photographs. It is mandatory to bring all original documents for verification.
4. No TA/DA or any kind of reimbursement will be provided for attending the interview.
5. The position is purely part-time and will remain valid for a maximum of one academic session or until a regular teacher takes charge, whichever is earlier.

Invitation for Firm Registration

Applications are invited for the registration of firms for the supply of various materials and services for the academic session 2025-26 at Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur. Interested firms may apply along with relevant documents by 25.06.2025 (up to 2:00 PM). For further details, please visit the school website : **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in** or contact the school office on working days.

Principal
KV BSF Baikunthpur

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেটে

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.০০ শত্রু, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ নাগপঞ্চমী, ১.০০ চার অধ্যায়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ টাইগার, বিকেল ৩.৪০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৬.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, রাত ৯.২০ পাগলু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পরিণাম, দুপুর ২.০০ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১০.৩০ বউরাণী, ১.১৫ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রূপবান কন্যা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ইন্দ্রজিৎ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.০০ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.০০ যুবরত্ন, রাত ৮.০০ কোটিগোব্বা-থ্রি, ১১.০০ মঙ্গলবার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ ধড়ক, দুপুর ১.৩৮ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৩৩ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ গদর : এক প্রেম কথা, রাত ১০.৪০ ফরেন্সিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৪ গো গোয়া গন, দুপুর ১.২৮ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ হোটেল মুম্বই

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১৯ জাস্ট গো উইথ ইট, বিকেল ৩.৪১ মন্টে কার্লো, ৫.২৮ লাইফ অর সামথিং লাইক ইট, সন্ধে ৭.১০ সেফ হেভেন, রাত ৯.০০ ডাউন উইথ লভ, ১০.৪১ হোয়াটস ইয়োর নম্বর?

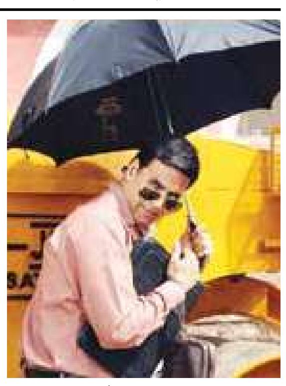

খট্টা মিঠা বিকেল ৪.৩৩ অ্যান্ড পিকচার্স

দুজনে দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

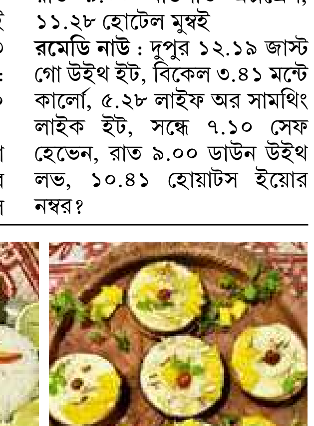

মাছ মুসম্বির পাতুরি, আম শ্রীখণ্ড তৈরি শেখাবেন সুতপা দে।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়ারা সাফল্য পাবেন। বৃষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসার আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। শিল্পীদের সামাজিক সম্মান আরও বাড়বে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : টাকাপয়সা নিয়ে বাড়ির কোনও গুরুজনের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করে ফেলুন। বাড়ির কোনও পুরোনো সম্পদ বেচে লাভবান হতে পারেন। কন্যা : পরিবেশ, পরিস্থিতি দেখে কথা বলুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা মেটার কোনও ইঙ্গিত নেই। তুলা : মা-বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে হাত দিয়েও সরে আসতে হতে পারে। বৃশ্চিক : কোনও আত্মীয়ের কথা শুনে দাম্পত্যে অশান্তি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলুন। ধনু : বাড়ির কোনও গোপন ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশীদের আলোচনায় সমস্যা বাড়বে। পড়ুয়ারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর : আর্থিক সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় যাবেন না। ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। টাকা দিয়ে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না। মীন : সংসারের বেহিসেবি খরচে চাপে পড়তে হতে পারে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন ২০২৫, ২৮ জেঠ, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ১৫ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৯। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দিবা ১।৪৮। মূলানক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৮। শুভযোগ দিবা ২।২৯। কৌলবকরণ দিবা ১।৪৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৮ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১।৪৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১।৪৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি – ২।৫৮ গতে ৬।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৭ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।১২ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ১।৪৮ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।৪৮ গতে যাত্রা মধ্যম। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৪৮ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ১।৪৮ গতে ২।৫৮ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন, রাত্রি ৯।৪৮ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ৯।২৭ গতে ১১।১৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩২ গতে ৬।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ গতে ৯।১২ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।১০ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গেল আম-কাঁঠাল

বুধবার জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ছিল। আর সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গাছ-পাকা আম ও কাঁঠাল পাঠানো হল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। সেই ফল দিয়েই বুধবার দুপুরে জগন্নাথ দেবের ভোগ নিবেদন করা হয়।

প্রশ্নে পুলক

রাজ্যের রাস্তাগুলির বেহাল অবস্থা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়কে। পূর্তমন্ত্রী বলেন, 'বর্ষার জন্য এখন রাস্তার কাজ কিছুটা বন্ধ আছে।'

জলেই উমা

জলেই পূজিত হবেন উমা। ভূমি নয়, জলের ওপরেই প্রতিকৃতি গড়ে তোলা হবে। তার আগে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের অন্যতম বিখ্যাত এই ক্লাবে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন জলেই হল খুঁটি পুজো।

মিটারে 'না'

রাজ্যের কোনও বাড়িতে এখনই বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। যেগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতেও পুরোনো নিয়মে পোস্ট পেড সিস্টেমে বিদ্যুৎ বিল নেওয়া হবে।

বিধানসভায় নিরাপত্তা কেন, শুভেন্দুকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১১ জুন : বিধানসভার ভিতরে নিরাপত্তা চাইছেন কেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশাধিকার নেই। ২০২১ সালে বিধানসভার অধ্যক্ষ নোটিশ দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করেন। যদিও তৃণমূলের মন্ত্রী-বিধায়কদের সঙ্গে থাকা সাদা পোশাকের নিরাপত্তারক্ষীরা বিধানসভায় ঢুকতে পারেন। সেই কারণেই উর্দিধারী কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশাধিকার না থাকা নিয়ে শুভেন্দু দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভপ্রকাশ করছিলেন। তা-ই নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।

বুধবার এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, 'বিধানসভা চত্বরে কী কারণে নিরাপত্তা প্রয়োজন? সেখানে কি মামলাকারীর ওপর হামলার কোনও সম্ভাবনা রয়েছে? কেন তিনি বিধানসভার ভিতরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চাইছেন? এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া কীভাবে সম্ভব।' শুভেন্দুর আইনজীবী জানান, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তারক্ষীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাঁরা বাইরে ফুটপাতেই থাকেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অধ্যক্ষের নির্দেশ বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা করা হোক। বিচারপতি জানতে চান, 'তিনি কোন ধরনের নিরাপত্তা পান? কেন্দ্রের না রাজ্যের নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন তিনি?' তারপরই বিচারপতি বলেন, 'বিধানসভার ভিতরে কীভাবে বহিরাগত প্রবেশ করে হুমকি দেবে? আপনি যেভাবে বিষয়টি তুলে ধরছেন আদৌ তা নয়।'

মুর্শিদাবাদের ছায়া দেখছে বিজেপি

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তপ্ত মহেশতলা

কলকাতা, ১১ জুন : মহেশতলার রবীন্দ্রনগরের ঘটনায় মুর্শিদাবাদের ছায়া। মহেশতলার ঘটনাকে 'ডায়মন্ড মডেল' বলে কটাক্ষ বিজেপির। অভিযোগ, বুধবার মহেশতলা রবীন্দ্রনগর থানা চত্বরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ঘটনার সূত্রপাত। দুষ্কৃতীদের হামলায় আক্রান্ত হন সাধারণ মানুষ এমনকি পুলিশও। দফায় দফায় ভাঙচুর চলে এলাকার দোকানপাট, বাড়িঘরের ওপর। থানার সামনেই পুলিশের বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। তাদের ছোড়া ইটের ঘায়ে মাথায় আঘাত পান ডিসি বন্দর হরিকৃষ্ণ পাই। কলকাতা পুলিশের এক ট্রাফিক সার্জেন্টও এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে র‍্যাফ নামাতে হয় এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করেছে পুলিশ। যদিও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, পুলিশ ঠিক সময়েই পদক্ষেপ করেছে। এই ঘটনায় যারা যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।

সংঘর্ষে রাজনীতির রং লাগে রবীন্দ্রনগর থানা চত্বরে শিবমন্দির ও তুলসী মঞ্চের ওপর হামলার ঘটনায়। মহেশতলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এদিনের ঘটনায় এলাকায় হিন্দু মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু হিন্দুর বাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর করা ও লুঠতরাজের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা অবাধে লুটপাট চালায়। বুধবার বিধানসভার বাইরে মহেশতলার এই তাণ্ডবের ছবি তুলে ধরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটাই সেই ডায়মন্ড মডেল।'

ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী।

এক্স হ্যান্ডেলে রবীন্দ্রনগরের ঘটনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সম্প্রতি মালদা, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ হয়েছে, এদিন তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে।' তার পরিপ্রেক্ষিতে ফের হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়েছেন সুকান্ত-শুভেন্দু।

এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আশঙ্কায় এলাকায় আধা সেনা মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তুলে পুলিশ প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াতে সন্ধ্যায় বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে ভবানী ভবনে যান তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে ডিজি দেখা না করায় প্রতিবাদে ভবানীভবন চত্বরে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে দায়ী করে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অচল করার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মালদা-মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাব আনার কথা বিজেপির। মহেশতলার ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি রবীন্দ্রনগরে হামলায় পুলিশের মদতের অভিযোগ তুলে রবীন্দ্রনগর থানার আইসি মুকুল মিয়াঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন শুভেন্দু। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মহেশতলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।

কেষ্টর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ, রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১১ জুন : বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর ওপর আরও চাপ তৈরি করল নবান্ন। তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতে চেয়ে বীরভূমের পুলিশ সুপারের কাছে রিপোর্ট চাইলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বুধবার জাতীয় মহিলা কমিশনও রাজ্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট চেয়ে অনুব্রতর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ, তা জানতে চেয়েছে। অনুব্রতর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না বা তিনি অন্য কোনও ফোন থেকে কারও সঙ্গে কথা বলছেন কি না, তা পাঁচদিনের মধ্যে ডিজিকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনও সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে গোরু পাচার মামলায় সাক্ষীদের ফোন করে জানতে চাওয়া হয়েছে, অনুব্রত তাঁদের কোনওভাবে হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন করেছেন কি না। এই পরিস্থিতিতে বীরভূম জেলা রাজনীতিতে অনুব্রত যথেষ্ট চাপে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অনুব্রতর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে দলের জেলা নেতাদের মঙ্গলবারই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং অনুব্রতর ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে গুরুত্ব দিয়েছেন মমতা। অনুব্রত যাতে অন্তর্ঘাত করতে না পারেন, সেদিকে সতর্ক থাকতে দলীয় বিধায়কদের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ওই নির্দেশের পরই বুধবার রাজ্য পুলিশের ডিজির এই রিপোর্ট তলব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল সুপ্রিমো যে ক্রমশ অনুব্রতকে ছেঁটে ফেলে কাজলকে সামনের সারিতে আনতে চাইছেন, তা পরপর ঘটনাক্রমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বর্ষার মরশুম শুরুতেই ব্যস্ততা কয়লা খাদানে। বীরভূমের মহম্মদবাজারে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

সিবিআই মামলায় ফের তৎপরতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ জুন : রাজ্যে সিবিআই তদন্ত নিয়ে আবার তৎপর হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই রাজ্যের মামলাগুলির 'স্টেটাস' রিপোর্ট অবিলম্বে হাতে পেতে চায় মন্ত্রক। নয় নয় করে রাজ্যের প্রায় ছ'শো মামলায় সিবিআই তদন্ত করছে। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও নিয়োগ দুর্নীতির মামলার পাশাপাশি আরজি কর কাণ্ডের মামলায় তদন্ত চলছে সিবিআইয়ের। তারও অনেক আগে সারদা, নারদ, গোরু চুরি থেকে কয়লা ও বালি চুরি নিয়ে সিবিআই দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে তদন্ত চালাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই তদন্ত প্রক্রিয়া সিবিআই গুটিয়ে আনতে পারেনি। চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হয়নি এখনও। আর এই নিয়ে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভিযোগ করে থাকে বিজেপিবিরোধী দলগুলি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন সিবিআইয়ের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে সিপিএম ও কংগ্রেস এর পিছনে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে 'সেটিং তত্ত্বের' অভিযোগ করে থাকে। সব মিলিয়ে রাজ্যে ভোটের আগে সিবিআই তৎপরতা আবার বাড়বে বলেই আশঙ্কা।

বুধবার কলকাতায় সিবিআই সূত্রের খবর, সম্ভবত এসব কারণেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্ত্রক হঠাৎ নড়েচড়ে বসেছে। শোনা গিয়েছে, কলকাতায় সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার পর্যায়ে কিছু রদবদল করা হতে পারে। আরও কয়েকজন দক্ষ অফিসারকে দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হচ্ছে বলেও নির্ভরযোগ্য সিবিআই সূত্রের খবর। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যে সব সিবিআই-মামলার সর্বশেষ স্টেটাস রিপোর্ট হাতে পেতে চায়।

সিবিআইয়ের 'তাৎপর্যপূর্ণ তৎপরতা'কে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

পর্ন কাণ্ডে গ্রেপ্তার মা-ছেলে

কলকাতা, ১১ জুন : সোদপুর পর্ন কাণ্ডে মূলচক্রী শ্বেতা খান ও তাঁর ছেলে আরিয়ান খান গ্রেপ্তার হলেন বুধবার। টানা ৫ দিন তল্লাশি চালানোর পর কলকাতার গল্ফগ্রিন এলাকা থেকে আরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। সন্ধ্যের পর আরিয়ানের ফোন কলের ভিত্তিতে আলিপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত শ্বেতা খান ওরফে 'ফুলটুসি'কে। মা ও ছেলেকে ডোমজুড় থানায় পাঠিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশ। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁর ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা কন্যা জোয়া খানকেও। জুভেনাইল বোর্ডে হাজির করানো হয়েছে তাঁকে। একই সঙ্গে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হওয়া শ্বেতার মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এদিন হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমারকে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে চিঠি দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। তিনদিনের মধ্যে কমিশনকে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দেবে পুলিশ। শ্বেতা ও আরিয়ানের বাঁকড়ার ফকিরপাড়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানোর জন্য হাওড়া আদালত অনুমতি দিয়েছে পুলিশকে।

অভিযোগ, উন্নয়নের কাজে জমি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার

বাংলার জন্য বঞ্চিত উত্তর-পূর্ব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : রাজ্যে উন্নয়ন করতে না দিয়ে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চাইছে রাজ্য সরকার। বুধবার শিলিগুড়িতে এমন অভিযোগ তুলে '২৬-এর ভোটের আগে তৃণমূলকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন তিনি আসেন। তুলে ধরেন মোদি জমানার কাজের ফিরিস্তি। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার চিকেন নেকের ওপর সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই সড়ক পরিবহণ থেকে রেল যোগাযোগ, সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটছে। কিন্তু এমন অনেক উন্নয়নের কাজ রয়েছে, যা করতে গেলে পর্যাপ্ত জমির দরকার। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই জমি দিতে পারছে না। বনগাঁর সাংসদ বলেন, 'রাজ্য সরকার এই এলাকার উন্নয়ন হতে দিতে চাইছে না। যে কারণে নর্থ-ইস্টেরও উন্নয়ন আটকে রয়েছে।' যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অভিযোগ উড়িয়ে শিলিগুড়ির মেয়র তথা উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গৌতম দেব বলছেন, 'কোথায় বাঁধা দেওয়া হচ্ছে, কোন ক্ষেত্রে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে, সেটা স্পেসিফিক বলতে হবে। এভাবে এসে অভিযোগ করে দিয়ে চলে গেলাম, এভাবে হয় না।'

বুধবার শিলিগুড়িতে বিজেপির পার্টি অফিসে শান্তনু ঠাকুর। -সঞ্জীব সূত্রধর

১১ বছরের বিজেপি সরকারের শাসন ব্যবস্থায় দেশ কোথায় পৌঁছেছে, তা তুলে ধরতে বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছেন মোদি ক্যাবিনেটের সদস্যরা। '২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে ভোট থাকায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলকে বিঁধলেন শান্তনু

যে কারণেই শান্তনুর শিলিগুড়িতে আসা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের জন্য রাজ্যে ২০ কোটিরও বেশি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করা হলেও, এ রাজ্যে তা কার্যকর করছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজনীতির নামে সাধারণ মানুষকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার চিকেন নেককে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার অসহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ তাঁর।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের পর তিনি পাশের একটি হোটেলে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। এদিন জেলার বর্তমান কমিটির পদাধিকারীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ আগরওয়াল।

নেতারা এলেই পাওয়ার কাট

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর শিলিগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে পা রাখার আগেই বিদ্যুৎহীন মাল্লাগুড়ির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবন। দলীয় কার্যালয়টি কয়েকদিন আগেই অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পা রাখার দিনে। বারংবার কেন এমন হচ্ছে, এবার প্রশ্ন তুলল বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা। শাসকদল তৃণমূলের নির্দেশে নাকি এমনটা করা হচ্ছে, অভিযোগ তোলা হল।

দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'তৃণমূল নেতারা বলেন রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই। কিন্তু আমাদের নেতারা এলেই পাওয়ার কাট হয়। তাহলে হয় ইচ্ছে করে করা হচ্ছে, নচেৎ বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমি মায়াপুর ইসকনে রয়েছি। এখনই জানতে পারলাম শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসেছেন। তবে এমন নিম্নমানের কাজ আমরা করি না।' অন্যদিকে, এরকম কোনও ঘটনা তাঁর জানা নেই এবং খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার শিলিগুড়ি জোনের রিজিওনাল ম্যানেজার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের জন্য সকলে অপেক্ষা করছেন। বিজেপির শিলিগুড়ির নেতারা ব্যস্ত এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঘড়ি দেখছেন। এমন সময়ই পাওয়ার কাট। কার্যত অন্ধকারের মধ্যেই শান্তনু দলীয় কার্যালয়ে পা রাখেন। গরমের মধ্যে বসেই সাংবাদিক সম্মেলন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দলীয় কার্যালয় ছাড়ার পরই বিজেপি কার্যালয়টির আলো জ্বলে ওঠে। কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে তিরঙ্গা যাত্রায় যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মাল্লাগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করার আগেই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে পাশের একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়। সেই সময়ও তিনি অভিযোগ করেছিলেন ইচ্ছেকৃতভাবে এসব করা হচ্ছে।

> তৃণমূল নেতারা বলেন রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই। কিন্তু আমাদের নেতারা এলেই পাওয়ার কাট হয়। তাহলে হয় ইচ্ছে করে করা হচ্ছে, নচেৎ বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে।
>
> **অরুণ মণ্ডল সভাপতি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা**

পরপর এমন ঘটনাকে হাতিয়ার করে এদিন বিজেপির শিলিগুড়ি নেতৃত্ব। শান্তনু বেরিয়ে যাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অরুণ। যথারীতি এমন ঘটনার জন্য নিশানা করেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে।

সবুজ সুন্দরী।। *বক্সা টাইগার রিজার্ভের লেপচাখায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের রাজা বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নদী নিয়ে সরব পদ্ম বিধায়ক

বাগডোগরা, ১১ জুন : বালাসন নদী লুট রুখতে বুধবার বিধানসভায় সরব হলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। বালাসন ছাড়াও অন্যান্য নদীর বাঁধ ও নদীগুলি সংস্কার করার দাবি করেন তিনি। বিধায়কের অভিযোগ, যেভাবে আর্থমুভার, ডাম্পার, পকলিন ইত্যাদি রাতের অন্ধকারে নদীতে নামিয়ে নদীর স্বাভাবিক গতিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং নদীবক্ষে গভীর গর্ত করা হচ্ছে, তার ফলে নদীর আশপাশের জলস্তর নীচে নেমে যাচ্ছে।

বিধায়ক বলেন, 'আমার এলাকায় নদীর দুইপাশে প্রচুর ঘরবাড়ি রয়েছে। বাঁধ না থাকার ফলে এইসব বাড়ি নদীর জলে ভেসে যেতে পারে। মন্ত্রী যদি এই বিষয়টি দেখেন তাহলে খুব ভালো হয়।'

বিজেপির বৈঠক

চোপড়া, ১১ জুন : বুধবার মাঝিয়ালিতে বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। চোপড়ায় বৃহস্পতিবার থেকে বিজেপির দ্বিতীয় পর্যায়ে বুথ কমিটি গঠনের কাজ শুরু হবে। বিজেপির শিলিগুড়ি জেলার সংগঠনের সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'দ্বিতীয় পর্বে বুথ কমিটি গঠন নিয়ে ইতিমধ্যে তিনটি মণ্ডল কমিটিতে বৈঠক করা হয়েছে।'

স্মারকলিপি

চোপড়া, ১১ জুন : বুধবার চোপড়া ব্লক মাইনরিটি সেলের উদ্যোগে বিডিওকে একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের ব্লক সভাপতি মেরাজুল ইসলাম বলেন, 'গ্রুপ লোন সহ বিভিন্ন ব্যাপারে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অনেক জায়গায় থেকে ইদগাহ ও কবরস্থানের সীমানা প্রাচীরের কাজ হচ্ছে না।'

তোর্ষায় মরণঝাঁপ

জোড়া মৃত্যুতেও হুঁশ ফেরেনি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জুন : মঙ্গলবার নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয়েছিল দুই তরুণের। বুধবার দুপুরে তখনও তাঁদের দেহ সৎকার হয়নি। কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়েও সচেতনতার বিন্দুমাত্র ছবি দেখা গেল না কোচবিহারে। তোর্ষার ফাঁসিরঘাট থেকে বিসর্জনঘাট, ঘুঘুমারি থেকে কালীঘাট, সর্বত্রই দেখা গেল কচিকাঁচাদের নদীতে নেমে স্নান করার ছবি। গত কয়েকবছরে এই তোর্ষাতেই স্নান করতে নেমে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে সরকারিভাবে নজরদারি না থাকায় চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ উঠছে।

গাফিলতির অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'কেউ যাতে জলে না নামে সেজন্য ফাঁসিরঘাটে নোটিশ বোর্ড লাগানো হয়েছিল। ঘাটগুলিতে যে কর্মীরা থাকেন তাঁদেরও বলা হয়েছিল নজর রাখতে। এছাড়াও পুলিশ-প্রশাসনের তরফে নজর রাখা হয়।' প্রশাসনের তরফে নজরদারি দাবি করা হলেও বাস্তবে তেমন কিছুই হয় না বলে অভিযোগ। এদিন কোচবিহার শহর লাগোয়া ১ নম্বর কালীঘাট রোডের ধারে তোর্ষায় স্নান করছিল ৬-৭ জন। কারও বয়সই আঠারোর কোটা পেরোয়নি। শুধু স্নান করাই নয়, কে কীভাবে জলে 'ডাইভ' দেবে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছিল তাদের মধ্যে। আশপাশে কয়েকজন বাসিন্দাকেও দেখা গেল। কিন্তু স্নানে বারণ করতে দেখা গেল না কাউকেই। শান্ত বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলে তার সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ওদের বারণ করলেও শোনে না। সবারই নদীতে স্নান করার অভ্যেস আছে।'

কিন্তু নদীতে স্নানের অভ্যেস থাকলেও তোর্ষার চোরাস্রোত কিংবা গভীর জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা নেহাতই কম নয়। কালীঘাটে গত বছর স্নান করতে গিয়ে দুই কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। বুধবার দুপুরে সেখানেও স্নান করতে দেখা গেল কয়েকজন কচিকাঁচাকে। তাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, অধিকাংশেরই বাড়ির লোক জানেই না তারা এখানে স্নান করতে এসেছে। ফাঁসিরঘাটেও একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

থোড়াই কেয়ার

- মঙ্গলবার নদীতে নেমে মৃত্যু হয়েছে দুই তরুণের
- বুধবার তোর্ষার ফাঁসিরঘাট থেকে বিসর্জনঘাট, ঘুঘুমারি থেকে কালীঘাট সর্বত্র নদীতে স্নান করেছে জনতা
- ফাঁসিরঘাটে নোটিশ বোর্ড লাগালেও রেয়াত করেনি কেউ

তোর্ষায় স্নান করতে নেমে বারবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। গতবছর ২ অক্টোবর চানমারি এলাকায় মরাতোর্ষায় স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয় এক কিশোরের। ২০২৩ সালের ১৬ মে ফাঁসিরঘাটের পার্শ্ববর্তী কাড়িশালে এক কিশোরী স্নান করতে নেমে মারা যায়। ওই বছরেরই ১০ মে কালীঘাটে স্নান করতে নেমে দুই কিশোর প্রাণ হারায়। তার কিছুদিন আগে ১৫ এপ্রিল কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুরে স্নান করতে নেমে প্রাণ হারায় এক তরুণ। ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর কাড়িশালে তোর্ষায় স্নান করতে নামে চার কিশোরী। দুজন স্নান করে উঠে এলেও দুই কিশোরী তলিয়ে যায়।

ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কুরুচিকর পোস্ট করার অভিযোগে মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের বাসিন্দা সুরজকুমার দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে হনুমাননগর এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জয় হিন্দ বাহিনীর শিলিগুড়ির ১ নম্বর কমিটির সভাপতি বিকাশ তিওয়ারি।

সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ১১ জুন : বুধবার গোঁসাইপুরে তৃণমূলের তরফ থেকে সদ্য কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসা শংকর মালাকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন গোঁসাইপুরে তৃণমূলের কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন জেলার নেত্রী পাপিয়া ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, অঞ্চল সভাপতি প্রদীপ সিংহ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীতা সিংহ, তপন সরকার প্রমুখ।

দুর্ঘটনা

ফাঁসিদেওয়া, ১১ জুন : ঘোষপুকুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পরল দুটি পণ্যবোঝাই গাড়ি। গাড়ি দুটি রাস্তার ধারে উলটে যায়। বুধবার বিকেলে ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে গাড়ি থেকে বের হন চালকরা।

আজ বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন

খড়িবাড়ি, ১১ জুন : টানটান উত্তেজনার মধ্যে বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন হবে। কে হবেন বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান? অনাস্থার মাধ্যমে সম্প্রতি অপসারিত তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান আলাকসু লাকড়া নাকি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম? তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে জল্পনা। বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে প্রধান নির্বাচনের সভা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যকে ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে। উল্লেখ্য, ১৩ আসন বিশিষ্ট বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২২ সালের শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল ৯টি ও বিজেপি ৪টি আসনে জয়লাভ করে। প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনে তৃণমূলের কোনও তপশিলি উপজাতির সদস্য জয়ী না হওয়ায় প্রধান পদটি পেয়ে যান বিজেপির আলাকসু লাকড়া। বিজেপির আর এক সদস্য লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম সেই নির্বাচনে জয়ী হন। সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপির দুই তপশিলি উপজাতির পঞ্চায়েত সদস্য আলাকসু লাকড়া ও লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম। আলাকসুকে সরিয়ে লক্ষ্মীকে প্রধান করতে গত ১৮ মার্চ তৃণমূলেরই ৮ জন পঞ্চায়েত সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন বিডিওকে। ১৬ এপ্রিল তলবি সভায় প্রধান আস্থা প্রমাণে ব্যর্থ হন। অপসারিত হন আলাকসু লাকড়া। বৃহস্পতিবার নতুন প্রধান নির্বাচন। বিক্ষুব্ধদের দাবি, নিশ্চিত তাঁদের প্রধান পদের প্রার্থী লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম নতুন প্রধান হচ্ছেন। তাঁরা এদিন অবধি জোটবদ্ধ রয়েছেন। তাঁদের ৮ জনের মধ্যে কাউকেই আলাকসু শিবির ভাঙাতে পারেনি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সিদ্ধান্ত কী হয় তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে উভয় শিবিরের মধ্যে। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে বিকাশ বর্মন বলেন, 'আমরা যারা প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলাম এযাবৎ সকলে জোটবদ্ধ আছি। লক্ষ্মীর প্রধান হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে ফাঁসির সাজা

জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ১১ জুন : নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং খুনের দায়ে এক তরুণকে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ২০২৩ সালের ধূপগুড়ি থানা এলাকার এক তরুণ প্রতিবেশী নাবালিকাকে তার নিজের বাড়িতে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর মৃতদেহ বস্তাবন্দি করে ডুডুয়া নদীতে ভাসিয়ে দেয়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর নাবালিকারের বাবা-মা তাকে শনাক্ত করেন।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

ধর্ষণ ও খুনের পাশাপাশি তথ্য লোপাটের জন্য মৃতদেহ বস্তাবন্দি করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল অভিযুক্ত। এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক।

মামলায় অভিযুক্ত হরিপদ এবং নাবালিকা একে অপরের প্রতিবেশী। সেই সূত্রে একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন দুপুরে নাবালিকা তার নিজের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফেরেনি।

টুকরো খবর

রক্ত সংগ্রহ কম

বাগডোগরা, ১১ জুন : গ্রীষ্মে ব্লাড ব্যাংকের রক্তসংকট দূর করতে রক্তদান শিবির করা হলেও, প্রচণ্ড গরমের জেরে রক্ত সংগ্রহ কম হল। বুধবার বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মোড়ে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে গ্রেটার লায়ন্স ক্লাবের সহায়তায় রক্তদান শিবির করা হয়। সংস্থার দার্জিলিং জেলা সচিব অরুণ ঘোষ বলেন, 'এদিন তীব্র গরমের জন্য অধিকাংশ মানুষ রক্ত দিতে আসতে অনীহা বোধ করেন।' এদিন ১৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃণমূলের দ্বন্দ্ব

চোপড়া, ১১ জুন : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের দলীয় মতানৈক্য প্রকাশ্যে এল। অঞ্চল সভাপতি তনয় কুণ্ডুর একাধিক পদ ধরে রাখা নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের ক্ষোভ সামনে আসতে শুরু করেছে। অভিযোগ, অঞ্চল সভাপতি আগে থেকেই পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন। ফের নতুন করে সম্প্রতি তাকে চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : এক যাত্রীকে মারধরের ঘটনায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের দুই অস্থায়ী কর্মীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার এক যাত্রীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি মাথাও ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তারপরই তিনি প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

সম্মেলন

ইসলামপুর, ১১ জুন : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির আয়োজনে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বুধবার ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত হল জেলাভিত্তিক লোকশিল্পীদের একদিবসীয় সম্মেলন। ইসলামপুর পুরসভার মুক্তমঞ্চে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

কমিটি গঠন

চোপড়া, ১১ জুন : বুধবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের চোপড়া ব্লক কমিটি গঠন করা হল। এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বৈঠকে ৩১ জনের কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি মনোনীত হন সৌমিত্র খাঁ। সম্পাদক অতনু তরফদার।

২০ বছর লড়াই করে জমির দখল

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১১ জুন : মামলার দুই দশক পর আদালতের নির্দেশে পৈতৃক জমির অধিকার ফিরে পেলেন এক বৃদ্ধ। আদালতের নির্দেশে বুধবার এনজেপি থানার পুলিশের সহযোগিতায় আদালতের নাজির, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আমিন কমিশনারের উপস্থিতিতে ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্ব ধনতলা এলাকার সাড়ে ১০ কাঠার জমি প্রকৃত মালিক কমিরুল হককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, মামলা চলাকালীন ওই বিতর্কিত জমির ভুয়ো কাগজ বের করে মালিকানা নিজের নামে করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। তবে এই সংক্রান্ত কোনও মামলা দায়ের হয়নি।

আদালতের নির্দেশে এদিন জমির ওপর গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর জমির বিবরণ সংক্রান্ত একটি বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কমিরুলের বক্তব্য, 'জমিটি আমার পূর্বপুরুষের ছিল। আদালতের নির্দেশে সরকারি আধিকারিকরা জমির দখল আমায় দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ব ধনতলার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা তাপসী সরকারের স্বামী সুকুমার সরকার মাস ছয়েক আগে ভুয়ো কাগজ বের করে জমিটি নিজের নামে করতে চেয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত রয়েছে। কিন্তু জমিটি কেউ হাতাতে পারল না।' যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুকুমার সরাসরি সরকারি আধিকারিকদের নিশানা করেছেন। সুকুমারের দাবি, 'সরকারি রয়েছে।'

পৈতৃক জমির মালিকানা নিয়ে ২০০৫ সালে কমিরুল হক জলপাইগুড়ি আদালতে মামলা করেন। যা নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে শুনানি চলে। মামলা চলাকালীন কমিরুল জানতে পারেন, জমির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে কমিরুলের ছেলে সৈয়দ আলি বলছেন, 'যেভাবে সুকুমার সরকার ক্ষমতা খাটিয়ে জমিটি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তা কখনও আশা করিনি। এভাবে জমি হাতানোর চেষ্টা

ধনতলায় এই জমিরই মালিকানা ফিরে পেলেন বৃদ্ধ।

দপ্তরের কর্মী, আধিকারিকদের টাকা খাইয়ে জমিটির দখল নেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মীরা আমায় বলেছে জমিটি মাপজোখে ভুল রয়েছে। কিন্তু পরক্ষণে তাঁরা কথা ঘুরিয়ে নিয়েছেন। ওই জমিটি আমার সঙ্গে আরও কয়েকজনের নামে রয়েছে। জমি মাফিয়ারা এর পেছনে ভুয়ো কাগজ বের করা হয়েছে। যদিও মামলা নিষ্পত্তির পর আদালতের তরফে মালিকানা সংক্রান্ত নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নাজির সৌভিক সান্যাল, আমিন কমিশনার বিপুল ভট্টাচার্যরা জানান, যেভাবে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল সেভাবে জমিটি প্রকৃত মালিকের এই এলাকায় অনেক হচ্ছে। যার ফলে আমাদের মতো গরিব মানুষ সমস্যায় পড়ছে। প্রশাসনের কাছে আর্জি যাতে আমাদের পাশে তারা থাকে।' যদিও বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা তাপসী সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

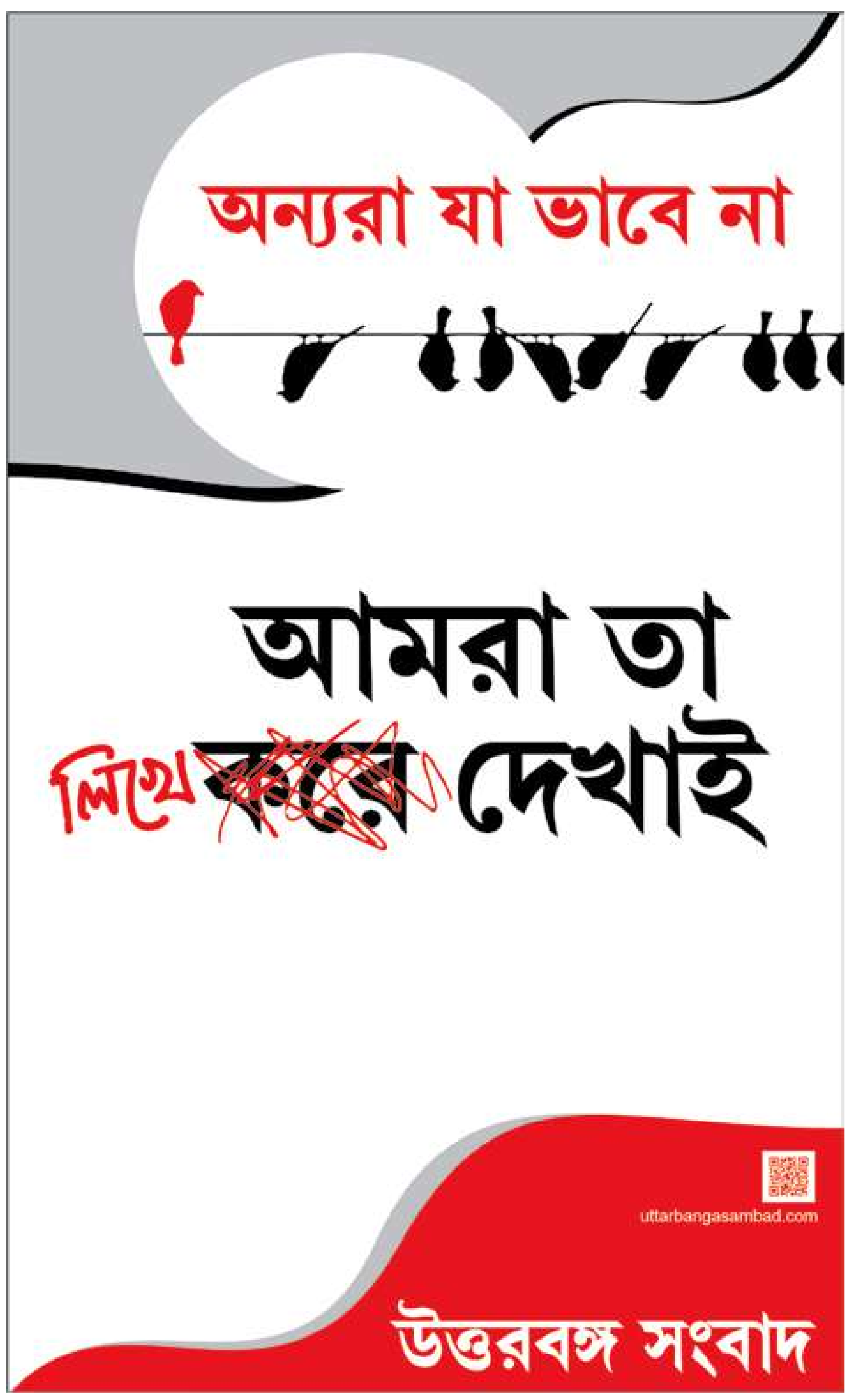

শংকর দল ছাড়তেই বৈঠক কংগ্রেসের

নকশালবাড়ি, ১১ জুন : শংকর মালাকার দলত্যাগ করতেই নকশালবাড়িতে কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে প্রথম বৈঠকে বসল জেলা নেতৃত্ব। বৈঠকে শংকরকে আগামী বিধানসভা ভোটে পরাজিত করাই কংগ্রেস কর্মীদের একমাত্র লক্ষ্য হবে বলে জানানো হয়। নতুন কমিটি গঠনের দাবি তোলেন কর্মীরা। বুধবার নকশালবাড়ি কংগ্রেস কার্যালয় ভবনের তালা বহুদিন পর খোলা হয়। প্রথমেই কংগ্রেস কার্যালয়ের ভবন থেকে শংকর মালাকারের পুরো ব্যানার তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনে শংকর মালাকারের হোর্ডিং তুলে ফেলে দেন কর্মীরা। কংগ্রেসের অন্তত শতাধিক কর্মী-সমর্থক এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে, শংকর মালাকারের ডাকে যাতে কেউ সাড়া না দেন তা নিয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামীদিনে কংগ্রেসের সংগঠন গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করতে আলোচনা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অমিতাভ সরকার, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির নবনিযুক্ত আহ্বায়ক সুবীন ভৌমিক সহ অন্যরা।

সুবীন বলেন, 'গ্রামীণ এলাকায় যেসব কর্মী বসে গিয়েছিল এবং যাদের সঙ্গে দলের যোগাযোগ একেরবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাদের সংগঠিত করে দলকে পুনরায় শক্তিশালী করতেই আমরা মাঠে নেমেছি। শংকর মালাকারের কোনও প্রভাব গ্রামগঞ্জে পড়বে না।'

ভূতের গুজব কাটাতে শিবির

চোপড়া, ১১ জুন : ভূতের গুজব কাটাতে বুধবার চোপড়ার দুটি স্কুলের পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করল। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বিল্লা প্রাইমারি স্কুল এবং হাইস্কুলে ভূতের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় পড়ুয়াদের অনেকেই কয়েকদিন ধরে স্কুলে আসছে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা গুজব কাটাতে মাঠে নামলেন।

এদিন বড়বিল্লা প্রাথমিক স্কুলের মাঠে ওই দুই স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির হয়। শিবিরে স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) ফারুক মণ্ডল, বিএমওএইচ রণজিৎ সাহা, ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সাইক্রিয়াটিস্ট তুহিন ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি যোগেশ বর্মন বললেন, 'এদিন দুই স্কুলের পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের নিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।'

কয়েকমাস আগে স্কুল সংলগ্ন এলাকায় দুই তরুণের পরপর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এছাড়া এলাকার একাধিক বাসিন্দার রোগভোগে মৃত্যু হয়। তারপর ভূতের গুজব রটেছে।

অভিভাবক রূপসানা বেগম বললেন, 'আমার মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ভূতের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় স্কুলে যেতে চাইছে না।' শিক্ষকরা জানিয়েছেন, গরমের ছুটির পর স্কুল খুলতেই ভূতের গুজব ছড়িয়েছে। শিক্ষকরা পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝানোর পরেও স্কুলমুখো করা যায়নি পড়ুয়াদের। শিক্ষকরা বিজ্ঞানমঞ্চের দ্বারস্থ হন।

খোঁজ মেলেনি সামশাদের

ইসলামপুর, ১১ জুন : ইলেক্ট্রিক শক কাণ্ডে নির্যাতনের শিকার নাবালক সামশাদের বাড়িতে বুধবার পৌঁছান কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)। উল্লেখ্য, মূল অভিযুক্ত সহ অন্য অভিযুক্তদের রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করার বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও সামশাদ এখনও নিখোঁজ। স্বভাবতই ডায়মন্ড হারবার এলাকার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নাবালকের পরিবার সহ রাজনৈতিক নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এদিন ভিক্টর বলেছেন, 'মর্মান্তিক ঘটনার শিকার সামশাদকে খুঁজে পুলিশ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করুক। অভিযুক্তরা ধরা পড়লেও ওই নাবালককে পুলিশ উদ্ধার করতে পারছে না কেন?'

ইতিমধ্যে ইসলামপুর থানার ছয়ঘরিয়ায় নিখোঁজ সামশাদের বাড়িতে শাসক থেকে বিরোধী নেতাদের যাওয়া-আসার পালা লেগেই রয়েছে। সামশাদকে উদ্ধারের দাবিতে দুই দফায় এলাকার বাসিন্দারা টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ পর্যন্ত করেছেন। ফলে নিখোঁজ সামশাদকে উদ্ধার করতে পুলিশ কতদিনে সফল হবে সেই প্রশ্ন এলাকায় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

দুই ডাম্পারচালক সহ জখম তিন

সিন্ডিকেটের দাপট

শমিদীপ দত্ত

এই ডাম্পারেই চলে ভাঙচুর। বুধবার। - সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শহরে সিন্ডিকেটরাজ। সিন্ডিকেটের ঠিক করে দেওয়া সাপ্লায়ারের কাছ থেকে বালি-পাথর না নিলেই বিপদ। সোমবার রাতে এমনই বিপদের মুখে পড়লেন দুই ডাম্পারচালক সহ তিনজন। বালি-পাথর ফেলে ডাম্পার বের করতেই তাঁদের উদ্দেশ্যে হল পাথর বৃষ্টি। মঙ্গলবার ভক্তিনগর থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছেন ডাম্পারের মালিক। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার গোপাল জোয়ারদারের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পাড়ার সিন্ডিকেটের 'দাদারা' ঠিক করে দিয়েছেন, কোন সাপ্লায়ারের থেকে সামগ্রী নিতে হবে। যে কারণে তিনি পাকুড় চিপস ছাড়া অন্য সামগ্রী ওই সাপ্লায়ারের কাছ থেকেই নিচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে ওই সাপ্লায়ারের কাছ থেকে সামগ্রী নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেন সিন্ডিকেটের দাদারা। তারপর সোমবার রাতের এই ঘটনা।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নানা প্রশ্ন উঠছে পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে। জানা গিয়েছে, মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের নতুন ভবন তৈরির জন্য নির্মাণসামগ্রী ফেলা হচ্ছিল। গোপালের কথায়, 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। চলতি মাসের ২ তারিখ হঠাৎ করেই দাদারা এসে জানান, ওই সাপ্লায়ারের কাছ থেকে বালি-পাথর নেওয়া যাবে না। নিজের মতো করেই বালি-পাথর নিতে পারব। সেক্ষেত্রে পরে ওঁরা বসে বিষয়টির নিষ্পত্তি করবেন। এরপর সোমবারের ঘটনা। চালকদের তোলা ভিডিও ফুটেজ স্থানীয় কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাসকে দিলে তিনি তাঁদের চেনেন না বলে জানান।' যদিও এব্যাপারে প্রীতিকণাকে ফোন করে পাওয়া যায়নি। দিনকয়েক আগে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডেও একটি জমিতে মাটি কাটা এবং সামগ্রী ফেলা নিয়ে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের এক সাপ্লায়ারের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন নেতার বিরোধ বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভক্তিনগর থানার পুলিশকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয়। পরে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে আটক করা হয়। যদিও কোনও তরফেই অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় পরবর্তীতে মদ খেয়ে হুজ্জুতির ধারায় ওই নেতাকে বেল বন্ড দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। সামগ্রী ফেলা নিয়ে ঝামেলার বিষয়টা পুলিশের তরফেও অস্বীকার করা হয়।

এই দুটি ঘটনা শুধু উদাহরণ। এখন প্রায় অধিকাংশ এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠছে সিন্ডিকেট। যা নতুন অশান্তির জন্ম দিয়েছে। এমন পরিস্থিতির জন্য শাসক তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলছে বিরোধীরা। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ইরুণ মণ্ডলের খোঁচা, 'তৃণমূলের গঠনতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক। শুধু পাড়ায় নয়, রাজ্যজুড়েই নির্মাণকারীদের সিন্ডিকেটের পছন্দের সাপ্লায়ারের কাছ থেকে নির্মাণসামগ্রী কিনতে হচ্ছে। যা উন্নয়নের পক্ষেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তৃণমূল জেলা কমিটির চেয়ারপার্সন সঞ্জয় টিব্রুয়ালের অবশ্য দাবি, 'শহরে সিন্ডিকেটের কোনও জায়গা নেই। এধরনের কোনও ঘটনা হয়ে থাকলে, পুলিশ-প্রশাসন অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। আমাদের দল সমর্থন করে না।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'কিছু দুষ্কৃতী ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছি।'

অভিযোগ

নির্মাণসামগ্রীকে কেন্দ্র করে পাড়ায় পাড়ায় সিন্ডিকেট

কার থেকে নিতে হবে সামগ্রী, ঠিক করছে সিন্ডিকেট

বিজেপির নিশানায় তৃণমূল, অস্বীকার শাসকদলের

কড়া নজর

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েকদিনে একাধিক ঝামেলার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে এসআই ও একজন করে এএসআই-কে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতিটি থানাতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো নির্দিষ্ট ওয়ার্ড, অঞ্চল হিসেবে দায়িত্ব বণ্টনের কাজও শুরু করে দিয়েছে প্রতিটি থানা। কোনও ধরনের ঘটনা ঘটলে, সেই খবর যাতে ওই এসআই এবং এএসআই-এর কাছে পৌঁছায়, সেই বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধন

বাগডোগরা, ১১ জুন : মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঠিকনিকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে বুধবার ডিজিটাল ক্লাসরুমের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকার। প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ বসাক বলেন, 'প্রোজেক্টরের মাধ্যমে পড়ানো হবে।'

বিদ্যুৎহীন গ্রামে বিক্ষোভ

আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ১১ জুন : তীব্র গরম। টানা পাঁচদিন গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। গোয়ালপোখর থানার ছোট পাটনা এলাকা দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় পথ অবরোধে শামিল হয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। এদিন গ্রামবাসীরা ঠিকরিবাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করেন। দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। গোয়ালপোখর-১-এর বিডিও কৌশিক মল্লিক বললেন, 'বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে শীঘ্রই নতুন ট্রান্সফর্মার বসানো হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাঁচদিন ধরে গ্রামের ট্রান্সফর্মার বিকল। বিদ্যুৎ দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তীব্র গরমে গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। শিশু এবং বয়স্ক মানুষজন সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কাশেম আলি বললেন, 'ছোট পাটনা মন্ত্রী গোলাম রব্বানির খাসতালুক। মন্ত্রী হওয়ার পর ইসলামপুরে থাকেন তিনি। গ্রামের বাসিন্দাদের খোঁজখবর রাখেন না। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে নানা জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও আশ্বাস ছাড়া কিছু মেলেনি।'

এদিন বিক্ষোভ চলেছে টানা দু'ঘণ্টা। বিক্ষোভের জেরে যানজট সৃষ্টি হয়। দূরপাল্লার যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

> ছোট পাটনা মন্ত্রী গোলাম রব্বানির খাসতালুক। মন্ত্রী হওয়ার পর ইসলামপুরে থাকেন তিনি। গ্রামের বাসিন্দাদের খোঁজখবর রাখেন না। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে অভিযোগ জানিয়েও আশ্বাস ছাড়া কিছু মেলেনি।
>
> **কাশেম আলি,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

দুর্গামূর্তি থেকে খসছে রংয়ের প্রলেপ। - সংবাদচিত্র

মহানন্দার ঘাটে 'বিসর্জন' আবহ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : কাঠামোয় মাটি পড়েছে কুমারটুলিতে। ক্লাবগুলিও প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। বর্ষা শেষে মাঝ শরতেই বাঙালি উৎসব মুখর হয়ে উঠবে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। কিন্তু মহানন্দার লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জনঘাটে থাকা দুর্গা প্রতিমার দিকে তাকালে আবাহন নয়, বিসর্জনের ছবিটা স্পষ্ট হয়। এখানে থাকা মূর্তিগুলির রং খসে পড়েছে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে দেবী দুর্গা।

সৌন্দর্যায়নের জন্য যখন মূর্তিগুলি স্থাপন করা হয়েছে, তখন এমন বেহাল দশা কেন? প্রশ্ন উঠছে সাধারণের মধ্যে। তাঁরাই আবার পুরনিগমের উদাসীনতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকে সামনে নিয়ে আসছেন। যদি দায়িত্ব সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা না যায়, তবে মূর্তি বসানো কেন, প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। এক সময় পুরনিগমের এমন কাজকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, উন্নয়নের সূচক হিসেবে নিরঞ্জনঘাটটিকে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের অনেকেই বর্তমান পরিস্থিতিতে হতাশ।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আবহ ধরে রাখতেই এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা নদীর ধারে নিরঞ্জনঘাটে দুর্গামূর্তি বসিয়েছিল তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড। আরও কিছু মূর্তির সহাবস্থানে দেবীর আবাহনের ছবিটা স্পষ্ট হয়। যে কারণে এলাকাটি শহরবাসীর কাছে সন্ধ্যায় সময় কাটানোর ডেস্টিনেশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাঁরা এখনও সেখানে পা রাখছেন, তাঁরা পরিস্থিতিতে বিরক্তি প্রকাশ করছেন। এমনই একজন বিকাশ বিশ্বাস বলছেন, 'সত্যি কথা বলতে এলাকার সৌন্দর্যায়নের জায়গাটাই এখন দেখতে খারাপ লাগছে। যেভাবে মূর্তিগুলোর একাংশ থেকে রংয়ের প্রলেপ খসে পড়ছে, তা দেখতে মোটেই ভালো লাগে না।' বুধবার সপরিবারে এখানে এসেছিলেন বিষ্ণু দাস। তাঁর বক্তব্য, 'রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের উচিত দ্রুত মূর্তিগুলির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা।' পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্রুত করা হবে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

সংযুক্ত। সক্ষম। ডিজিটাল।

Government of India

ডিবিটির আওতায় দরিদ্রদের কাছে সরাসরি পৌঁছেছে প্রায় ৪৪ লক্ষ কোটি টাকা

ডিজিলকারে ৫২+ কোটি ব্যবহারকারী ৯৪৩+ কোটি ডকুমেন্ট আপলোড করেছেন এবং এর মাধ্যমে যেকোনও সময়ে, যেকোনও জায়গা থেকে সহজে ও নিরাপদে ডিজিটাল ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে পারছেন

উমঙ্গ অ্যাপে ২২০০+ সরকারি পরিষেবা উপলব্ধ। সারা ভারতের যেকোনও জায়গা থেকে নাগরিকরা এর সুবিধা পেতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ৮.২৫ কোটি রেজিস্ট্রেশন

জীবন প্রমাণের আওতায় ১০.২+ কোটির বেশি পেনশনভোগী ডিজিটালি লাইফ সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন

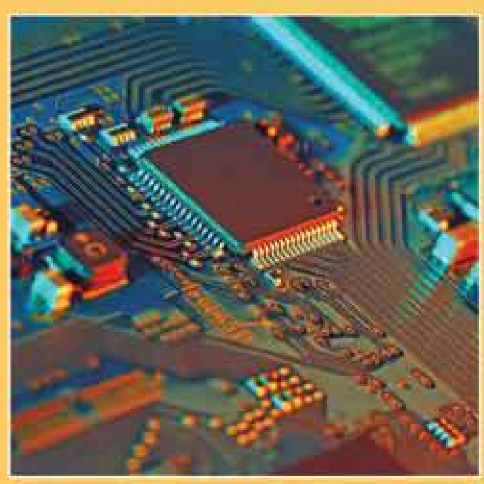

সেমিকন্ডাক্টর হাব হবার দিকে ভারতের যাত্রা- ২০২৪-এ বাজারের আয়তন দাঁড়িয়েছে ৪+ লক্ষ কোটি

অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতা হয়েছে ৪২+ লক্ষ রুট কিমি, সংযুক্ত হয়েছে ২.১৪ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় ৫.৭৬ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার কার্যকর

GeM পোর্টালের মাধ্যমে অর্ডার হয়েছে ১৩.৪+ লক্ষ কোটি টাকার। এর ফলে সরকারি কেনাকাটায় বেড়েছে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও গতি

সারা বিশ্বের প্রতি দুটি ডিজিটাল লেনদেনের একটি হয় ভারতে

এপ্রিল ২০২৫-এ ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণ ২৪ লক্ষ কোটি টাকা

কোভিড-১৯-এর ২২০ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল ডিজিটাল কোউইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

CBC 37101/13/0009/2526

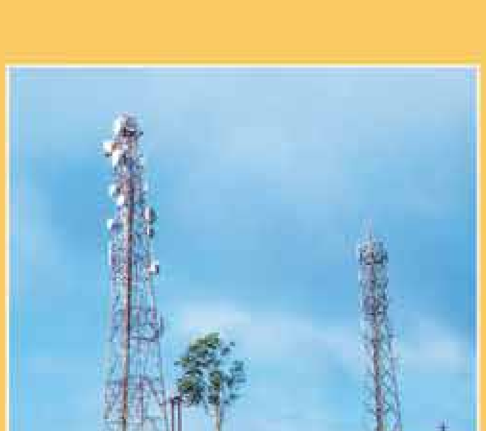

প্রতি জিবি ডেটার দাম ২০১৪-এ ৩০০+ টাকা থেকে এখন ১০ টাকারও কম হয়েছে

বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম গতিতে মাত্র ২২ মাসে ৯৯.৬% জেলায় পৌঁছেছে ৫জি

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদক দেশ - ভারত

5G

Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সবেতেই ভোট-রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের এখনও এক বছর বাকি। কিন্তু স্লগওভারে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী, উভয় শিবিরই চালিয়ে খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভোট যত কাছে আসবে, তত এই মেজাজ আরও চড়বে। বিধানসভায় অপারেশন সিঁদুরকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উত্তপ্ত তর্জায় সেই আঁচ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুজনে পরস্পরের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। সরকারের পেশ করা প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের নামোল্লেখ না থাকায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতিত্ব না দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ এনেছে শাসক শিবির।

অপরদিকে শুভেন্দুকে লিমিটলেস অপোজিশন লিডার বলে কটাক্ষ করেছেন মমতা। পহলগামে জঙ্গি হামলায় গোয়েন্দা-ব্যর্থতা ছিল বলে তিনি আঙুল তুলেছেন। দুই শিবিরের বাগযুদ্ধ তীব্র হয়েছে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ এবং অনুব্রত মণ্ডলের কুকথায় বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ হওয়ায়। ওয়াক-আউট করে প্রতিবাদ রেকর্ড করিয়েছেন বিজেপি বিধায়করা।

ভোট কাছাকাছি থাকলে শাসক-বিরোধী চাপানউতোর নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-বিজেপিতে যা চলছে, সেটা কুস্তির দঙ্গলকে হার মানাবে। কুস্তির লড়াইয়ে কিছু বাঁধাধরা নিয়ম আছে। পশ্চিমবঙ্গে শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের লড়াই কিন্তু নিছক রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নেই। দুই শিবিরই যুযুধান। প্রতিপক্ষকে কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার কথার লড়াইয়ের প্রতিফলনে বিধানসভার বাইরে তৃণমূল ও বিজেপির আকচা-আকচি চরমে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই শাসক-বিরোধী সম্পর্ক আর নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেই। বরং শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। আমরা-ওরা রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়া বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে।

সেই কারণে সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও শৌর্যকে সম্মান জানানোর প্রস্তাব ঘিরেও তৃণমূল-বিজেপির ঝগড়া এত দৃষ্টিকটু ও অশোভন হয়ে উঠেছে। সংসদ ও বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী শিবিরের পরস্পরের নীতি, সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপের সমালোচনা স্বাভাবিক। দেশের হিতসাধনে তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টাই সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি, পরম্পরা।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আমরা-ওরা নামক অবিশ্বাসের কাঁটাতারে আটকে রয়েছে। সমস্ত রাজ্যেই শাসক-বিরোধী চাপানউতোর চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তার ধারেকাছে অন্য কোনও রাজ্য নেই। আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে একের পর এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ করতে শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পশ্চিমবঙ্গে আনাগোনার মধ্যে দিয়ে বিজেপির তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু বাংলায় দাঁড়িয়ে কিংবা নয়াদিল্লিতে বসে নয়, সুদূর তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে গিয়েও শা হুংকার দিয়েছেন, ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়বে বিজেপি। অনেকটা ফুটবল বা ক্রিকেটের ফাইনালের আগে যুযুধান দুই পক্ষের পরস্পরের বিরুদ্ধে আস্ফালনের মতো শুরু করেছে দুই পক্ষ।

এতে রাজনৈতিক লাভ কতটা, সে উত্তর ভবিষ্যৎ দেবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক তর্জায় পশ্চিমবঙ্গের লাভ কতটা, সেই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। ১১ বছরের মোদি জমানায় ভারতে অমৃতকাল শুরু হয়েছে বলে ইতিমধ্যে গগনভেদী প্রচার শুরু হয়েছে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের লাভ কতটা, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা নতুন করে বলার দরকার নেই।

একসময় বিধানসভার অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার তীক্ষ্ণ যুক্তিশানিত বাগযুদ্ধ সকলের নজর কাড়ত। সংসদীয় রাজনীতির সেই স্বর্ণযুগ অতীত। ভোটের রাজনীতি সেদিনও ছিল, এখনও আছে, আগামীদিনেও থাকবে। কিন্তু সেই রাজনীতির কারণে সেনাকে সম্মান জানানোর মতো প্রস্তাব সস্তার রাজনীতির কাটাছেঁড়ার যন্ত্রে পরিণত হলে তার থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু থাকে না।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

চাষের জমি কমে বাংকার বাড়ছে মণিপুরে

এক সিদ্ধান্তে মেইতেইরা চটছে, অন্য সিদ্ধান্তে কুকিরা। বিভ্রান্ত সরকার। মণিপুর সবচেয়ে বড় ধাঁধা মোদি সরকারের কাছে।

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

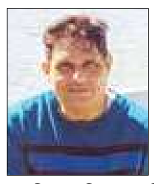

মণিপুরি মহিলাদের প্রতিবাদ। ইম্ফলে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে নয়াদিল্লিতে শপথ নেওয়ার পর ঘোষণা করেছিলেন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ উন্নয়ন নীতির। মোদির অভিযোগ ছিল, আগে সেভাবে উত্তর-পূর্বের রাজ্যের উন্নয়নে নজরই দেওয়া হয়নি। বিশেষ উন্নয়ন নীতিকে সামনে রেখে গত এক দশকে একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প সামনে এসেছে। যে উত্তর-পূর্বকে ভারতের মেইনল্যান্ড থেকে একটা সময় বিচ্ছিন্ন ধরা হত, সেখানে এখন অনেক বেশি দেশের অন্য প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকদের আনাগোনা।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কেন গত ২ বছর ধরে হিংসাদীর্ণ মণিপুর? সমস্যা কেন কিছুতেই মিটছে না? গত কয়েক মাস ধরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে মণিপুর। দিন কয়েক আগে ইম্ফল উপত্যকায় হিংসায় নতুন করে জর্জরিত হল রাজ্য। গত দু'বছর ধরে দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে একাধিক গবেষণাপত্র, সবখানেই বারবার তুলে ধরা হচ্ছে জাতিগত ভেদাভেদ এবং হিংসার কথা। কিন্তু যে সহজ প্রশ্নটাকে সকলে উহ্য রাখছেন তা হল, লাগামছাড়া দুর্নীতি। যার প্রভাব পড়েছে মণিপুরের সমাজজীবনে।

গুয়াহাটিতে বসেও কানে আসছে ব্যাপারটা। মণিপুরে বিষয়টা হয়ে দাঁড়িয়েছে, জোর যার মুলুক তার। অনৈতিকতার সঙ্গে অর্থ আয়ের প্রতিযোগিতা থেকে শুরু। মণিপুরের চিরাচরিত সমস্যাগুলোকে সমাধান না করে পুরো রাজ্যটাতে একটা কর্পোরেটাইজেশন ডেভেলপমেন্টকে উৎসাহ দেওয়ায় আরও সর্বনাশ হয়েছে। মানে সোজা। সাধারণ মানুষ যাক রসাতলে, উন্নতির সিঁড়িতে চড়ুক সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। আর এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আধিপত্য যে জনগোষ্ঠীর, তারাই সেই লাভের গুড়টা খেয়ে নেবে!

সন্দেহ নেই, এই ধরনের প্রবণতা মণিপুরের জাতিগত ভেদাভেদের একাধিক ইস্যুকে তো আরও কয়েকশো বছরের জন্য জীবিত করে রাখবে, তেমনি এখানকার পরিস্থিতি আরও খারাপ থেকে খারাপতর হবে।

মণিপুরে মেইতেই বনাম কুকিদের জাতিগত স্বার্থের লড়াই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আরও তীব্র হয়েছে। কুকিরা বারবার তাঁদের উন্নত জীবন এবং কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে জমির অধিকার নিয়ে সরব। মণিপুরের হিংসার আড়ালে যে প্রশ্নটা বারবার উহ্য থেকে যাচ্ছে তা হল, এখানে বসবাসকারী ভিটেহীন মানুষের কথা। উহ্য থেকে যাচ্ছে জমির অধিকার পাওয়ার মতো ইস্যু।

২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট বলেছিল, মণিপুরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। এবার এর সঙ্গে গত ১৪ বছরের আরও কিছু সংখ্যা যদি যোগ হয়, তাহলে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যায় মণিপুর এই মুহূর্তে শীর্ষে। দ্য মণিপুর ল্যান্ড রেভেনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৬০ অনুযায়ী সেখানে সকলের জন্য জমির কথা বলা হয়েছিল। এত বছরেও সেই কাজ শম্বুকের থেকে ধীরগতিতে এগিয়েছে।

এই অবস্থায় মণিপুরের বিগত সরকার যেভাবে একাধিক জমিকে রিয়েল এস্টেট এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অধিগ্রহণ করেছে, সেখানে জমির অধিকার নিয়ে মানুষের লড়াইয়ে কোনও সুরাহা হয়নি।

গত কয়েক বছরে মণিপুরে পার্বত্য এলাকা এবং উপত্যকায় জনসংখ্যা বাড়ছে হুহু করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রবেশ। মণিপুরের সীমান্ত উন্মুক্ত। নিরাপত্তাবাহিনী থাকলেও জঙ্গলের ও পাহাড়ের দুর্গমতার সুযোগ নিয়ে ঘটছে অনুপ্রবেশ। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার কোনওভাবেই ল্যান্ড সেটলমেন্ট নিয়ে কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপই করেনি। উলটে ফরেস্ট ল্যান্ডে দখলদারি থামাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এর ফলে প্রভাবিত হচ্ছে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারীরা। যাদের অধিকাংশটাই কুকি জনজাতি। এরা ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সব অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। অরণ্যের জমিতে ফসল ফলিয়েই এদের দিনগুজরান।

সব মিলিয়ে জমি না থাকা মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে মণিপুরে। ফসল উৎপাদনে কম পড়ছে জমি। দেখা দিচ্ছে খাদ্যসংকট। বলতে গেলে গত প্রায় এক দশকে মণিপুরে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন একটা স্থিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেইতেইদের সঙ্গে কুকিদের সশস্ত্র হিংসা। অধিকাংশ জমিতে এখন বাংকার। কোথাও কোথাও জমি ব্যবহার হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে।

সম্প্রতি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মণিপুরে চাষযোগ্য জমি নিয়ে একটা সমীক্ষা করে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৩০ হাজার একর জমিতে এখনও চাষবাস বন্ধ। কারণ, এই সব জমিতে তৈরি হয়েছে বাংকার।

মণিপুরের জনজীবনে মেইতেইরা বরাবরই প্রভাবশালী। জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ মেইতেই। মণিপুরের নিয়ন্ত্রণ বরাবরই মেইতেই জনজাতি ভোগ করে আসছে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতি- সর্বক্ষেত্রেই মেইতেইদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। মণিপুরের ষাট আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় মেইতেইদের দখলে ৪০টি আসন। কুকি-নাগাদের দখলে মণিপুরের পার্বত্য এলাকা। মূলত জঙ্গল এলাকাই কুকিদের ঠিকানা। মেইতেইদের সঙ্গে কুকি ও নাগাদের অধিকার রক্ষার লড়াই আজকের নয়, অন্তত ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। স্বাধীনতার পর থেকে এই লড়াই আরও তীব্র হয়েছে।

দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী কুকি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বারবার মেইতেইরা নানা ধরনের অনৈতিকতার অভিযোগে সরব হয়েছে। যার মধ্যে জঙ্গল ধ্বংস করা থেকে শুরু করে জঙ্গলের জমিতে মাদকের চাষ, একাধিক ধরনের দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্ম এবং সীমান্তপারে পাচারে যুক্ত থাকার মতো অভিযোগও রয়েছে। আবার কুকি ও নাগাদের পালটা অভিযোগ মেইতেইদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার বলীয়ানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির।

এই গল্পগুলো গত ২ বছরে সকলেরই মুখস্থ। কিন্তু, বীরেন সিং সরকারের পতনের পর মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। হিংসার বহরটাও কম হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু, এর মধ্যে দিন কয়েক আগে ফের হিংসা। যে রাজ্যে এই মুহূর্তে একাধিক কেন্দ্রীয় প্যারামিলিটারি ফোর্স থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী মোতায়েন হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি, সেখানে উত্তেজনা থামানো যাচ্ছে না কেন?

আসলে যা শুনছি, তাতে বীরেন সরকারের পতনের পর থেকেই মেইতেইদের ধারণা হয়েছে, কেন্দ্রের সরকারের দমনপীড়ন তাঁদের ওপরেই বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় কুকিরা নিজেদের বারবার আক্রান্ত বলে সকলের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার ফলে মেইতেইদের এক চরমপন্থী সংগঠন আরামবাই টেঙ্গলের সিনিয়ার নেতা অসীম কানন সিং সহ ৭ জন গ্রেপ্তার হতেই উপত্যকায় হিংসা হয়। আর এই হিংসায় সমর্থন ছিল মেইতেই জনগোষ্ঠীর। সব মিলিয়ে দিশেহারা দশা প্রশাসনের। তারা বুঝে পাচ্ছে না, কী করবে।

পরে রাজ্যপালের দপ্তর থেকে জানানো হয়, ২০২০ সালের আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের এক মামলায় অসীমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই অসীম একটা সময় মণিপুর পুলিশে হেড কনস্টেবলও ছিলেন। ২০২৩ সালে তাঁর বিরুদ্ধে এক পুলিশ অফিসারকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগও আছে। এরপর খানিকটা হলেও মণিপুরের উপত্যকা এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে।

এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যাটা হল, রাষ্ট্রপতি শাসন বা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মণিপুরের হিংসাকে থামানো যাবে না। এই হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রশাসন ঢিলেমি দিলেই ফের হিংসাদীর্ণ হবে মণিপুর। কারণ এর সমাজজীবনে যে সমস্যাগুলি নিহিত আছে, তার কোনও সুরাহা আজ অবধি বেরোয়নি। এর জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং নিঃস্বার্থভাবে মণিপুরের সব অধিবাসীর জন্য সরকারের কাজ করা। দেখা যাচ্ছে, সরকারে যে জনজাতির প্রতিনিধিত্ব বেশি, তাদের দাপটও বেশি হচ্ছে। এখন সেটা চলতে থাকলে মুশকিল। এই সঙ্গে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং মাদক ব্যবসাকে নির্মূল করতে না পারলে মণিপুরে অস্ত্রের ঝনঝনানি আরও বাড়বে।

মণিপুর এখন মোদি সরকারের কাছে বড় ধাঁধার নাম থেকে যাচ্ছে।

(লেখক গুয়াহাটির বাসিন্দা। সাংবাদিক)

আজ

২০১৪

সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর প্রয়াণ আজকের দিনে।

১৯৮৬

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় কবি অমিয় চক্রবর্তীর।

আলোচিত

অন্ত্যজরা কথা বলতে পারেন কিনা, সেটা আর প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল সমাজ তাদের কথা কি শুনতে চায়? সংবিধান সেই সামাজিক দলিল, যা জাতপাত, দারিদ্র্য ও অবিচারের নির্মম সত্যকে অস্বীকার করে না। গভীর বৈষম্যের দেশে সকলে সমান, এমন ভানও করে না।

- বিচারপতি বিআর গাভাই

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে দলের নেতার জন্য ফুলের মালা নিয়ে গিয়েছিলেন এক কর্মী। সেখানে নেতা সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলেন। শুনে হাসতে দেখা যায় নেতাকে। কিন্তু মালা পরিয়েই তাঁকে সাঁটিয়ে পরপর চড় কষাতে থাকেন ওই কর্মী। হাততালি বন্ধ করে তাঁকে থামাতে যান অন্যরা।

ভাইরাল/২

পশুপ্রেমীর মৃত্যুতে বাঁদরের শোক। মৃতদেহটি খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাঁদর মৃতদেহের পাশে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মৃতের মুখে স্নেহচুম্বন দেয়। দেহ চিতায় তোলা হলে বাঁদরটি সেখানেও হাজির। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

রেললাইন ঘুরিয়ে দিলেই হয়

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে আলিপুরদুয়ার শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে অনেক প্রতিবেদন দেখতে পাচ্ছি। জানতে পারছি রাজ্য সরকার রেলকে আরওবি দিচ্ছে না। অপরদিকে, ওখানকার ব্যবসায়ীরা রেল ওভারব্রিজের বিরোধিতা করছেন।

যদি আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন সংলগ্ন রেল ওভারব্রিজ হয় তাহলে ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মতে, এই রেললাইনটি যদি সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া হয়, যদি কোচবিহারগামী এই রেলপথটি আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে বের হয়ে ১ নম্বর আসাম গেট হয়ে সলসলাবাড়ির দিকে একই লাইনে নিয়ে গিয়ে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন হয়ে একই লাইনে নিউ বাণেশ্বর অথবা পুরোনো বাণেশ্বর স্টেশন হয়ে নিউ কোচবিহার হয়ে দিনহাটা বা বামনহাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কেমন হয়?

যদি এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অনেক ক'টি দিকে সুবিধা হবে। যেমন- প্রথমত, চারটি রেলগেটের (কোর্ট স্টেশনের সামনের রেলগেট, সুতলিপট্টির রেলগেট, আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সামনের রেলগেট এবং বাবুপাড়ার রেলগেট) আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, এই রেলপথটির জমিতে আরেকটি বড় রাস্তা আলিপুরদুয়ার উপহার পাবে। তৃতীয়ত, পুরোনো রেলব্রিজকে ব্যবহার করে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার একটা নতুন রাস্তা পাওয়া যাবে। চতুর্থত, কোচবিহারের জন্য নতুন রাস্তা যা পরবর্তীতে নতুন চারলেনের রাস্তার সঙ্গে সংযোজিত হলে আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা রাস্তার বর্তমান কালজানি ব্রিজে যানজট কম হবে। সর্বোপরি আলিপুরদুয়ার শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে বিশাল ভূমিকা নেবে।

দেবু পালধী
সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

তালতলায় তৈরি হোক পর্যটনকেন্দ্র

তালতলা অনেক রয়েছে। কিন্তু এটি মালদা জেলার আইহো অঞ্চলের চেঁচাইচণ্ডী গ্রামে আইহো-শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামীণ সড়কের দুই ধারে। প্রায় ১ কিমি জুড়ে সারিবদ্ধ অগণিত তাল গাছের সমাহার। এই তালতলায় অনেক দূরদূরান্তের গ্রাম, শহর থেকে নেটিজেনরা ছুটে আসেন একটি সেলফির জন্য, সঙ্গে সময় কাটানোটাও বেশ ভালোই জমে। ইউটিউবের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট ক্রিয়েটররা রিলস, ভ্লগ ও ফোটোগ্রাফাররা ছবি এবং ভিডিও শুট করতে আসেন।

পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক থেকে প্রবীণ লোকেরা নিত্যদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন এই মনোরম পরিবেশে। এককথায় এই তালতলা আট থেকে আশি প্রত্যেকের কাছে আকর্ষণীয়। পর্যটনকেন্দ্রের আদলে এই জায়গাটি সাজিয়ে তুললে আগামীদিনে আরও জনপ্রিয়তা বাড়বে। প্রত্যন্ত গ্রামের ব্যবসায়ীদের রুজিরোজগারের একটি মাধ্যম গড়ে উঠবে এবং আর্থিক দিক থেকে আরও উন্নয়নশীল হবে।

দুর্জয় বর্মন, আইহো, মালদা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চুরির অভিধানে কে চোর, কে চৌকিদার

সবুজ চুরি। পুকুর চুরি। মাঠ চুরি। চুরির শেষ নেই। যে গতিতে এসব হারিয়েছে, সেই গতিতে হারিয়েছে আমাদের শৈশব।

নীলাদ্রি দেব

কয়েক দশকে এভাবে হারিয়ে গিয়েছে অজস্র জলা ও জলাশয়।

মোবাইলে একটি ক্লিপ দেখলাম। ওর কিওয়ার্ড ধরে একই রকম আরও অজস্র ক্লিপ আসতে শুরু হল। সামাজিক মাধ্যমের প্রতিটি পরিবেশন সময়, মনোযোগ চুরি করছে। পছন্দকে পড়ে নিচ্ছে। পছন্দকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। এই এআই যুগ দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন ইকনমির ওপর। জ্ঞানত অজ্ঞানত এরকম চুরির অংশ আমরা।

গোপনে অন্যের জিনিস আত্মসাৎকে চুরি বলে জানি। এর আওতাভুক্ত সুবিশাল পরিসর আছে। এই প্রবণতা অপরাধ নির্দেশ করে নীতিগত, আইনগতভাবে। শিশু বেড়ে ওঠার সময় থেকেই পারিবারিক পাঠে নির্দিষ্ট করা হয় মূল্যবোধ। ক্রমে চুরিকে চিহ্নিত করতে শিখি আমরা বা এর থেকে দূরত্ব রাখতে।

প্রায় চোখের সামনেই কত সবুজ চুরি হল। জনবিস্ফোরণ, শহর সম্প্রসারণের অজুহাতে বন কেটে চাষের জমি গড়ে উঠল, নগরায়ণ হল। আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর অংশ হলাম। আগে অনেক গ্রামীণ পরিবারে বৃক্ষ জাতীয় গাছের ঘন এলাকা থাকত, একে তাঁরা ফরেস্ট বলতেন। মানে ব্যক্তিগত ফরেস্ট। সেগুলোও ক্রমে ফিকে হয়েছে। কাঠের আসবাব, গৃহশোভা ইত্যাদি ছল ও ছলনা যে হারে গাছ নির্মূল করেছে, পরিবেশ দিবস ও বনমহোৎসবের শৌখিন বৃক্ষরোপণ সে হারে সবুজ ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

পুকুর চুরি। এ-ও এক পরিকল্পিত প্রকল্প। চারপাশ থেকে বুজিয়ে দিতে দিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা গভীরতা কমিয়ে নিয়ে আসা। সময় সাপেক্ষ অথচ নিখুঁতভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণ মাটি চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা। আর তার ওপর শৌখিন বসতি নির্মাণ। গত

ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেলে যে বিরাট মাঠে সকালে, দুপুরে, বিকেলে পালা করে ক্রিকেট চলত, আজ সেখানে মাঠ নেই। মাঠ, মাঠের পর নীচু জমি, ওপারের জঙ্গল, সবটা হারিয়েছে। একি চুরি নয়! সময় চুরি করেছে। গড়ে উঠেছে কংক্রিটের জঙ্গল। এই ছবি প্রত্যেক অঞ্চলের। যে গতিতে মাঠ হারিয়েছে, সে গতিতে শৈশব।

শুধু সাদা বা কালো তো নয়, ধূসর দীর্ঘ চরিত্র আমরা বহন করি। এতে চুরি বড় আদিম প্রবণতা। যদিও নিজেরা নিজেদের সেন্সর করতে চেষ্টা করি, নিয়ন্ত্রণ করতে। কিছু পরিবেশ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ দেয়। আর বশ্যতা স্বীকার করলেই অঘটন। শিকার করতে শিখে নিজেরাই শিকার হয়ে উঠি।

চুরি বললেই আমাদের চোখের সামনে সংশোধনাগারের ছবি আসে। মানে শাস্তির। কিছু শাস্তি চোখে দেখা যায়, কিছু যায় না। আজকের সময়ের গতি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে স্বাভাবিক বিচার-বিশ্লেষণ। সমাজের প্রতি স্তরের চুরি গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। মানিয়ে নিতে শিখে গিয়েছি, বাধ্য করেছে কেউ বা বাধ্য হয়েছি।

সাম্প্রতিক দুটো ঘটনা যেন সমান্তরালে বয়ে গেল শিরদাঁড়া বরাবর। একদিকে, একটি পডকাস্টে দেশ থেকে ফেরার এক শিল্পপতি চুরিকে ঢাকতে চাইছেন রংবেরংয়ের পোশাকে। অন্যদিকে, সামান্য কিছুদিন আগেই একটি শিশু লিখে রেখে গিয়েছিল ওর নাম, রোল নম্বর। আর সামান্য চিপসের প্যাকেটের জন্য সেই শিশুটিকে হারিয়েছিলাম আমরা।

কতটা প্রতীক চুরি শব্দটি! বিবর্তনের সঙ্গে জটিল হতে থাকা, সহজের থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, যোগাযোগের সাঁকো শীর্ণকায় হয়ে ওঠা কিংবা আমাদের স্বীকারোক্তির বাক্সটা হারিয়ে ফেলা... মনে হয় সুতোয় গিঁট লাগছে। অনেক সময় গিঁট খোলার পথ আমাদের হাতে থাকে না।

(লেখক সাহিত্যিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৪

পাশাপাশি : ১। ঝগড়া, বিবাদ বা বিতর্ক ৩। নবরত্ন সভার এক রত্ন ৪। আব্দুল করিম খানের প্রতিষ্ঠিত সংগীতের ঘরানা ৫। গায়েগতরে শক্তিশালী ৭। মা যার বোন ১০। হালকা বা ভারহীন ১২। অবমাননা, অনাদর ১৪। মাঠে যে গোরু চরায় ১৫। পরিশ্রমে ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত ১৬। লঙ্কার রাবণ যাদের রাজা ছিলেন।

উপর-নীচ : ১। বিক্রির চুক্তিপত্র ২। বাড়ির ঠিকানা ৩। দুজনের মধ্যে খুব মনের মিল ৬। মেঘ ও বৃষ্টি ৮। জানা, ধারণা বা টের পাওয়া ৯। আহারের অন্ন বা পেটের ভাত ১১। বিছানা ছাড়ার পরও ঘোর কাটেনি ১৩। খিল বা গোঁজ, পেরেকও হতে পারে।

সমাধান ■ ৪১৬৩

পাশাপাশি : ২। ভূমিকম্প ৫। বাহিত ৬। পাটলিপুত্র ৮। গড় ৯। চিন ১১। জিয়নকাঠি ১৩। কয়লা ১৪। কলবিঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। অবারিত ২। ভূত ৩। কপট ৪। কলত্র ৬। পাড় ৭। লিখন ৮। গর্দান ৯। চিঠি ১০। অপলাপ ১১। জিঞ্জির ১২। কাঙাল ১৩। কঙ্ক।

বিন্দুবিসর্গ

এসির তাপমাত্রায় রাশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : গরমে গলদঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকেই এসি-র কাঁটা ১৬-এ নামিয়ে দেওয়া দস্তুর আরামপ্রিয় শহুরেদের। কিন্তু সেই সুখের দিন শেষ। বাতানুকূল যন্ত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সীমা এবার বেঁধে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার জানিয়েছেন, ইচ্ছামতো আর এসির তাপমাত্রা কমানো বা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শীঘ্রই এসির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় রাশ টানা হবে। ২০ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে এসিকে। এ ব্যাপারে জারি হবে একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাও।

কেন্দ্রের এ হেন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এর ফলে শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ই নয়, জনস্বাস্থ্যেরও উপকার হতে পারে। চিকিৎসক সুরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, '২২-২৪ ডিগ্রির মধ্যেই এসি-র তাপমাত্রা থাকা উচিত। এই সীমা নিরাপদ ও আরামদায়ক। বাইরে ও ভিতরের তাপমাত্রার ব্যবধান যত কম হবে, শরীর তত ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারবে।' চিকিৎসক প্রশান্ত সিনহা বলেন, 'অনেকেই না বুঝে এসি ১৬ বা ১৮ ডিগ্রি করে দেন, যা বাইরে থেকে এসে ভালো লাগলেও দীর্ঘমেয়াদে শরীরের ক্ষতি করে।'

কেন্দ্রের প্রাথমিক ভাবনা অনুযায়ী, বাতানুকূল যন্ত্রের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচে এবং ২৮ ডিগ্রির ওপরে রাখা যাবে না। এ নিয়ম বাড়ি থেকে অফিস সর্বত্রই চালু হবে।

সাধারণত এসির তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৬ ডিগ্রি পর্যন্ত নামানো যায়। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়ানো যায় ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে বিষয়টি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়। তিনি শুধু বলেছেন, পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। অন্য কারণ হল, বিদ্যুতের সাশ্রয়।

অবশ্য বিদ্যুৎ বাঁচাতে এসির 'স্ট্যান্ডার্ড' তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রিতেই রাখতে বলা হয় ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই)-র তরফে। ২০২০ সালে এই বিষয়ে একটি প্রত্যাদেশ দিয়েছিল বিইই। বিইই জানিয়েছিল, বিদ্যুতের সর্বাধিক সাশ্রয়ের জন্য ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকা উচিত এসির তাপমাত্রা। তার যত নীচে তাপমাত্রা নামানো হবে, ততই বিদ্যুৎ খরচ বেশি হবে। প্রতি এক ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ৬ শতাংশ বিদ্যুৎ বাঁচে। সেক্ষেত্রে ১৭-১৮ ডিগ্রির বদলে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসি চললে অন্তত ৩৬ শতাংশ বিদ্যুৎ বাঁচবে। সেই হিসাবে ভারতে বছরে ১০০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। এতে যেমন বিদ্যুৎ বাঁচবে, তেমনই কার্বন নিঃসরণও হবে কম। ফলে পরিবেশ দূষণ কম হবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার লক্ষ্যে ভাবনা

- কেন্দ্র চাইছে এসি-র সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে। এ বিষয়ে শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার।
- বিশেষজ্ঞদের মতে, ২২-২৪ ডিগ্রির মধ্যেই এসি-র তাপমাত্রা থাকা উচিত।
- ব্যুরো অফ এনার্জি এফিশিয়েন্সি (বিইই)-র পরামর্শ, এসির ডিফল্ট তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি রাখা উচিত। এতে স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে বিদ্যুৎ খরচ ও গ্রিডের ওপর চাপও কমে।
- বর্তমানে এসির তাপমাত্রার পরিসীমা ১৬ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

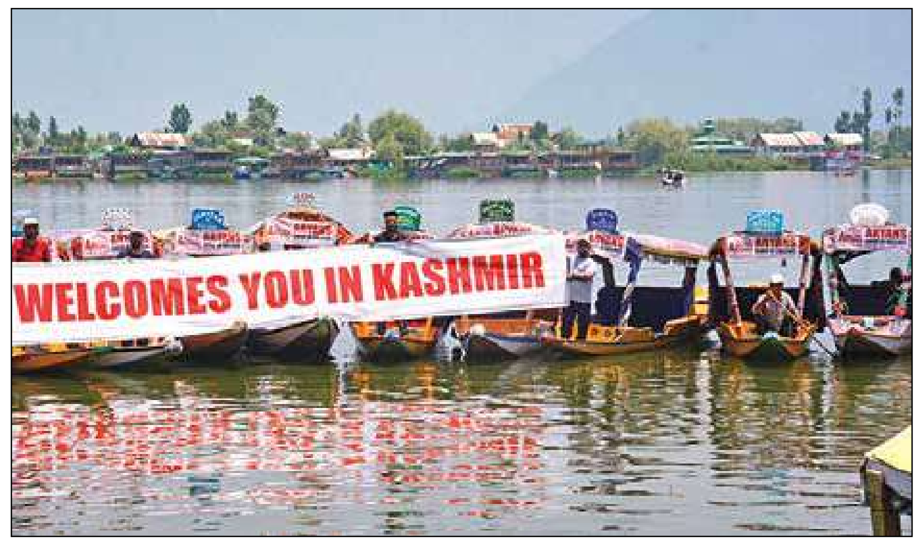

ভূস্বর্গে আপনাদের স্বাগত... ডাল লেকে শিকারায় পোস্টার। বুধবার শ্রীনগরে।

খুন কবুল সোনমের, দূরে সরল পরিবারও

শিলং ও ইন্দোর, ১১ জুন : বিয়ের ঠিক একমাস পর সোনম রঘুবংশী স্বীকার করলেন, মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে তিনিই খুন করিয়েছেন স্বামী রাজা রঘুবংশীকে। পুলিশি জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিজের মুখেই কবুল করেছেন চক্রান্তের কথা।

তবে ভারতীয় আইনে পুলিশের সামনে দেওয়া স্বীকারোক্তি আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সোনমের স্বীকারোক্তির বয়ান রেকর্ড করতে হবে তদন্তকারীদের।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীকে কীভাবে খুন করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও ইতিমধ্যে সামনে এসেছে।

মেঘালয়ে ঘুরতে গিয়ে রাজা খুন হন। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী সোনম এবং আরও চার তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজা খুনের সময় সোনম নীরবে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেও জানিয়েছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং প্রেমঘটিত টানাপোড়েনের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।

পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) জানিয়েছে, ইন্দোর থেকে তিনজন ভাড়াটে খুনি—আকাশ, আনন্দ ও বিকাশ পর্যায়ক্রমে শিলং পৌঁছোয়, যাতে কারও সন্দেহ না হয়। সিসিটিভি ফুটেজ, ট্রেনের টিকিট ও আধার কার্ডের ফোটোকপি দিয়ে তাদের গতিবিধি নিশ্চিত করে পুলিশ।

২৩ মে রাজা-সোনম দম্পতির সঙ্গে ট্রেকিংয়ে যায় তিনজন খুনি পর্যটকের ছদ্মবেশে। স্থানীয় গাইড অ্যালবার্ট পরে জানান, তিনি তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দিলেও তারা তাতে রাজি হয়নি। বরং পর্যটকদের ভিড় এড়াতে একটি দুর্গম পথ বেছে নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রেক চলাকালীন সোনম ইচ্ছা করে পিছিয়ে পড়েন এবং ঠিক তখনই চিৎকার করে বলেন, 'মেরে দে!' এটাই ছিল হত্যার সংকেত। এরপর এক খুনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে রাজার ওপর হামলা চালায়। বাকি দুজনও তাঁর মাথা ও শরীরে আঘাত করে। এরপর রাজার দেহ একটি গভীর গিরিখাদে ফেলে দেওয়া হয়। সোনম হত্যাকারীদের সঙ্গে মিলে দেহ গোপন করা ও প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করেন বলে অভিযোগ।

হত্যার পর সোনম শিলং শহরে ফিরে আসেন, সেখান থেকে গুয়াহাটি হয়ে ট্রেনে ইন্দোর ফেরেন। খুনিরা আলাদা আলাদা পথে পালিয়ে মধ্যপ্রদেশে ফিরে যায়।

মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসাং জানিয়েছেন, এই মামলায় জড়িত চার অভিযুক্ত আকাশ রাজপুত (১৯), বিশাল সিং চৌহান (২২), রাজ সিং কুশওয়াহা (২১) এবং আনন্দ কুর্মি—সকলেই হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। রাজা রঘুবংশীর মৃতদেহ উদ্ধারের প্রায় দু'সপ্তাহ পর চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন তাঁর স্ত্রী সোনমের ভাই গোবিন্দ। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে আমার দিদিই এই খুন করেছে।' গোবিন্দ জানান, 'এই মামলার সব অভিযুক্তই রাজ কুশওয়াহার পরিচিত। আমরা সোনমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। রাজাভাইয়ের পরিবারের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং দোষী যে-ই হোক, তার কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি। রাজার পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি।'

ভিনধর্মে বিয়ের জেরে জেল, পরে জামিন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : 'যব মিয়াঁ-বিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজি'।

অতি পরিচিত এই লোককথাটি এবার উত্তরাখণ্ড সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভিনধর্মে বিয়ে করে কারাবাসের ঘটনায় অভিযুক্ত মুসলিম তরুণের জামিন মঞ্জুর করে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে তিরস্কার করল সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'পাত্র-পাত্রী দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক। উভয়ের পরিবারের উপস্থিতিতেই তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দুই পরিবারই পাত্র-পাত্রীর ধর্ম সম্পর্কে জানত। নিজেদের বাবা, মা, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছা মেনে ওই তরুণী ও অভিযুক্ত মুসলিম তরুণ যখন একত্রে বাস করছেন, তখন রাষ্ট্র সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।' অভিযুক্তকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুর থানায় পাত্রীপক্ষের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং কিছু সংগঠনের তরফে দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে অভিযুক্ত আমন সিদ্দিকী ওরফে আমন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তরাখণ্ড ধর্মের স্বাধীনতা আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। জামিন চেয়ে প্রথমে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আমন সিদ্দিকী। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করেনি। ফলে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে কারাবন্দি আমন সিদ্দিকী। তাঁর আইনজীবী শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন, ওই দম্পতি দেখাশোনা করেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরই কিছু লোক এবং সংগঠন ওই সম্পর্কে আপত্তি তোলে।

সিদ্দিকী খুনের চক্রী ধৃত

মুম্বই, ১১ জুন : মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী খুনের মূল চক্রী বলে অভিযুক্ত জিশান আখতার ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার কানাডায় তাকে আটক করা হয়েছে। মুম্বই পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। বাবা সিদ্দিকী খুন হন ২০২৪-এর ১২ অক্টোবর। মুম্বইয়ে তাঁর ছেলের অফিসের সামনে দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুলি করেছিল। ঘটনার পর থেকেই ফেরার ছিল জিশান।

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ৭৮তম জন্মদিবসে ৭৮ কেজির লাড্ডু কাটতে তলোয়ার উপহার ভক্তদের।

জীবনরেখা হল সংবিধান : গাভাই

লন্ডন, ১১ জুন : জাতপাতের নির্মম সত্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তুলে ধরলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তাঁর সাফ কথা, যে সমস্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কথা কখনও শোনাও যেত না তাঁদের হৃদস্পন্দনও সংবিধানে শোনা যায়। বক্তৃতার সূচনা করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বহু দশক আগে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হত। তাঁদের বলা হত অপবিত্র। তাঁদের কোনও অস্তিত্বই নেই বলে জানানো হত। তাঁদের নিজেদের কথাটুকু বলতেও বাধা দেওয়া হত। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষেরই একজন দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে থেকে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছেন।'

সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে অষ্টাদশ লোকসভায় পথ চলা শুরু করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। সংবিধানের ওপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ হচ্ছে বলেও বারবার অভিযোগ করেন তাঁরা। এবার সংবিধানকে দেশের নাগরিকদের জীবনরেখা বলে মন্তব্য করে তার শক্তি স্মরণ করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'অক্সফোর্ড ইউনিয়নে আজ আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি, ভারতের সবথেকে প্রান্তিক নাগরিকদের কাছে সংবিধান শুধুমাত্র একটি আইনের সনদ কিংবা রাজনৈতিক কাঠামো নয়। এটি একটি ভাবধারা, জীবনরেখা, নিঃশব্দ বিপ্লব যা কালি দিয়ে লেখা আছে। পুরসভার স্কুল থেকে দেশের প্রধান বিচারপতির দপ্তর পর্যন্ত এটি আমার চলার পথের পাথেয় হয়েছিল।' গাভাইয়ের মতে, 'সংবিধান দেশের জনগণকে তাঁদের অধিকারের কথা জানিয়েছে। তাঁরা যাতে নিজেদের কথা বলতে পারেন।'

> বহু দশক আগে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হত। তাঁদের বলা হত অপবিত্র। তাঁদের কোনও অস্তিত্বই নেই বলে জানানো হত। তাঁদের নিজেদের কথাটুকু বলতেও বাধা দেওয়া হত। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষেরই একজন দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে থেকে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছেন।
>
> **বিআর গাভাই,** *প্রধান বিচারপতি*

সিদ্দাকে ক্লিনচিট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্টের ঘটনাকে নিছকই একটি দুর্ঘটনা বলে দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সরকারকে ক্লিনচিট দিয়ে কুম্ভমেলার সময় এবং করোনাকালে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ৪ জুন বেঙ্গালুরুতে ১১ জন পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। সেই ঘটনায় বিজেপি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের পদত্যাগের দাবি তুলেছে। তা খণ্ডন করতে গিয়ে খাড়গের পালটা বক্তব্য, 'কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনায় কেউ কি পদত্যাগ করেছিলেন? আমি বেশি কথা বলি না। কিন্তু কুম্ভে লক্ষাধিক মানুষ স্নান করেছিলেন। গঙ্গায় বহু মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখা গিয়েছিল। সেইসময় কি যোগী পদত্যাগ করেছিলেন? এই ঘটনায় (বেঙ্গালুরু পদপিষ্ট) নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। তবে আমাদের নেতারা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।' সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিবকুমার দিল্লি এসে খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখাও করেছেন।

পহলগাম
মোদিকে প্রশ্ন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : অপারেশন সিঁদুর সফল বলে বারবার দাবি করেছে কেন্দ্র। বিদেশ থেকে ফিরে আসা সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দৌত্যের সাধুবাদও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অবস্থায় পহলগাম পরবর্তী পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের কৌশল কী হতে চলেছে, তা জানতে চাইল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে কেন্দ্রের সুরক্ষা এবং বিদেশনীতির চ্যালেঞ্জগুলি কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনার দাবি তুলেছে তারা। কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চারটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছি। যে প্রতিনিধি দলগুলিকে বিদেশে দৌত্য করতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেখা করেছেন। এবার কি উনি সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন? বিরোধী দলগুলির নেতাদের সঙ্গে উনি কি কথা বলবেন?' রমেশের প্রশ্ন, 'ইন্ডিয়া জোট বারবার সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিল। কিন্তু তার উত্তর দেওয়া হয়নি। ২১ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সরকার কি বাদল অধিবেশনে সংসদে দু-দিন ধরে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে?'

কার্গিল যুদ্ধের পর বর্তমান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বাবা কে সুব্রহ্মণিয়ামের নেতৃত্বে কার্গিল রিভিউ কমিটি গঠন করেছিল তৎকালীন বাজপেয়ী সরকার। সেই রিপোর্ট সংসদে পেশও করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে রমেশের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার কি কার্গিল রিপোর্টের ধাঁচে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য কোনও কমিটি গঠন করবে এবং তার রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হবে?'

নমো-কণ্ঠ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : তাঁর ভক্ত যেমন হিন্দুরা, তেমনই মুসলিমরা। মরমি কবি ও সন্ত কবীর দাসের জন্মবার্ষিকীতে বুধবার শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বার্তা, যাবতীয় কুসংস্কার দূর করতে কবীরের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। কবীরকে নিয়ে একটি ভিডিও মন্তাজে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তিনি। তাতে নেপথ্য কণ্ঠ দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। পোস্টে কবীরের একাধিক ও কবীরের প্রতি মোদির শ্রদ্ধা নিবেদনের ছবি রয়েছে। চলতি বছরে বিহার বিধানসভার ভোট। তারপর অসম, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। তার আগে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতে মোদির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তাৎপর্যপূর্ণ।

লন্ডনে বিক্ষোভের মুখে ইউনূস

লন্ডন, ১১ জুন : ব্রিটেন সফরে গিয়ে আওয়ামি লিগের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুহাম্মদ ইউনূস। লন্ডনে ডরচেস্টার হোটেলে উঠেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। মঙ্গলবার সেই হোটেলের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান আওয়ামি লিগের প্রবাসী কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের প্রাক্তন সাংসদ রণজিৎ সরকার, হবিগঞ্জ-৩ আসনের প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ আবু জাহির ও সিলেট মহানগর আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিধানকুমার সরকার।

পালাবদলের পর আওয়ামি লিগের বহু নেতা বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। রণজিৎ সরকার, মহম্মদ আবু জাহিররা রয়েছেন লন্ডনে। এদিন বিক্ষোভের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ হলেও ব্রিটেনে শেখ হাসিনার দলের প্রভাব কতটা, ডরচেস্টার হোটেলের বাইরের ভিড় থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। ইউনূসের কুশপুতুলে মালা পরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। একটি ডাস্টবিনে প্রধান উপদেষ্টা এবং তাঁর প্রেস সচিব শফিকুর আলমের ছবি লাগিয়ে দেন তাঁরা। বাংলাদেশ রাজাকার ও জামায়াতের দখলে চলে গিয়েছে বলে কালো পতাকা হাতে স্লোগান দিতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। সোমবার লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ইউনূসকে স্বাগত জানাতে যাননি ব্রিটিশ সরকারের কোনও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সরকারের তরফে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে ইউনূসের বৈঠকের কথা জানানো হলেও ব্রিটিশ সরকার সরকারিভাবে কিছু জানায়নি। বুধবার ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জনাথন পাওয়েল।

মোদি সাক্ষাতে করোনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। বিভিন্ন রাজ্য থেকে করোনা সংক্রামিত রোগীর খোঁজ মিলছে। বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে করোনায়। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

একটি সূত্রের খবর, করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। এহেন শর্তে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা ছড়িয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসভবনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সহ প্রায় ৭০ জন বিজেপি নেতানেত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকের আগে প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করানো হয়। শুধু সাক্ষাৎ-প্রার্থীরাই নন, যে সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন তাঁদেরও আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০৬ জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। কেরলে একদিনে ১৭০ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। গুজরাটে নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন ১১৪ জন।

জানলা-রাস্তায় সৌরবিদ্যুৎ

আমস্টারডাম, ১১ জুন : শক্তি সংকটের আবহে পরিবেশবান্ধব শক্তির সন্ধানে বিশ্বজুড়ে চলছে নানা ধরনের উদ্ভাবনী চেষ্টা। সেই ধারাতেই এশিয়া এবং ইউরোপের দুটি দেশের তৈরি প্রযুক্তি সম্প্রতি আলোড়ন তুলেছে।

নেদারল্যান্ডসের উটরেখটের কাছে একটি শহরে একটুকরো রাস্তাকেই পুরোদস্তুর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বানিয়ে ফেলা হয়েছে! প্রকল্পের নাম সোলারোড। এই রাস্তা শক্ত কাচের তৈরি। রাস্তার নীচে বসানো হয়েছে সৌরকোষ। পথচারী বা সাইকেল আরোহীরা যখন এই রাস্তায় চলাফেরা করেন, তখন প্যানেলগুলি সূর্যের আলো শুষে তা বিদ্যুতে বদলে দেয়। তারপর তা সরবরাহ করা হয় গ্রিডে।

একটি ছোট ডাচ পরিবারের সারা বছরে যতটা বিদ্যুতের প্রয়োজন (মোটামুটি ৩ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা) হয়, তার দ্বিগুণেরও বেশি (৯,৮০০ কেডব্লিউএইচ) বিদ্যুৎ মাত্র ছ'মাসেই মিলেছে ওই একটুকরো সোলারোড থেকে। তাও আবার এই বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে শুধু বাইক চালিয়েই! তাছাড়া এই সৌরপ্যানেলগুলি সব ধরনের আবহাওয়ায় কাজ করতে পারে। তাই চাইলে যে কোনও দেশই কাজে লাগাতে পারে এই প্রযুক্তিকে।

নেদারল্যান্ডসে ফাঁকা জমি প্রায় নেই। সৌরফার্ম গড়তে ভরসা কেবল রাস্তা আর পার্কিং লট। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন জানলার কাচের মতো স্বচ্ছ প্রায় অদৃশ্য সৌরপ্যানেল। 'স্বচ্ছ সৌরপ্যানেলগুলি জানলার কাচে বসানো যাবে, যা আলো আটকে না রেখেও ত বিদ্যুৎ তৈরি করবে।

এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যেতে পারে আমাদের বাড়িঘর, অফিস বা বহুতল ভবনগুলিতে।

বিদেশি শত্রু মুক্ত করার ডাক ট্রাম্পের

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জুন : সরকারের অভিবাসন নীতির বিরোধিতায় টানা পঞ্চম দিন উত্তাল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস। বুধবারও শহরের নানা জায়গায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। জারি করা হয়েছে কার্ফিউ। বিক্ষোভকারীদের দেখা মাত্র গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। তারপরেও প্রতিবাদ থামছে না। বরং লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলি এলাকায় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে রবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছে। এদিকে বিক্ষোভকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, শহরের নিয়ন্ত্রণ অভিবাসীদের হাতে চলে গিয়েছে। আন্দোলন ঠেকাতে সেনা শাসন জারি করার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তিনি।

এদিন উত্তর ক্যারোলিনায় মার্কিন সেনার এক ঘাঁটি পরিদর্শন করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতি তৈরি হবে ভেবে আমাদের সেনারা বিদেশে গিয়ে নিজেদের রক্ত দেননি। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্ষোভ আমেরিকার শান্তি ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস। বিক্ষোভকারীদের হাতে বিদেশি পতাকা দেখা যাচ্ছে। গোটা এলাকা এখন আন্তর্জাতিক গ্যাং এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শহরকে আমরা বিদেশি শত্রুমুক্ত করবই। এটি আবার নিরাপদ জায়গায় পরিণত হবে।'

কয়েক হাজার পুলিশকর্মীর পাশাপাশি লস অ্যাঞ্জেলেসে ৪ হাজার ন্যাশনাল গার্ড এবং ৭০০ মেরিন কমান্ডো মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। এজন্য ১৩৪ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে বলে পেন্টাগনের তরফে জানানো হয়েছে। অশান্তি না থামলে শহরে সেনা সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে ট্রাম্প সরকার যেভাবে লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্ষোভ দমন করতে চাইছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা। তাঁদের মতে, এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়বে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নিউসাম জানান, তাঁকে না জানিয়েই লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনা শাসনের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প।

এদিন শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করলেও সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ প্রধান জিম ম্যাগডোনেল। তিনি বলেন, '২৩টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। বহু গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জনতা। আমরা কারও কণ্ঠরুদ্ধ করতে ধরপাকড় চালাচ্ছি না। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

প্রেসিডেন্ট বার্তা

- ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্ষোভ আমেরিকার শান্তি ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী
- আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস
- বিক্ষোভকারীদের হাতে বিদেশি পতাকা দেখা যাচ্ছে
- এলাকাটা এখন আন্তর্জাতিক গ্যাং এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে
- শহরকে আমরা বিদেশি শত্রুমুক্ত করবই

দুঃখিত বলে চর্চায় মাস্ক

ওয়াশিংটন, ১১ জুন : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধে ইতি টানার বার্তা দিলেন এলন মাস্ক। বুধবার এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্পর্কে করা কিছু পোস্টের জন্য আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে।' দিনকয়েক আগে ট্রাম্পের বিশেষ উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন মাস্ক। তারপর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দেগেছেন টেসলা, স্পেসএক্স কর্তা। ট্রাম্পের একটি আর্থিক বিল নিয়েও কটাক্ষ করেছেন। পালটা মাস্কের একটি সংস্থাকে সরকারি অনুদান বন্ধ এবং অন্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিলের হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। মাস্ক ডেমোক্র্যাটদের আর্থিক সাহায্য করলে তার ফল মারাত্মক হবে বলেও ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। এই পরিস্থিতিতে মাস্কের সাম্প্রতিক বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

খাবারের জন্য আর্তনাদ প্যালেস্তিনীয় শিশুর। বুধবার গাজায়। -এএফপি

হাইকোর্টের রায়ে খুশি নয় বহরমপুরে নিহত সুতপার পরিবার

ফাঁসির সাজা বদলে যাবজ্জীবন

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ১১ জুন : ২০২২ সালের ২ মে বহরমপুরে কলেজের ছাত্রী সুতপা চৌধুরী হত্যাকাণ্ডে ফাঁসির সাজা রদ করে দিল আদালত। নিম্ন আদালতের দেওয়া ফাঁসির নির্দেশ রদ করে দোষীর আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নির্দেশ, ৪০ বছরের আগে সাজা মাফ চেয়ে আবেদন পর্যন্ত করা যাবে না। অর্থাৎ ২০৬২ সালের মে মাসের আগে সাজা কমানোর আবেদন করতে পারবে না সুতপা খুনে দোষী সাব্যস্ত তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরী। তবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে খুশি নয় সুতপার পরিবার।

সাধারণত যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা সংশোধনাগারে থাকাকালীন প্রত্যেক ১২ বছর অন্তর সাজা কমানোর আবেদন করতে পারে। তাই বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়কে নজিরবিহীন বলছেন অনেকে। যদিও উচ্চ আদালতের নির্দেশে খুশি নয় সুতপার পরিবার। আর ফাঁসির সাজা রদ হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে সুশান্তর পরিবার। প্রসঙ্গত, মালদা শহরের বাসিন্দা সুতপা চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল পুরাতন মালদার তরুণ সুশান্ত চৌধুরীর। কিন্তু সুতপা পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসে। প্রেমে প্রত্যাখ্যানের পরেই সুতপাকে বিভিন্নভাবে বিরক্ত এবং উত্ত্যক্ত করত সুশান্ত। তাই সুতপার পরিবার তাঁকে বহরমপুরে একটি কলেজে ভর্তি করে। গোরাবাজারের একটি মেসবাড়িতে ভাড়া থাকতেন সুতপা। কিন্তু মালদা ছেড়ে গেলেও রেহাই মেলেনি। নিজের প্রাক্তন প্রেমিকার বহরমপুরে থাকার খবর জানতে পেরে পিছু নেয় সুশান্ত। সে-ও সেখানে ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে এবং সুতপাকে গোপনে অনুসরণ করতে থাকে। সুতপাকে খুন করার জন্য একটি ছুরি এবং খেলনা বন্দুক কেনে। তারপর আসে সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যা। সুতপার মেসবাড়ির সামনেই সুশান্ত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি কোপ মারতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বাঁচানোর চেষ্টা করতে গেলে খেলনা বন্দুক দিয়ে ভয় দেখায়।

কী নির্দেশ

- ২০২২ সালের ২ মে বহরমপুরে খুন হন কলেজের ছাত্রী সুতপা চৌধুরী
- নিম্ন আদালতের দেওয়া ফাঁসির নির্দেশ রদ করে দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়
- ২০৬২ সালের মে মাসের আগে সাজা কমানোর আবেদন করতে পারবে না সুতপা খুনে দোষী সাব্যস্ত তার প্রাক্তন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরী

সুতপার শরীরে ৪২টি ক্ষতচিহ্ন মিলেছিল। এই ঘটনায় ২০২৩ সালের ৩১ অগাস্ট বহরমপুরের তৃতীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের অতিরিক্ত ও জেলা দায়রা বিচারক সন্তোষকুমার পাঠক সুশান্তকে ফাঁসির সাজা শোনান। তারপরেই সুশান্তর আইনজীবী এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সুতপার বাবা স্বাধীনকুমার চৌধুরী বলেন, 'নিম্ন আদালতের রায়ে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আজকের এই রায় আমরা মেনে নিতে পারছি না। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, যাতে এই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়।'

সুশান্তর ভাই সুরজিৎ চৌধুরী বলেন, 'সুতপার পরিবার যেভাবে আমার দাদার ওপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করেছিল, তারপর দাদা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। ফাঁসির আদেশ রদ হওয়াতে স্বস্তি পাচ্ছি। আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতের পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

জাল নম্বর প্লেটে আটক গাড়ির মালিক

জলপাইগুড়ি, ১১ জুন : বাড়ির গ্যারাজে গাড়ি। আর ঠিক তখনই মোবাইলে মেসেজ দেখে আঁতকে ওঠেন জলপাইগুড়ি শহরের এক ব্যক্তি। মেসেজে লেখা, কোচবিহার শহরে ট্রাফিক নিয়ম না মানায় তাঁর গাড়িকে জরিমানা করা হয়েছে। কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না সেই ব্যক্তি। জলপাইগুড়ি শহরের ওই বাসিন্দা শেষপর্যন্ত জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় নিজের গাড়ির তথ্য সমেত পুরো বিষয়টি জানিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সপ্তাহখানেক আগে।

মঙ্গলবার হঠাৎ অভিযোগকারীর চোখে পড়ে, তাঁর গাড়ির নম্বরের আরেকটি গাড়ি বেগুনটারি এলাকায় দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশকে খবর দিতেই দ্বিতীয় গাড়িটি সহ তার চালককে আটক করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। বুধবার ওই ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেয় জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরার মুখে আটক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তিনি মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা। তিনিই ওই গাড়ির মালিক। বেশ কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির এক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি গাড়ি কিনেছিলেন। তারপর থেকে গাড়িটি চালাচ্ছেন। তিনি স্বীকার করেন, গাড়ির কোনও কাগজপত্র এখনও তিনি হাতে পাননি। পুলিশ এও জানতে পেরেছে, গাড়ির নম্বর প্লেটটিও বৈধ নয়। তবে দুটি গাড়িই একই মডেলের হওয়ায় পুলিশের ধারণা, রীতিমতো নথিপত্র খতিয়ে দেখেই এই কাজ করা হয়েছে, যাতে সহজে ধরা না পড়ে।

এই গাড়িটি চুরির কি না, বা কী উদ্দেশ্যে নম্বর প্লেট জাল করা হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি গাড়ির চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বরও মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। শিলিগুড়ির সেই ব্যক্তি ভুয়ো নম্বর প্লেট বসিয়ে আরও গাড়ি বিক্রি করেছে কি না বা গাড়ি চুরির কারবার ফেঁদেছে কি না, সবকিছুই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'একই নম্বরের দুটি গাড়ির বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একই নম্বরের দুটি গাড়ির হদিস পেয়ে আমরাও সতর্ক ছিলাম। খবর পেতেই আটক করা হয়।'

৫০ টাকা না পেয়ে 'অভিমান'

বালুরঘাট, ১১ জুন : 'টাকা নিয়েই থাকো মা, আমি ঘুমালাম' এই বলে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন ছেলে। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে মা দেখলেন ছেলের ঝুলন্ত দেহ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর এলাকায়। পরিবারের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ওই তরুণকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি ওই তরুণের নাম জয় সূত্রধর (২০)। বুধবার বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

গতকাল রাতে খেতে বসে ওই তরুণ তার মায়ের কাছে ৫০ টাকা চেয়েছিল। মাঝেমধ্যেই এমন টাকা চাওয়ায় তাঁর মা ভেবেছিলেন হয়তো ছেলে ইয়ার্কি করছে। তাই মা বলেন, কাল কাজে গেলে ৫০ টাকা দেবে। খাওয়ার পর যে যার নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। সেই সময় ছেলে তাঁর মাকে বলেন, 'তুমি টাকা নিয়েই থাকো। আমি ঘুমালাম।' ঘরে যাওয়ার পর মায়ের মনে খটকা লাগে, কেন ছেলে এমন করে বলল। এরপরই ছেলের ঘরে যান তিনি। গিয়ে দেখেন গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ছেলের দেহ ঝুলছে। মায়ের চিৎকারে পরিবারের অন্যরা দৌড়ে আসেন। শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে দেখে দ্রুত তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়রা দুই ভাই ও এক বোন। দাদা ও বোনের বিয়ে হয়েছে। সে কাঠমিস্ত্রির কাজ করলেও অলস প্রকৃতির ছিলেন। রোজ কাজে যেতেন না। তাই হাতখরচের জন্য বাবা-মা ও পাশেই থাকা মামার কাছে টাকা চাইতেন। টাকা না দিলে এর আগেও আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন জয়। তাই টাকাপয়সা চাইলে দিয়েও দিতেন সকলে। গতকালও খেতে বসে টাকা চেয়েছিলেন জয়। তাঁর কাছে ১০০ টাকা ছিলই। আর ৫০ টাকা হলে তার পছন্দের খাবার কিনবেন বলে জানিয়েছিলেন।

২০ জুন থেকে নিয়মিত নতুন ট্রেন

জলপাইগুড়ি, ১১ জুন : আগামী ১৪ জুন জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতাগামী নতুন ট্রেনের উদ্বোধন। আর জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন এবং শিয়ালদার মধ্যে নতুন ট্রেনের স্বাভাবিক চলাচল শুরু হচ্ছে ২০ জুন থেকে। সেদিন শিয়ালদা থেকে ছাড়বে ট্রেন। আর পরদিন, ২১ জুন ছাড়বে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে। ট্রেনের নাম রাখা হয়েছে ১৩১১৫ শিয়ালদা-জলপাইগুড়ি রোড হামসফর এক্সপ্রেস এবং ১৩১১৬ জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদা হামসফর এক্সপ্রেস।

জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য পার্থ রায় বলেন, 'পরে উত্তরবঙ্গের আবেগ জড়িয়ে থাকা কোনও বিষয়কে ভিত্তি করেই ট্রেনটির নতুন নামকরণ হবে।'

এদিকে, আগামী মঙ্গলবার উদ্বোধনের দিন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বে বিকেল ৪টায়। পরদিন ভোর ৪টা ১৫-তে শিয়ালদায় পৌঁছাবে বলে জানিয়েছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই সময়সূচি বদলে এখন রেল জানিয়েছে, সেদিন জলপাইগুড়ি রোড থেকে দুপুর ২টায় ছাড়বে। আর শিয়ালদা স্টেশনে ভোর ৪টায় পৌঁছাবে। তবে এই সময়সূচি শুধু উদ্বোধনের দিনের জন্য।

তারপর আগামী ২০ জুন থেকে শিয়ালদা থেকে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে জলপাইগুড়ি রোডে পরদিন বেলা ১২টায় পৌঁছাবে। আর জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে রাত সাড়ে ৮টায় ছেড়ে পরদিন শিয়ালদায় সকাল ৮টা ১০ মিনিটে পৌঁছাবে।

নদীপাড়ের শৈশব।। কোচবিহার শহর সংলগ্ন তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

কিশোরীকে নিয়ে 'পলাতক' ছদ্মবেশী

বরুণকুমার মজুমদার ও বিশ্বজিৎ সরকার

ডালখোলা ও রায়গঞ্জ, ১১ জুন : কী নামে আখ্যা দেওয়া যায় এই প্রেমকে? ছদ্মবেশী প্রেম? হয়তো তাই। রূপসাগরে ডুব দিয়ে দুই কিশোরী মজেছিল গভীর প্রেমে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রথমে বন্ধুত্ব। ধীরে ধীরে প্রেম। এরপর দুজনের মনেই উঁকি দেয় ঘর বাঁধার স্বপ্ন। স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে গত সোমবার আচমকা বাড়ি থেকে পালিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছে যায় দুই কিশোরী। ভোরের আলো ফুটলেই মন্দিরে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলবে, এমনই নাকি পরিকল্পনা ছিল যুগলের। কিন্তু তার আগেই ডালখোলা থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় দুজনে। ডালখোলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের এই ঘটনায় হতবাক বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বছর পনেরোর এক কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানানো হয়, তাদের কিশোরী মেয়েকে রায়গঞ্জ থানা এলাকার অপর এক কিশোরী ফুসলিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র পুলিশ দুই কিশোরীর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে উদ্ধার অভিযানে নামে। খবর আসে, তারা আশ্রয় নিয়েছে শিলিগুড়ির একটি বাড়িতে। রাতেই সেখানে হানা দিয়ে দুই কিশোরীকে উদ্ধার করে ডালখোলায় নিয়ে আসে পুলিশ। পরে জানা যায়, রায়গঞ্জের কিশোরীর এক দাদা থাকেন শিলিগুড়িতে। পালিয়ে গিয়ে সেই দাদার বাড়িতেই উঠেছিল তারা।

এদিন আদালতের মাধ্যমে দুজনকেই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ডালখোলার কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, রায়গঞ্জের ওই কিশোরী নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেয়। তার বেশভূষা ও চালচলন ছেলেদের মতোই। আপাতভাবে তাকে মেয়ে বলে ঠাওর করা অসম্ভব। রূপ বদল করে ছেলে সেজেই সে সমবয়সি মেয়েদেরকে প্রেমের জালে ফাঁসায়।

অভিযোগকারী ওই মহিলা বলেন, 'বছরখানেক ধরে আমার মেয়ের সঙ্গে রায়গঞ্জের ওই কিশোরীর যোগাযোগ। ওই মেয়েটির মা-বাবা তাদের মেয়েকে ছেলে বলেই দাবি করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। প্রথমে সেই প্রস্তাবে আমরা রাজিও হই। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারি, মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি, সে আসলে ছেলে নয়। প্রকৃত অর্থে সে একটি মেয়ে। তারপর বিয়ে ভেস্তে দেওয়া হয়।'

পরিবারের তরফে বিয়ে ভেস্তে দিলেও দুই কিশোরীর প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটেনি। মোবাইল ফোনে যোগাযোগও রেখে চলছিল দুজনে। কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়েও সাত পাকে বাঁধা হল না তাদের জীবন।

ডালখোলার নাবালিকার মায়ের দাবি, ছেলের ছদ্মবেশে ওই মেয়েটা আমার মেয়েকে প্রেমে ফাঁসিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার বা অন্য কোনও অসৎ কাজে লিপ্ত করতেই অপহরণ করে শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়েছিল। এই কাজে তার বাবা ও দাদারও ইন্ধন রয়েছে। এদিন রায়গঞ্জের ওই কিশোরীর গ্রামে গিয়ে অবশ্য তার পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। বাড়ির দরজায় ঝুলছিল তালা। প্রতিবেশীরা সেভাবে মুখ খুলতে না চাইলেও ওই ছদ্মবেশী কিশোরীর কথা শুনে কেউ কেউ জানালেন, ছোট থেকেই মেয়েটা ছেলেদের পোশাক পরে, চুল ছোট রেখে ছেলে সেজেই থাকতে ভালোবাসে।

ছবি : এআই

পদ্ম নেতার

প্রথম পাতার পর

পানিট্যাঙ্কিতে যুক্ত হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর বিকল্প হিসেবে এই রাস্তাটি ব্যবহার করা হয়। তাই ২৪ ঘণ্টায় ওই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। রাস্তার জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ওই এলাকায়। রাস্তার দুই ধারে কংক্রিটের নির্মাণ করায় সমস্যা বাড়ছে। আয়তনে ছোট হচ্ছে রাস্তা। সবকিছু জেনেও প্রশাসন নিশ্চুপ। কিছুদিন আগে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা জায়গা দখল নিয়ে সরব হয়েছেন। নকশালবাড়িতে নতুন করে যাতে পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল না হয় সেজন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও দখল বন্ধ হয়নি। সেখানে দোকানপাট, বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তালতলা থেকে ফুটানি মোড় পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তাটি পুরোটাই দু'দিক দিয়ে দখল হয়ে গিয়েছে। আগে এসব জায়গা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, কংক্রিট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হচ্ছে ওই সরকারি জায়গাগুলি। শুধু তাই নয়, মাটি ফেলে জমিগুলি সমতল করা হয়েছে। দেওয়াল ঘেরা জায়গায় চলছে নির্মাণ বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণ সিংহ বলেন, 'রাস্তার দু'ধারে একের পর এক বিল্ডিং গড়ে উঠছে। সবকিছু জেনেও চুপ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা।'

বাড়ছে রহস্য

প্রথম পাতার পর

জানতে চেয়েছি তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবেন কি না বা পরীক্ষা দেবেন কি না। যদি ফিরে আসেন তাহলে অবশ্যই তাঁকে পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে হাজির হতে হবে সেকথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত শানের ভারতীয় সিম কার্ড চালু ছিল। শান তলে তলে অন্য কোনও পরিকল্পনা করছেন কি না তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির লেকটাউন এলাকায় শানের একাধিক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। মাস কমিউনিকেশন বিভাগে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে শহরের তিনবাত্তি বা জলপাই মোড় এলাকায় শানের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটও নাকি রয়েছে। ওই বাংলাদেশি তরুণকে নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠছে ক্যাম্পাসে। তবে এতসবের পরেও এখনও পর্যন্ত বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রশাসন বা পুলিশকে জানায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উচ্চশিক্ষা দপ্তরেও চিঠি দিয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়নি। কেন হল না সেই প্রশ্নের সদুত্তর মিলছে না।

পঠনপাঠন সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ ডিনের তত্ত্বাবধানে থাকার কথা। অথচ কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের দাবি, তিনি বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। সব জানার পরও তাহলে কেন বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হচ্ছে না, কেনই বা আইনের দ্বারস্থ হচ্ছে না কর্তৃপক্ষ, স্পষ্ট করে তার কোনও উত্তর দেননি মহেন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তব্য, 'আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী আপাতত আমরা পুলিশকে কিছু জানাচ্ছি না। তবে বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। যাতে একটি কমিটি গঠন করে তদন্তের ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে।'

কীভাবে একজন বাংলাদেশি ছাত্রের বাড়বাড়ন্ত হল তা নিয়েই চর্চা চলছে ক্যাম্পাসে। সূত্রের খবর, মাস কমিউনিকেশন বিভাগের এক শিক্ষকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শান। সেই শিক্ষকের প্রশ্রয়েই ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভাগে ছড়ি ঘোরাতে থাকেন তিনি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফোটোগ্রাফার হিসেবে যেতেন শান। শানকে সামনে আনার জন্য পরিকল্পনা করে বিভাগের অন্য গেস্ট ফ্যাকাল্টিদেরও সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ভারতে শানের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক অবগত বলেই জানিয়েছেন মাস কমিউনিকেশন বিভাগের একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। ওই শিক্ষককেও জিজ্ঞাসাবাদের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

বাংলাদেশি ছাত্রকে শিক্ষক বানিয়ে দেওয়ার খবর শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অর্ধেন্দু মণ্ডলের বক্তব্য, 'যা শুনছি তা ভয়ংকর। যেসব শিক্ষক এবং আধিকারিক ওই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা দরকার। বিষয়টি স্পর্শকাতর। সময় নষ্ট না করে কর্তৃপক্ষের উচিত পুলিশ ও প্রশাসনে সবটা জানানো। কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চুপ করে আছে বুঝতে পারছি না।'

শানের প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়। তাঁর কথা, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলতে বারণ করেছে। তাই কিছু বলব না।' তবে শান ইস্যুতে কর্তৃপক্ষের কড়া পদক্ষেপ চাইছেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা। সব মিলিয়ে বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে মহাবিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বেহাল ট্রেনকে ফিট সার্টিফিকেট

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুন : বেহাল ট্রেনের কামরাকে ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে সাসপেন্ড হলেন তিন রেলকর্মী। ওই ট্রেনটিতে বিএসএফ জওয়ানদের আগরতলা থেকে কাশ্মীর যাওয়ার কথা ছিল। ত্রিপুরার সমস্তীপুর থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন হয়ে সেটি যাত্রা করছিল। তবে ট্রেনের দুটি কামরা একেবারেই বেহাল অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। এছাড়াও আবর্জনাতেও ভরা ছিল সেগুলি। তা সত্ত্বেও সেটি ফিট সার্টিফিকেট পায়। তবে এক জওয়ান ট্রেনের বেহাল ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। সঙ্গে সঙ্গে তা ভাইরাল হয়। বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষের নজরেও আসে। তারপরেই জওয়ানদের জন্য নতুন ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। সবকিছু জেনেও ট্রেনটিকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তিন রেলকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বিএসএফ জওয়ানদের জন্য নতুন ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

খাচ্ছিটা কী

প্রথম পাতার পর

মুর্শিদাবাদেও অনেক লোকাল ব্র্যান্ডের গুঁড়ো মশলার কারখানা হয়েছে। এদের প্রোডাকশন ইউনিট যত বড় তার চাইতে বেশি মশলা এরা বাজারে আনছে। এদের কাছেই মূলত জোগান দেওয়া হয় পাতার মিহি গুঁড়ো। জিরে, ধনে, মিট মশলা, গরম মশলায় সহজে পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব। সরাসরি না বললেও ঘুরপথে পাতার গুঁড়ো ভেজাল হিসেবে মশলায় মিশিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ধূপগুড়ির এক মশলা বিক্রেতা বিক্রম দত্ত। তিনি বলেন, 'একদম পরিচিত ব্র্যান্ড ছাড়া গুঁড়ো মশলা বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছি। নামী ব্র্যান্ডগুলো অন্তত নিজেদের মানের দিকটায় সতর্ক থাকে। পাতার গুঁড়োয়। শরীরের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার কথা নয় বলেই হয়তো ভেজাল হিসেবে এর চাহিদা বাড়ছে।' দেশ থেকে সারা বিশ্ব উত্তরবঙ্গকে চিনেছে তার চা পাতার জন্যে। তাই বলে নামপরিচয়হীন যে কোন পাতার কারবারেও উত্তরবঙ্গের নাম জড়াবে, তা আর কে ভেবেছিল?

পরপর চুরিতে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ি

প্রথম পাতার পর

তবে শুধু এবারই নয়, গত মাসের ২৬ তারিখও একই ঘটনা ঘটেছে।

চলতি মাসের ৭ তারিখ একটি হাসপাতালের তরফেও শিলিগুড়ি থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ৬ তারিখ রাতে লিফট ও এসির তার চুরি হয়ে গিয়েছে। এসি অকেজো হয়ে যাওয়ায় ভুগতে হয় চিকিৎসক থেকে শুরু করে হাসপাতালে আসা রোগীদের। শুধু এসি বা লিফটের তার চুরিই নয়, চলতি মাসে ৯ তারিখ বিধানপল্লির একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী অভিযোগ জানান, কেন্দ্রে থাকা বালতি, থালা থেকে শুরু করে রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম চুরি হয়েছে।'

শিবমন্দিরের বাসিন্দা অনুরাধা দেবনাথের বাড়ির গ্যারাজের তালা ভেঙে স্কুটার চুরির অভিযোগও জমা পড়েছে পুলিশের কাছে। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শিবমন্দির এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মেডিকেল এলাকার বাসিন্দা সুস্মিতা ভৌমিক বাপের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। ফিরে তিনি দেখেন, ঘরের ভেতর কিছু নেই। সুস্মিতার কথায়, 'সোনা থেকে জামাকাপড় কোনওকিছুই চোরেরা ছাড়েনি।' চলতি মাসের ৮ তারিখ একটি জলের কারখানা থেকে মেশিনের যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে।

মেডিকেল থেকে জ্যোতিনগর এলাকা সর্বত্রই এক অবস্থা। জ্যোতিনগর এলাকার এক বাসিন্দার অভিযোগ, 'সকালে কাজে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, ঘরের দরজা ভাঙা। ভেতরে থাকা সিলিন্ডারও উধাও হয়ে গিয়েছে।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রীতম মঙ্গর নামের এক ব্যক্তিকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, নাগরাকাটার ওই বাসিন্দা সিকিমে গাড়ি চালাত। সেখানে গাড়ি চালানো ছেড়ে শিলিগুড়িতে কয়েকদিন হল কাজের খোঁজে আসে। কাজ না পেয়েই নাকি সে ওই বাড়ির তালা ভেঙে ঢুকে সিলিন্ডার চুরি করে। ওই সিলিন্ডারটিও উদ্ধার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

শহরের বাসিন্দা অনীতা দে বলেন, 'আসলে শহর শিলিগুড়িতে এখন বিভিন্ন জায়গা থকে মানুষ আসছে। কার মনে কী রয়েছে, কেউ জানে না। এর সঙ্গে নেশার রমরমা তো রয়েইছে। বাড়ি খালি রেখে কোথাও যাওয়া এখন দুঃসাহসের সমান।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'যেহেতু বাইরে থেকে এখানে অনেকে আসে, তাই ঘর বা হোটেল ভাড়া দেওয়ার আগে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। পুলিশের পাশাপাশি সবাই আমরা সতর্ক হলেই এই ধরনের অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব।'

আসন নিশ্চিত

প্রথম পাতার পর

জানা যেত ট্রেন ছাড়ার চার ঘণ্টা আগে। এই অনিশ্চয়তায় কেউ কেউ অন্য চেষ্টা করে থাকেন বা যাত্রা বাতিল করেন। সেই সমস্যার সমাধান হবে রেলমন্ত্রকের নতুন সিদ্ধান্তে। মন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বুধবার বলেন, 'এই পদ্ধতিতে যাত্রীদের অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও কমবে। স্টেশনে পৌঁছোনোর আগেই তাঁরা জানতে পারবেন টিকিট কনফার্ম হয়েছে কি না। এতে যাত্রার পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করা যাবে।'

রেল আধিকারিকদের মতে, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে যাত্রীরা কেউ চাইলে অন্য ট্রেনের টিকিট কাটতে বা বাতিল করতে পারবেন। রেলের পক্ষেও যাত্রীদের চাপ বুঝে প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা অথবা অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

তবে রেল এখনও নিশ্চিত নয় যে, ২৪ ঘণ্টা আগে তালিকা প্রকাশের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় তালিকা করা যাবে কি না। কারণ, অনেক যাত্রী শেষ মুহূর্তে টিকিট বাতিল করেন। তখন কিছু আসন খালি হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। এখন ট্রেন ছাড়ার চার ঘণ্টা আগে প্রথম এবং আধ ঘণ্টা আগে তৈরি হয় দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত তালিকা। প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম রেলের বিকানের ডিভিশনে প্রকল্পটি চালু হলেও, খুব দ্রুত অন্য ডিভিশনে চালু হবে বলে রেল সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

আবার উত্তপ্ত

প্রথম পাতার পর

পরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'হাম্পিং ডাম্পিং লায়ার- কী নোংরা ভাষা! বিধানসভার ভিতরে তো অশালীন শব্দ ব্যবহার করা যায় না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করলেন। এই স্পিকারের শিরদাঁড়া নেই। ক্ষমতা থাকলে হিন্দু এলাকায় দাঁড়ান। ওঁকে লোক ভোটে কাপড় কাচার মতো কাচবে।' অনুব্রতকে নিশানা করেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও। তিনি বলেন, 'পুলিশকর্তার মা ও স্ত্রীকে নোংরা গালিগালাজ করার পরেও অনুব্রত কী করে বাইরে থাকেন? তিহার জেলের ভাত খেয়েও অনুব্রত শোধরাননি।'

ঘরে ফেরাতে চেয়ে প্রতারিত

বীরপাড়া, ১১ জুন : মাত্র ২ হাজার টাকার লোভ সামলানো গেল না। পড়শি এক তরুণকে ঘরে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের ২ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। হতবাক সাজু। সেই প্রতারক তরুণেরই এক পড়শিকে ডিমডিমা থেকে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি।

লখনউ লাগোয়া রামনগর থানার গণেশপুর গ্রামের অবধেশ কুমার আড়াই বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন তিনি। এবছরের ১৩ মে বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ অবধেশকে সাজুর জিম্মায় দেয়। শুশ্রূষার পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসা করানো শুরু করেন সাজু। কয়েকদিন আগেই স্মৃতি ফিরেছে অবধেশের। বাবা-মায়ের নাম, মায়ের মোবাইল ফোনের নম্বরও সাজুকে জানান ওই তরুণ। এরপর তাঁর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবধেশের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন সাজু।

অবধেশ কুমার

সাজুর অভিযোগ, তখন সাহায্যের নাম করে এগিয়ে আসে অবধেশের প্রতিবেশী এক তরুণ। অবধেশের মায়ের মোবাইলে অনলাইনে টাকা পাঠানোর সুবিধা নেই। অবধেশের বাবা মারা গিয়েছেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। অবধেশের মা সাজুকে জানান, তিনি ছেলেকে ঘরে ফেরাতে ডিমডিমা যেতে চান। কিন্তু তাঁর কাছে যাতায়াতের ভাড়া নেই। তখন সেই প্রতিবেশী তরুণ অবধেশের মায়ের মাধ্যমে সাজুকে জানান, তার অ্যাকাউন্টে টাকা দিলে সে অবধেশের মাকে দিয়ে দেবে।

সাজু বলেন, 'এরপর ওই তরুণের মোবাইলে ভিডিও কল করে অবধেশের সঙ্গে ওর মায়ের কথা বলিয়ে দিই। আমি ওই ছেলেটির নম্বরে ২ হাজার টাকা পাঠাই। তারপর থেকে আমার ফোন আর ধরছে না।' ওদিকে কেঁদে ভাসাচ্ছেন অবধেশের মা। ছেলেকে ঘরে ফেরাতে চান তিনি। সাজু বলেন, 'কীভাবে অবধেশকে আমি ঘরে ফেরাব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।'

হেনার কথা কে না জানে

মেহেন্দি বা হেনার সূত্রে এখন বিয়ে সহ অনেক অনুষ্ঠানই রঙিন হয়ে উঠেছে। এই রঞ্জকের নামে এখনকার বিয়ের একটি স্ত্রী-আচারের নামই হয়ে গিয়েছে মেহেন্দি। কিন্তু এই হেনাকে আমরা যতটা জানি ইতিহাস কিন্তু তার চেয়েও পুরোনো। এর রঙের ধাপে ধাপে রয়েছে নেফারতিতি থেকে প্রীতি পর্যন্ত নারীর উত্থানের সিঁড়ি, আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

দশ হাজার

মেহেন্দির সঙ্গে শুধু বিয়ে বা অনুষ্ঠানের সম্পর্ক আছে এমন নয়। আমাদের সভ্যতার ইতিহাস ধরা হয় ৫০০০ বছর। অথচ অন্তত দশ হাজার বছর আগে নতুন প্রস্তর যুগেও মেহেন্দির ব্যবহার হত। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি অঞ্চলের মানুষ বিশেষত যোদ্ধারা শরীর ঠান্ডা রাখতে পায়ে মেহেন্দির পেস্ট লাগাতেন। তাঁরা দেখলেন শুকিয়ে চমৎকার রং হয়ে যাচ্ছে। সেই থেকেই শুরু হয় অঙ্গসজ্জায় মেহেন্দির ব্যবহার।

মমতাজের হাতে

মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি অঞ্চলে ৪টি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা ও আসিরিয় সভ্যতা। প্রতিটি সভ্যতায় রঞ্জক হিসেবে মেহেন্দির ব্যবহার পাওয়া যায়। সৌন্দর্যের জন্য এটি রঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করতেন মিশরের রানি নেফারতিতি, রানি ক্লিওপেট্রা। আর এই রানিদের হাত ধরে কালক্রমে তা পৌঁছায় ভারতে মোগল সম্রাট শাহজাহান-পত্নী মমতাজের হাতে।

আসল রং

ইতিহাসে যে নারীরা এখনও সৌন্দর্যের উদাহরণ, তাঁদের ছোঁয়াতেই হেনা আজ আধুনিক নারীদের সৌন্দর্য চর্চার অন্যতম উপকরণ। তাই আজ বিয়ে থেকে শুরু করে যে কোনও অনুষ্ঠানে মেয়েদের সাজে মেহেন্দির গুরুত্ব অনেকটাই। তবে আগে গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে তা বেটেই হাতে পরা হত। ডিজাইন নিয়েও তেমন ভাবনা ছিল না। আসল ছিল মেহেন্দির রংটাই।

শখ থেকে পেশা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটেছে ধরন। সোজা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নয় বরং বাজারে মেহেন্দির কোণ কিনে তা থেকে পরা শুরু হয়। এই মেহেন্দি এখন শুধু শখ কিংবা রীতিনীতি অবধি আটকে নেই। মেহেন্দি পরানো হয়ে উঠেছে অনেকের পেশা। আর আধুনিকতার সঙ্গে সময় বাঁচাতে সহজ পদ্ধতিতে মেহেন্দি পরাও শুরু হয়েছে।

গভীর রং

কথায় আছে বিয়েতে পরা মেহেন্দির রং যত গভীর হবে ততটাই ভালো নববধূর বিবাহিত জীবন হবে। মেহেন্দির রং যাতে ভালো হয় সেই চিন্তায় থাকে প্রত্যেকে। এখন আর বাজারে কেনা মেহেন্দি নয় বরং ব্রাইডাল স্পেশাল অর্গ্যানিক মেহেন্দিই ভরসা। যা টেকেও বেশিদিন ও রংও গাঢ় হয়। প্রায় প্রত্যেকটি মেহেন্দি আর্টিস্টই নিজের হাতে এই মেহেন্দি বানিয়ে পরিয়ে থাকেন।

প্রিয়ার কথা

আগে বাজারের কেনা সাধারণ মেহেন্দিতেই হয়ে যেত। এখন আর সেই মেহেন্দির রংয়ে সন্তুষ্ট নয় কেউই। সেই কথাই শোনালেন শহরের মেহেন্দি আর্টিস্ট প্রিয়া সরকার। বলছিলেন, 'একটা সময় ছিল যখন এমনি সাধারণ মেহেন্দিতেই হয়ে যেত। তবে এখন যেমন সবাই নতুন ডিজাইন চায় আবার তার সঙ্গে গাঢ় রং যা অনেক দিন থাকবে। তাই নতুন চাহিদা পূরণ করতে আমরাও নতুন কিছুই করছি।'

গোল গোল ফুল

পুরোনো দিনের স্মৃতি তুলে ধরে এক প্রবীণা বলছিলেন, 'আগে আমাদের বাড়িতে মেহেন্দি পাতার গাছ ছিল। আর যখন-তখন পাতা বেটেই লাগিয়ে নিতাম। আর এখন তো অনেক ডিজাইন আছে। তখন আমরা শুধু গোল গোল ফুল বানাতাম। এর মজাই আলাদা ছিল।'

মেহেন্দির প্যাক

বাজারে এখন অনেক মেহেন্দির প্যাক রয়েছে। আপনার হাতে সময় নেই খুব কম সময়ে গাঢ় রং প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে অনেকেই কিনছেন চটজলদি ব্র্যান্ডেড মেহেন্দি। যা হাতে পরলেই ২ মিনিটেই রং হয়ে যায়। এছাড়া স্টিকারও হয়েছে। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা চান না হাতে দীর্ঘ সময় রং থাকুক। তাঁরা পছন্দ করেন স্টিকার মেহেন্দি। এছাড়া ব্রাইডাল মেহেন্দি তো মেহেন্দি আর্টিস্টরা নিজেরা গিয়েই পরিয়ে আসেন।

থিমে মেহেন্দি

এখন কেউ নিজের জীবনের কোনও মুহূর্ত আবার কেউ স্বামীর ছবি আবার কেউ বিশেষ থিমে মেহেন্দি পরছেন। এক্ষেত্রে দামও অনেক। ব্রাইডাল মেহেন্দি প্রায় দু'হাত মিলিয়ে ২ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়। কিছুদিন আগেই কিশনগঞ্জে মেহেন্দি পরাতে গিয়েছিলেন অনুপমা দত্ত। বলছিলেন, 'মোট ১০ জনকে পরাতে হয়েছে। আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না তাই সঙ্গে একজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুজন মিলিয়ে পরিয়ে এসেছি।'

পাঠ ও চর্চা

মেহেন্দি পরানোর পাশাপাশি মেহেন্দি শেখানোর ক্লাসও করান প্রীতি সরকার। এক-একটি ব্যাচে ১০ থেকে ১২ জনের ক্লাস থাকে, প্রায় ১৫ দিন থেকে ১ মাসের ক্লাস চলে। প্রীতির কথায়, 'এখন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা মেহেন্দি পরানোটাকে পেশা হিসেবেও বেছে নিচ্ছেন। এখন শুধু শখের জায়গায় আবদ্ধ নেই।' এখন শখকে পেশা হিসেবেই বেছে নিয়েছেন। গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে বাহারি মেহেন্দিতে ভরেছে বাজার।

ইসকন মন্দিরে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

স্নানযাত্রা শেষ, অপেক্ষা রথের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : হাজারো ভক্তের সমাগমে অভিষেক হল জগন্নাথ দেবের। শক্তিগড়ের গৌড়ীয় মঠ থেকে শুরু করে হায়দরপাড়ার ইসকন, সব জায়গাতেই জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব দিবস বা স্নানযাত্রাকে আড়ম্বরের মাধ্যমে উদযাপন করা হল বুধবার। কোথাও দেখা গেল রাশিয়া, ডেনমার্ক থেকে আসা বিদেশি ভক্তরা রথের চাকা পরিষ্কার করছেন, আবার কোথাও স্থানীয়রা দুধ, দই দিয়ে জগন্নাথ দেবকে স্নান করাচ্ছেন। এদিন থেকে টানা ১৫ দিন অনাবসর কালে থাকবেন জগন্নাথ দেব। এরপরেই তিনি যাবেন মাসির বাড়ি। রথযাত্রায় মাতবে দেশ।

এদিন সকাল থেকেই চলছিল প্রস্তুতি। একটু একটু করে ভিড় বাড়তে থাকে মঠ ও মন্দির প্রাঙ্গণে। ভিড়ের মাঝেই হাতে ঘটিতে দুধ নিয়ে ইসকনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুমেধা দাস। সঙ্গে নাতনিকেও নিয়ে এসেছিলেন তিনি। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন কখন প্রভুকে স্নান করাতে পারবেন। সুমেধা বলছিলেন, 'আর তো কিছুদিনের অপেক্ষা, তারপরেই রথযাত্রা। এই পরব আমার কাছে দুর্গাপুজোর সমান।' রাশিয়া থেকে আসা গৌরাঙ্গ কীর্তন দাস, কৃতিচন্দ্র দাস, ডেনমার্কের গৌরহরি দাস উমাচরণকে দেখা গেল সকাল থেকেই ইসকনে ঘুরছিলেন। কখনও চাকা পরিষ্কার তো কখনও অন্যান্য কাজে যোগ দিচ্ছিলেন তাঁরা। শিলিগুড়িতে এত ভক্তের আবেগ দেখে আপ্লুত গৌরাঙ্গ। প্রিয়া দে, মনীষা রায়রা এদিন গোপী জামা পরে ইসকনে এসেছিলেন। প্রিয়া বলল, 'আজ অনেক ছবি তুলেছি, নামসংকীর্তন করেছি। দিনটা বেশ কাটল।'

> প্রচুর ভক্তের সমাগমে প্রতিবারের মতো এবারও আমরা ধুমধামের সঙ্গে স্নানযাত্রার আয়োজন করেছি। এরপরে রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে।
>
> **নামকৃষ্ণ দাস**

শিলিগুড়ির ইসকনের তরফে নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'প্রচুর ভক্তের সমাগমে প্রতিবারের মতো এবারও আমরা ধুমধামের সঙ্গে স্নানযাত্রার আয়োজন করেছি। এরপরে রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে।'

ঠিক একই ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও। এখানে আসা এক ভক্তের কথায়, 'প্রতি বছর স্নানযাত্রার দিনটায় এসে জগন্নাথ দেব, সুভদ্রা ও বলরামকে দুধ অর্পণ করে যাই।' কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের ভক্তি বেদান্ত সজ্জন মহারাজের কথায়, 'আজ স্নানযাত্রা। এরপরই ১৫ দিনের অনাবসর কাল শুরু হবে। আমাদের মন্দিরে নবনির্মিত মাসির বাড়ি রয়েছে। যেখানে একসঙ্গে বহু মানুষ নামসংকীর্তন সহ রথযাত্রার সময় ঠাকুরের নামে মন ভাসাতে পারবেন।' বিধান মার্কেটেও প্রতি বছরের মতো স্নানযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। রথকে কেন্দ্র করে এবারও মেলা হবে বলে জানান বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে। স্নানযাত্রার পর ১৫ দিন মন্দির বন্ধ থাকবে। এরপরই রথযাত্রা।

কুয়োয় ঝাঁপ বৃদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধার। কোনওমতে তাঁকে উদ্ধার করেন দমকলকর্মীরা। উদ্ধারের পর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বৃদ্ধাকে। বুধবার ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির উত্তর সুকান্তনগর এলাকায়।

বৃদ্ধার মেয়ে বলেন, 'আমি ঘরে বসে ভাত খাচ্ছিলাম। মাকেও ভাত খেতে ডাকছিলাম। তখনই হঠাৎ বাইরে থেকে আওয়াজ আসে। সেই আওয়াজে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি মা কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছেন। আমার চিৎকারে আশপাশের লোকজনও চলে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশে।'

দমকলের কর্মীরা কুয়োতে মই নামিয়ে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার করেন বৃদ্ধাকে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারও গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই বৃদ্ধা। কী কারণে বৃদ্ধা আত্মহত্যা করতে চাইছেন তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয়রা বলছেন, পারিবারিক সমস্যার জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে। কিছুদিন আগে জামাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেন ওই বৃদ্ধা। তারপর থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধার জামাই বলেন, 'কয়েকদিন আগে উনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আমি এখন অন্য জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকি। এখানে আমার স্ত্রী থাকত ওর মায়ের সঙ্গে। কেন আমাকে বের করে দিয়েছিল আমি সেটাও জানি না।'

মারধরের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠল। বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, মঙ্গলবার বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার এলটি মোবাইল ভ্যানের কর্মীরা লোয়ার ভানুনগরে ট্রান্সফর্মারের কাজ করছিলেন। সেই সময় স্থানীয় কয়েকজন মিলে ওই কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শংকরের চিঠি, তোপ মেয়রের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগম পারছে না, তাই শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রাস্তার কাজের জন্যে আর্থিক বরাদ্দের দাবি জানিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে চিঠি দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বুধবার তিনি শহরের একাধিক এলাকার কথা উল্লেখ করে একটি চিঠি বিধানসভায় ফিরহাদ হাকিমকে দিয়েছেন। অন্যদিকে, শংকরের ওই চিঠি দেওয়াকে রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে দেখছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। কাগজে ছবি এবং খবর প্রকাশ করতেই শংকর ঘোষ চিঠি দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন গৌতম। লোক দেখাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা এবং ফিরহাদ হাকিমকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি গৌতমের। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের দলের নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গে আমার সবসময় কথা হয়। উন্নয়নে যা টাকা দেওয়া হয়েছে তা আগের বোর্ডের থেকেও বেশি। একটা পরিকল্পনা করে কাজ করা হয়। উনি এখন রাজনীতি করতে চিঠিচাপাটি করছেন।'

শংকরের বক্তব্য, 'আমি যখন ওই ওয়ার্ডগুলি ঘুরি তখন অনেকেই জলসমস্যার কথা আমাকে জানিয়েছেন। তাই আমি পুরমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বলেছি মাস্টার প্ল্যান করে শহরের উন্নয়নে টাকা দেওয়া হোক।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৭, ৮, ৯, ২৪, ৪৬ সহ একাধিক ওয়ার্ডে জল জমার সমস্যা রয়েছে। প্রতিবছর বর্ষাতেই এই এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে সাধারণ মানুষের নাওয়া-খাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কখনও টুলু পাম্প লাগিয়ে কখনও আবার সেসপুল দিয়ে জল সরাতে হয় পুরনিগমকে। বিধায়ক শংকর ঘোষের দাবি, তিনি যখন ওই এলাকাগুলিতে যান সেখানকার মানুষ তাঁর কাছে জল জমার সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তাই তিনি এবার সরাসরি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে বিধানসভায় দেখা করে চিঠি দিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জন্যে আর্থিক প্যাকেজের দাবি করেছেন। মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে পুরনিগমকে আর্থিক সহযোগিতা করা হোক বলে চিঠিতে দাবি করেছেন তিনি। আর এই বিষয়টিকেই রাজনীতি হিসেবে দেখছেন গৌতম। শংকর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ থাকাকালীনও যে টাকা আনতে পারেননি সেটা রাজ্য সরকার থেকে বর্তমান পুর বোর্ড আনতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করেছেন গৌতম। প্রতি মাসে পুরমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথাও হয় বলে জানিয়েছেন গৌতম। তাই এসব করে ভোটবাক্সে কোনও প্রভাব ফেলা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য তাঁর।

> আমাদের দলের নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গে আমার সবসময় কথা হয়। উন্নয়নে যা টাকা দেওয়া হয়েছে তা আগের বোর্ডের থেকেও বেশি। একটা পরিকল্পনা করে কাজ করা হয়। উনি এখন রাজনীতি করতে চিঠিচাপাটি করছেন।
>
> **গৌতম দেব**

ছুটির নির্দেশ বদলের দাবি

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : উত্তরবঙ্গে গরমের ছুটির নির্দেশিকা পরিবর্তনের দাবিতে শিলিগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। বুধবার মহামঞ্চের সদস্যরা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া দেখে যাতে এই ছুটি দেওয়া হয়, ক্লাসগুলোতে পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা ও ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করার দাবি তুলেছে সংগঠনটি। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল।

স্কুলের সামনে জঞ্জালের স্তূপ

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : শিলিগুড়ি শহরের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে জমেছে আবর্জনার স্তূপ। ফলে স্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত পাল বলেন, 'আশপাশের নিকাশিনালা থেকে আবর্জনা তুলে এই জায়গায় ফেলা হয়। ফলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে বিষয়টি জানিয়েছি।' তাঁর অভিযোগ, পুরসভার সাফাইকর্মীরা এসে আবর্জনা পরিষ্কার করতে না করতেই ফের স্থানীয়রা আবর্জনা ফেলে যায়। এবিষয়ে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অলোক ভক্ত জানান, এলাকার বাকি সব রাস্তা ছোট। সেখানে আবর্জনা ফেললে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

পড়ুয়াদের জল পানে নজর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : টানা কয়েকদিনের গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল শহরবাসীর। এমন পরিস্থিতিতে স্কুলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল পড়ুয়ারা। বৃষ্টির সময় গরমের ছুটি দিয়ে এসময় কেন স্কুল খোলা রাখা হয়েছে, সে প্রশ্নও উঠছিল অভিভাবকদের মধ্যে থেকে। এমন পরিস্থিতিতে জল বেশি করে পান করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এসময় পড়ুয়াদের শরীরে জলের ঘাটতি যাতে না নয়, সেদিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিকের বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। স্কুলে গিয়ে পড়ুয়ারা প্রয়োজনমতো জল পান করছে কি না, সেদিকে শিক্ষকদের নজর দিতে বলেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, দুপুরের স্কুলগুলির পঠনপাঠন সকালে করার জন্য তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছে। তিনি বলেন, 'ক'দিন ধরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে ছোট ছোট পড়ুয়াদের সমস্যা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। সে কারণেই শিশু পড়ুয়াদের জলপানের ক্ষেত্রে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

গত ক'দিন ধরে যেভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটছিল, তাতে উদ্বেগ বাড়ছিল খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত জল এবং ওআরএস খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে এদিন জগদীশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তরফে পড়ুয়াদের ফলের রস খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি, পড়ুয়ারা জল পান করছে কি না সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে বলে প্রধানশিক্ষিকা শুক্লা রায় জানান। তবে চেয়ারম্যানের নির্দেশ ও স্কুলগুলি যখন উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন আবহাওয়ার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে বুধবারের বৃষ্টিতে। দফাওয়ারি বৃষ্টিতে এদিন তাপমাত্রা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। স্বস্তি পেয়েছেন শহরবাসী। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে আগামী কয়েরদিন বৃষ্টি চলবে।

দগ্ধ দিনের পর স্বস্তির বৃষ্টি শহরে। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

প্রশ্নোত্তরে পরমাণুর নিউক্লিয়াস

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

আজকের আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের জন্যে রইল বহু বিকল্পভিত্তিক (MCQ) এবং অতিসংক্ষিপ্ত (VSA) প্রশ্নোত্তরের সংকলন-

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন : প্রশ্নমান-1

● তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নির্গত বিটা রশ্মি হল -
a) প্রোটন b) নিউট্রন c) ইলেক্ট্রন d) হিলিয়াম
উত্তর : c) ইলেক্ট্রন

● একটি আলফা কণা নির্গত হলে, উৎপন্ন মৌলের ভরসংখ্যা -
a) একই থাকে b) 4 একক হ্রাস পায় c) 2 একক হ্রাস পায় d) 1 একক হ্রাস পায়
উত্তর : b) 4 একক হ্রাস পায়

● 1 amu ভর যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তা হল -
a) 931 MeV b) 8.314 MeV
c) 0.082 MeV d) 10^7 MeV
উত্তর : a) 931 MeV

● ${}^{x}_{y}Z$ থেকে একটি বিটা কণা নির্গত হলে, উৎপন্ন মৌলের ভরসংখ্যা ও পরমাণু ক্রমাঙ্ক হবে যথাক্রমে-
a) (x+4),(y+2) b) (x+2),(y+1) c) x, (y+1) d)x, y
উত্তর : c) x,(y+1)

● আলফা কণায় উপস্থিত-
a) 1 টি প্রোটন, 1টি নিউট্রন b) 1টি প্রোটন c) 2টি প্রোটন, 2টি নিউট্রন d) 1টি ইলেক্ট্রন।
উত্তর : c) 2 টি প্রোটন, 2 টি নিউট্রন

● পুরোনো জিনিসের বয়স নির্ধারণে কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়?-
a) ${}^{131}I$ b) ${}^{14}C$ c) ${}^{32}P$ d) ${}^{60}Co$
উত্তর : b) ${}^{14}C$

● নিউক্লিয়ার বিভাজনের ক্ষেত্রে আদর্শ প্রক্ষেপক হল-
a) প্রোটন b) আলফা c) বিটা d) নিউট্রন
উত্তর : d) নিউট্রন

● নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় -
a) তামা b) গ্রাফাইট c) ক্যাডমিয়াম d) লেড
উত্তর : b) গ্রাফাইট।

● তেজস্ক্রিয়তার S.I একক হল -
a) কুরী b) বেকারেল c) রাদারফোর্ড d) হেনরি
উত্তর : b) বেকারেল।

● কোনটি তেজস্ক্রিয়?-
a) ${}^{12}C$ b) ${}^{14}C$ c) ${}^{16}O$ d) ${}^{60}Na$
উত্তর : b) ${}^{14}C$

● শূন্যস্থানে গামা- রশ্মির বেগ -
a) $2x10^8$ m/s b) $3x10^8$ m/s
c) $1.5x10^8$ m/s d) $2.5x10^8$ m/s
উত্তর : b) $3x10^8$ m/s।

● আলফা কণার আধান -
a) $1.6x10^{-19}$ C b) $3.2x10^{-19}$ C
c) $4.8x10^{-19}$C d) $6.4x10^{-19}$9C
উত্তর : b) $3.2x10^{-19}$ C

● সূর্যের শক্তির মূল উৎস হল -
a) নিউক্লিও সংযোজন ও নিউক্লিও বিয়োজন b) নিউক্লিও বিভাজন c) নিউক্লিও সংযোজন d) কোনটিই নয়
উত্তর : c) নিউক্লিও সংযোজন।

● তেজস্ক্রিয় মৌল সর্বশেষ যে মৌলে পরিণত হয়, সেটি হল -
a) থোরিয়াম (Th) b) টাংস্টেন(W)
c) মলিবডেনাম (Mo) d) লেড (Pb)
উত্তর : d) লেড (Pb)।

● কোনটি তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না?
a) আলফা-রশ্মি b) বিটা-রশ্মি c) গামা-রশ্মি d) সবগুলোই
উত্তর : c) গামা-রশ্মি

প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

- মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায় পরমাণুর নিউক্লিয়াস
- এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর মাধ্যমিকে প্রশ্ন আসে এবং বরাদ্দ মোট নম্বর 5
- বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) থাকে 1টি, অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (VSA) 1টি এবং 1টি থাকে দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন (LA)
- এই অধ্যায়ের অধিকাংশ প্রশ্নই থাকে ধারণাভিত্তিক
- এই অধ্যায়টি গোড়া থেকে বুঝে পড়তে হবে
- পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার বিকল্প নেই, পাঠ্যবই পড়ার পর এই প্রশ্ন ও উত্তরগুলি দেখে নাও

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী : প্রশ্নমান-1

● গামা-রশ্মি পরমাণুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয়?
উত্তর : গামা-রশ্মি পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয়।

● আলফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি, গামা-রশ্মির মধ্যে কোনটি আধানবিহীন?
উত্তর : তিনটি রশ্মির মধ্যে গামা-রশ্মি আধানবিহীন।

● নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে কোন শক্তি, কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে নিউক্লিও বিভাজনে উৎপন্ন তাপশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

● নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার একটি অপব্যবহার উল্লেখ করো।
উত্তর : নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার একটি অপব্যবহার পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ।

● কোন ক্ষেত্রে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বেশি? -নিউক্লিয়ার সংযোজন না নিউক্লিয়ার বিভাজন।
উত্তর : নিউক্লিয়ার সংযোজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির চাইতে বেশি।

● তেজস্ক্রিয়তার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো।
উত্তর : রেডিও কার্বন (${}^{14}C$) দ্বারা কোনও জীবাশ্ম বা পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর বয়স নির্ধারণ করা যায়।

● নিউক্লিও সংযোজনে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির মুক্তি হয়, কোন সূত্র তা ব্যাখ্যা করো?
উত্তর : নিউক্লিও সংযোজনে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির মুক্তি হয় তা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির তুল্যতা সূত্র ($E=mc^2$) সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

● তেজস্ক্রিয়তা হল পরমাণুর--- সংক্রান্ত ঘটনা।
উত্তর : নিউক্লিয়াস।

● তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন----।
উত্তর : হেনরি বেকারেল।

● নিউক্লিয়াস গঠনে যে ভরত্রুটি হয়, তা কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : নিউক্লিয়াস গঠনে যে ভরত্রুটি হয়, তা নিউক্লিয়াসের বন্ধনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

● পারমাণবিক চুল্লিতে কোন ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদিত হয়?
উত্তর : পারমাণবিক চুল্লিতে নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়।

পরিশেষে বলি প্রত্যেকটি বিষয় ভালোভাবে পড়ে, সূত্রগুলো বুঝে মনে রাখতে হবে এবং প্রশ্ন-উত্তরগুলি নিয়মিত অনুশীলন করলে সহজেই পূর্ণ নম্বর অর্জন করা সম্ভব।

বিশেষ করে তেজস্ক্রিয়তা, নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি ও শক্তির রূপান্তর সংক্রান্ত ধারণাগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন প্রজন্মের শিক্ষাধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ডঃ অর্পিতশ্রী নারায়ণ
সহকারী অধ্যাপক
পাঁচুড় কলেজ, কলকাতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছি যে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন কতখানি পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। এই পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য বা তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের নিজেদেরকেও আপডেট রাখতে হচ্ছে। সমাজে আধুনিক চাহিদার কথা এবং একই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে যে বিষয়টি বর্তমানে দেশব্যাপী বৃহদাকারে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবে, সেই বিষয়টি হল- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয় নিয়ে স্নাতকে ভর্তি হবে সেটি চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। বিষয় পছন্দের উপর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিগত প্রায় এক-দুই দশক ধরে পড়াশোনার জগতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি ভীষণভাবে আলোড়ন ফেলেছে। সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই বিষয়টির অন্তর্গত জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। স্নাতক স্তরে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাও তাদের কর্মসংস্থানের পথ অবশ্যই প্রশস্ত হতে পারে। স্নাতকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে ভর্তি হওয়া যায়। পরবর্তীতেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ রয়েছে। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা রয়েছে।

সমাজে আধুনিক চাহিদার কথা এবং একই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে যে বিষয়টি বর্তমানে দেশব্যাপী বৃহদাকারে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবে, সেই বিষয়টি হল- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

স্নাতকে সরাসরি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি প্রায় সব কলেজেই রয়েছে। NEP ২০২০, অনুযায়ী Compulsory Paper হিসেবে স্নাতকে (CVAC - Constitutional Values) ৫০ নম্বরে পরীক্ষা হয়। কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলিতে এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী তারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

ওই বিষয়টিতে স্নাতক হওয়ার পর যে স্কোপগুলো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলি হল-

১. জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক- এই তিনটি বিষয় নিয়েই UGC NET এবং SET-এ বসা যাবে।

৩. জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ (JRF) বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে অধ্যাপনা করার সুযোগ থাকে।

৪. LLB করতে পারে।

৫. ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধে হয়।

৬. বিভিন্ন NGO-তে চাকরি পেতে সুবিধে হয়।

৭. জার্নালিস্ট হতে পারে।

৮. ডিপ্লোম্যাট বা ফরেন সার্ভিস অফিসার হিসাবে কাজের সুযোগ থাকে।

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হতে পারে।

১০. পাবলিক প্রসিকিউটার এবং লিগ্যাল অ্যানালাইসিস্ট হওয়ার সুযোগ থাকে।

১১. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে পলিটিকাল অ্যানালাইসিস্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ থাকে।

এছাড়াও পলিটিকাল ম্যানেজমেন্ট এবং কনসালটেন্সি, লেজিসলেটিভ এজেন্সি, মিডিয়া অর্গানাইজেশন, পাবলিক রিলেশন স্পেশালিস্ট প্রভৃতি কাজের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি যেহেতু স্নাতক স্তরে প্রায় সমস্ত কলেজেই পড়ানো হয়, সেহেতু আপনাদের যোগাযোগ করতে অসুবিধে হবে না। পূর্বে আলোচিত এই বিষয়ের আরও দুটি শাখা- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জনপ্রশাসন যেসব জায়গায় পড়ানো হয় সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল-

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক :
১. https://jnu.ac.in/sis
২. https://jadavpuruniversity. in/academic/international-relations
৩. https://sau.int/department -of-international-relations

জনপ্রশাসন :
১. Banaras Hindu University (CUET-UG & PG)
২. Punjab University (CBSE equivalent Result)
৩. Tata Institute of Social Science (CUTE-048 PG)

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় : বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

অঙ্কুরিত বীজেই নিহিত ভবিষ্যৎ

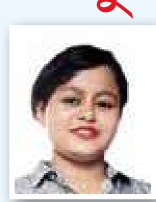

প্রযুক্তা দাস
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ হিলি,
দক্ষিণ দিনাজপুর

একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ সমাজের জন্ম দেয় -- বাক্যটি প্রায় সকলেরই জানা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক জনগণ এবিষয়ে সচেতন। বিশ্ব উষ্ণায়ন আজ পৃথিবীর বহুল আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির অতিরিক্ত নিঃসরণজনিত কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হল বিশ্ব উষ্ণায়ন।

আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের বর্তমান প্রজন্মেরই। এই দায়িত্ব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের অন্যতম উপায় হল বৃক্ষরোপণ।

আমার এলাকা দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী হিলির বক্সিগঞ্জ অঞ্চল, যেখানে কিছু বছর পূর্বেও বহু বৃক্ষসমাবেশ দেখা গেলেও বর্তমানে বাসগৃহ প্রস্তুতি, জাতীয় সড়ক নির্মাণ বা অন্যান্য প্রয়োজনে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের অর্থের লোভে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বৃক্ষসংখ্যা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। প্রতিনিয়ত যান চলাচলের ফলে প্রচুর পরিমাণে দূষণের শিকার হয়ে চলেছে এলাকাটি।

এলাকার সকলকে রাস্তার দু'ধারে, বাড়ির সামনের খালি জায়গায়, উঠোনে কিংবা ছাদ বাগানে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজনে এলাকার সবাই মিলে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিমূলক সংগঠন তৈরি করতে হবে যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'সবুজ সচেতনতা মঞ্চ', যা সবুজের গুরুত্ব বোঝাতে সকলকে সচেতন করবে। পাশাপাশি আমলকী, নিম, আম, জাম, কাঁঠাল জাতীয় ফল ও ছায়াপ্রদানকারী চারাগাছ রোপণ করতে হবে। আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বড়দের পাশাপাশি কচিকাঁচাদের উৎসাহিত করা হবে। আগামীদিনে অরণ্য, পৃথিবী, পরিবেশ প্রভৃতি দিবসে কলেজের সহপাঠীদের নিয়ে কলেজের আশপাশেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রয়াস রাখব। শুধু আমার এলাকাই নয় নিকটবর্তী এলাকার জনসাধারণকেও সচেতন করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান করব।

পরিশেষে বলব, 'প্রকৃতি হাসলে মানুষ বাঁচে, প্রকৃতি কাঁদলে মানুষ মরে' -এই উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বৃক্ষরোপণ শুধু আজকের প্রয়াস নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। তাই বৃক্ষরোপণ হোক আমাদের নিত্যচর্চা।

বসুন্ধরাকে রক্ষার পথ বৃক্ষরোপণ

সুপ্রিয়া সাহা
শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজ
কামাখ্যাগুড়ি,
আলিপুরদুয়ার

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছে বৃক্ষ। কিন্তু সভ্যতার উন্নয়ন ও নিজেকে সভ্য করে তুলতে প্রতিনিয়ত মানুষ অবাধে আঘাত হেনেছে প্রকৃতির রক্ষাকবচ বৃক্ষের উপর। ফলে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া দেখতেও আমরা বাধ্য হচ্ছি। বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে উষ্ণায়ন এবং তার প্রভাবে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির ধ্বংসলীলা বাড়ছে। তাই বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে স্লোগান 'গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও'। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে আমরা যা করতে পারি-

ক) সম্মিলিতভাবে সবাইকে বৃক্ষ ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতে হবে। কোনও শুভ কাজে যেমন আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করি, তেমনি সেই কাজ সফল হওয়ার পর আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি এই বসুন্ধরাকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ করতে পারি। আমি এভাবেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছি।

খ) বিভিন্ন স্কুল ও কলেজগুলিতে সাইকেল রাখার স্ট্যান্ড এবং চারপাশে ইটের দেওয়ালের পাশে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগালে ছায়ার শীতলতার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে। এব্যাপারে সকল শিক্ষার্থীকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করব।

গ) বর্তমান পরিস্থিতিতে এসি'র খরচ কমাতে আমরা যদি বাড়ির চারপাশে গাছ লাগাই তাহলে ঘর এমনিতেই অনেক ঠান্ডা হবে। ইলেক্ট্রিক খরচ কমবে। গবেষণা বলছে, গ্রীষ্মের এত তাপপ্রবাহেও একটি পূর্ণাঙ্গ গাছের নীচের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

ঘ) আমার প্রস্তাব, কোন অঞ্চলে কত বেশি গাছ লাগানো হয়েছে সেই বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন যদি পুরস্কৃত করে তবে সর্বস্তরে গাছ লাগানো এবং রক্ষায় উৎসাহ বাড়বে। এভাবেই সরকারি ও বেসরকারি স্তরে উদ্যোগ নিলে আমরা ভবিষ্যতে দূষণমুক্ত পরিবেশে সুস্থভাবে বাঁচতে পারি।

পরিশেষে একটাই কথা বলব, আসুন পরিবেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের সবার। তাই আজ পরিবেশের সংকটকালে ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্নকে চোখে রেখে সমগ্র মানবজাতির অঙ্গীকার হোক পরিবেশকে রক্ষা করা।

শেষবেলার গোলে
হার বাঁচল আর্জেন্টিনার

বুয়েনস আয়ার্স, ১১ জুন : কোনওমতে ড্র।

প্রথমার্ধে গোল হজম। পিছিয়ে থাকা অবস্থাতে তুলে নেওয়া হয় লিওনেল মেসিকেও। ম্যাচের শেষ মিনিট কুড়ি আবার খেলতে হয় দশজনে। সব ধাক্কা সামলেও ম্যাচের শেষবেলায় থিয়াগো আলমাদার গোলে কলম্বিয়ার সঙ্গে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল আর্জেন্টিনা।

আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে লিওনেল স্কালোনির দল। তবুও নিয়মরক্ষার ম্যাচেও প্রায় পূর্ণশক্তির দলই নামান তিনি। গত ম্যাচে মেসিকে শেষদিকে নামালেও এদিন শুরু থেকেই তাঁকে খেলান। আর্জেন্টিনা আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরুটা করলেও তা স্থায়ী হয়নি। তুলনায় রডরিগো ডি পল, নিকোলাস ওটামেন্ডিদের বেশ চাপেই রাখে কলম্বিয়া। ২৪ মিনিটে লুইস দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া চেষ্টা চালালেও বারবার কলম্বিয়া রক্ষণের সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে হচ্ছিল হুলিয়ান আলভারেজদের।

এরই মাঝে ৭০ মিনিটে প্রতিপক্ষ ফুটবলারের মাথায় বুট দিয়ে আঘাত করায় লাল কার্ড দেখতে হয় এনজো ফার্নান্ডেজকে। সেই অবস্থায় মেসিকেও তুলে নেন স্কালোনি। এরপর অবশেষে ৮১ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফিরিয়ে ১ পয়েন্ট এনে দেন আলমাদা।

ম্যাচ শেষে তরুণ স্ট্রাইকার নিয়ে উচ্ছ্বাস শোনা গেল কোচ স্কালোনির গলায়। বলেছেন, ‘ওর সবচেয়ে বড় শক্তি দায়িত্ববোধ। আলমাদার মতো ফুটবলার গোটা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।’ মেসিকে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে আর্জেন্টাইন কোচের বক্তব্য, ‘আমার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মেসি যখন দেখল দুটি পরিবর্তন করা হচ্ছে, তখন নিজে থেকেই বলল, ওকে তুলে নিতে।’ এরপর প্রশ্ন উঠছে, সামনে ক্লাব বিশ্বকাপ। সেই কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেই কি পুরো ম্যাচ খেললেন না আর্জেন্টাইন মহাতারকা?

> আমার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মেসি যখন দেখল দুইটি পরিবর্তন করা হচ্ছে, তখন নিজে থেকেই বলল, ওকে তুলে নিতে।
>
> **লিওনেল স্কালোনি**
> আর্জেন্টিনার কোচ

আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফিরিয়ে থিয়াগো আলমাদা। বুয়েনস আয়ার্সে।

আন্সেলোত্তির ছোঁয়ায় ছন্দে ব্রাজিল
বিশ্বকাপে টিকিট পেলেন ভিনিরা

৪৪ মিনিটে গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেওয়ার পর ভিনিসিয়াস জুনিয়র।

সাও পাওলো, ১১ জুন : আর ছন্নছাড়া নয়। কার্লো আন্সেলোত্তির ছোঁয়ায় অবশেষে ছন্দে ফিরল ব্রাজিল।

ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল সেলেকাওরা। জয়ের ব্যবধান দেখে ম্যাচের ছবিটা বোঝা অবশ্য বেশ কঠিন। বরং পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে এদিন মারাকানার মাঠে কতটা দাপট ছিল ক্যাসেমিরো, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের। গোল উদ্দেশ্য করে মোট ১১টি শট ব্রাজিলের। তার মধ্যে লক্ষ্যে ৪টি। সেই জায়গায় প্যারাগুয়ে মাত্র একটি শট লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে। বল দখলেও আধিপত্য ব্রাজিলেরই। সৌজন্যে অবশ্যই আন্সেলোত্তির দলের জমাট রক্ষণ, সংঘবদ্ধ মাঝমাঠ, আর আক্রমণভাগে রাফিনহা, ম্যাথিয়াস কুনহাদের আগ্রাসী ভূমিকা।

মঙ্গলবার ৬৭-তে পা দিলেন আন্সেলোত্তি। জন্মদিনে শিষ্যদের থেকে ব্রাজিল কোচ হিসাবে প্রথম জয়টা উপহার চেয়েছিলেন তিনি। নিরাশ করেননি ভিনি, মার্কুইনহোসরা। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল রেখে আক্রমণে ঝাঁপায় সেলেকাও ব্রিগেড। সুযোগও তৈরি হচ্ছিল। যদিও গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত। ৪৪ মিনিটে ডান দিক থেকে কুনহার মাটি ঘেঁষা ক্রসে পা ছুঁইয়ে বল জালে পাঠান ভিনিসিয়াস। জয় এল ওই গোলেই।

ম্যাচ শেষে ভিনি বলেছেন, ‘এই জয়ে আমরা দারুণ খুশি। ঘরের মাঠে জয়টা সমর্থকদের জন্য প্রয়োজন ছিল। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায় করা, যা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল।’ তাঁর সংযোজন, ‘এটাই আমাদের সেরা পারফরমেন্স নয়। আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে। তার জন্য এবার অনেকটা সময় পাবেন কোচ।’ ভিনির গোলে জয় এলেও এর নেপথ্য কারিগর নিঃসন্দেহে কুনহা। তাঁকে একটু নীচ থেকে ব্যবহার করেই মাস্টারস্ট্রোক দেন আন্সেলোত্তি।

বিশ্বকাপে নিশ্চিত যারা

আয়োজক হিসেবে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো

এশিয়া
জাপান, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জর্ডন ও উজবেকিস্তান

ওসিয়েনিয়া
নিউজিল্যান্ড

লাতিন আমেরিকা
আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ইকুয়েডর

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ইতিহাস সেনেগালের
টুচেল জমানায় প্রথম হার

সেনেগালের তৃতীয় গোলটি করার পর চেক সাবালি উঠে পড়লেন সতীর্থ মুসা নিয়াখাতের (১৯) কাঁধে।

ফ্রেন্ডলি ম্যাচে সেনেগালের কাছে হেরে মুখ গোমড়া ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুচেলের। নটিংহামে।

নটিংহাম, ১১ জুন : সেনেগালই আফ্রিকার প্রথম দল, যারা ফুটবলে ইংল্যান্ডকে হারাল।

ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে আফ্রিকার দেশটির কাছে ৩-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করল ইংরেজরা। টমাস টুচেল দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম হারের মুখ দেখল থ্রি লায়ন্স।

ঘরের মাঠে সেনেগালের কাছে এভাবে হার হজম করতে হবে তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি ইংল্যান্ডের সমর্থকরা। ৭ মিনিটেই হ্যারি কেনের গোলে এগিয়ে যায় ইংরেজরা। পালটা প্রথমার্ধের শেষ দিকেই সমতায় ফেরে আফ্রিকার দলটি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সেই অর্থে টুচেলের দলকে কোনও সুযোগই দেয়নি সেনেগাল। উলটে ৬২ ও সংযুক্তি সময়ের তৃতীয় মিনিটে আরও দুটি গোল চাপিয়ে দেয় তারা।

ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ড কোচ টুচেল অকপটে স্বীকার করে নেন, ‘ভালো দলের বিরুদ্ধে খারাপ খেলার শাস্তিস্বরূপ এই হার।’ বলেছেন, ‘প্রথমার্ধের অনেকটা সময় আমরা বেশ ভালোভাবে রক্ষণ সামলেছি। তবে খুব সহজেই প্রথম দুই গোল করেছে সেনেগাল। আমাদের আটকানো উচিত ছিল। ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর আবার লড়াই করেছি।’ ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন এই হারের পর কোনও অজুহাত দিতে চাননি। স্পষ্ট বলে দেন, ‘আমরা ভালো খেলতে পারিনি। তারই শাস্তি পেয়েছি।’

ফেডারেশন সরিয়ে দিক, চান মানোলো
হংকংয়ের বিপক্ষে হারে ক্ষুব্ধ দেশ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জুন : মোটামুটিভাবে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে যাওয়ার আশা শেষ। এখন চলছে ভারতীয় ফুটবলের প্রায় মৃত শরীরকে নিয়ে কাটাছেঁড়া।

ম্যাচের পর ভারতীয় দলের সাজঘরেও ছিল শ্মশানের স্তব্ধতা। যে হংকংকে মাত্র তিন বছর আগে সুনীল ছেত্রীরা ৪-০ গোলে হারিয়েছিলেন, তাদের কাছেই হেরে বাছাই পর্ব থেকেই বিদায়ের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ভারত। আর এর জন্য শুধু ফুটবলাররা নয়, কোচ মানোলো মার্কুয়েজ এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারাও যে সমানভাবে দায়ী সেকথা বলতে এইমুহূর্তে আর দ্বিধা করছেন না স্টেকহোল্ডার থেকে আমজনতা, কেউই। ম্যাচের পর পার্থ জিন্দালের মতো অনেকেই দাবি তুলেছেন ‘এখনই এই দুই নৌকোয় পা রেখে চলা কোচ তাড়াও।’ তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘আমরা নিজেদের ঘাম-রক্ত ঝরানো অর্থ বিনিয়োগ করি ফুটবলে। তারপর এই ফল একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ ফেডারেশন কর্তাদের সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন রঞ্জিত বাজাজও। যা পরিস্থিতি তাতে হংকংয়ের বিপক্ষে হারের পর সরতেই হচ্ছে মানোলোকে। যদিও ম্যাচের পর কোচকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, ‘সাজঘরের পরিস্থিতি ভালো নয়। এখন এসব নিয়ে কথা না বলাই ভালো।’ তবে তাঁর দাবি, ‘গোল না হওয়ার সমস্যা সবসময়ই ছিল আমাদের দলে। এটা নতুন কোনও কথা নয়। নাহলে প্রথমার্ধে আমরা যা সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে এই ম্যাচের সঠিক ফল হত ড্র। এই সমস্যার সমাধান কী আমার জানা নেই।’ তিনি কেন আশিক কুরুনিয়ানকে নম্বর ৯ পজিশনে শুরু করালেন? কেন সুনীলের মতো অভিজ্ঞ একজনকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরু করালেন না? বা সুহেল আহমেদ বাটকে নামালেনই না, সেই প্রশ্ন উঠবেই। চার দলের মধ্যে ফিফা ক্রমতালিকায় সবথেকে এগিয়ে থাকা ভারত তাঁর কোচিংয়েই এই মুহূর্তে গ্রুপে সবশেষে। থাইল্যান্ড ও হংকং ম্যাচে হারের পর ভারত ফিফা ক্রমতালিকায় নিশ্চিতভাবেই নামতে চলেছে।

ফিরে এসে কি আদৌ পদত্যাগ করবেন এই স্প্যানিশ কোচ? যা খবর তাতে তিনি চাইছেন, ফেডারেশন তাঁকে সরিয়ে দিক। কারণ এখনও তাঁর আরও ২ বছরের চুক্তি থাকায় দুই পক্ষের সম্মতি ছাড়া মানোলোর পক্ষে সম্ভবত পদত্যাগ করা সম্ভব নয়। তেমনি ফেডারেশনও তাঁকে তাড়িয়ে দিলে চুক্তির পুরো টাকা দিতে হবে। দুই বছরের চুক্তিতে তিনি দায়িত্ব নেন ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। ফেডারেশনের এক সূত্র জানাচ্ছে, তারা এদিন পর্যন্ত মানোলোর কাছ থেকে কোনও অনুরোধ পায়নি। কোচ নিজে অনুরোধ করলেই একমাত্র তারা নতুন ভাবনা শুরু করবে। অর্থাৎ বল ফেলা হচ্ছে মানোলোর কোর্টেই। এখন বাকি চার ম্যাচই জিততে হবে ভারতকে। অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে পরপর দুই ম্যাচ আছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে মানোলোকে ওই দুই ম্যাচে ডাগআউটে দেখার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কিন্তু জট কীভাবে খুলবে তা এখনও জানা নেই কারও।

> গোল না হওয়ার সমস্যা সবসময়ই ছিল আমাদের দলে। এটা নতুন কোনও কথা নয়। নাহলে প্রথমার্ধে আমরা যা সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে এই ম্যাচের সঠিক ফল হত ড্র। এই সমস্যার সমাধান কী আমার জানা নেই।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

প্রতীকী। গোটা দেশের ভরসা নিয়ে পুরো মাঠে যেন একাই দাঁড়িয়ে সুনীল ছেত্রী।

কলকাতা লিগের জন্য প্রস্তুতি শুরু মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : বিনিয়োগকারী সমস্যা মেটেনি। কবে মিটবে তা কর্তারাও জানেন না। এরই মাঝে কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

বুধবার নিজেদের মাঠে প্রথম দিনের অনুশীলনে ১৮ জন খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিয়েই অনুশীলন সারলেন সহকারী কোচ উৎপল মুখোপাধ্যায়। হেডকোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু মুম্বইতে রয়েছেন। দিনদুয়েকের মধ্যে তিনি কলকাতায় আসবেন। এদিন উপস্থিত খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই ছিলেন নতুন মুখ। ট্রায়ালের মাধ্যমে তাঁদের দলে নেওয়া হয়েছে।

গতবার দলে থাকা অ্যাডিসন সিং, লালথানকিমা, বামিয়া সামাদ, ইসরাফিল দেওয়ানরা এবারও দলে রয়েছেন। যদিও তাঁদের বেশিরভাগই এখনও অনুশীলনে যোগ দেননি। প্রথমদিনের অনুশীলনে কেবল জুয়েল আহমেদ মজুমদার, শুভদীপ পণ্ডিতের মতো তিন-চারজন উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা কয়েকদিনের মধ্যে অনুশীলনে যোগ দেবেন। সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ গোলস্কোরার রবি হাঁসদা আগেরবার কাস্টমস থেকে লোনে মহমেডানের হয়ে আইএসএলে খেলেছেন। এবার তাঁকেও দলে রাখতে চাইছে সাদা-কালো শিবির। কাস্টমসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও কোথাও সই করেননি রবি। আইএসএল কিংবা আই লিগে অন্য কোনও দলের ভালো প্রস্তাবের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল থেকে হিরা মণ্ডলকে দলে নিচ্ছে মহমেডান। পাশাপাশি মোহনবাগানের হয়ে খেলা ফারদিন আলি মোল্লাকেও প্রস্তাব দিয়েছে তারা। মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছে পাঞ্জাব এফসি। যদিও এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি পদম।

বৈধ মনোনয়নপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব মিটেছে গত সোমবার। এদিন স্ক্রুটিনি পর্বের পর নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানান, যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের সকলেরটাই বৈধ। জানা গিয়েছে, সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তের যৌথ প্যানেলের ২২ জনের বাইরে আরও একটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। যা খবর, সঞ্জয় ঘোষ নামের ওই ব্যক্তি সম্ভবত প্রত্যাহার করে নিতে চলেছেন মনোনয়নপত্র। আগামী দুই দিন প্রত্যাহারের দিন রাখা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন সুনিধি চৌহান। -ডি মণ্ডল

ঋদ্ধি-ঝুলনের হাত ধরে ট্রফির উন্মোচন
বেঙ্গল প্রো লিগের সুর বাঁধলেন সুনিধি চৌহান

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ জুন : আলোক ঝলমলে সন্ধ্যা।

তারকাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন দ্বিতীয় বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের। বাংলা ক্রিকেটের সেরা আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে ঝুলন গোস্বামী, ঋদ্ধিমান সাহা। সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত মাইকেল ক্লার্কের মতো মহাতারকা। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়কদের তালিকায় রিচা ঘোষ, অভিষেক পোড়েল, সুদীপ ঘরামি, শাহবাজ আহমেদরাও।

> ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সুনিধি শো—‘ধুম মাচালে...’ দিয়ে শুরু শেষটা ‘বিড়ি জ্বালাইলে...’ তে।
>
> ইডেন বেলের রশিতে হাত রাখলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে রিচা ঘোষও।

ক্রিকেটীয় যে সন্ধ্যায় রিংটোন অবশ্য সেট করে দিলেন সুনিধি চৌহান। বলিউডি গানের ডালি সাজিয়ে ইডেন গার্ডেন্স মাতালেন। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন শ্রোতাদের।

সুনিধির যে ঝোড়ো পারফরমেন্সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন অতিথিদের তালিকায় থাকা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমাররা। সস্ত্রীক সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও। উপস্থিত থাকার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি।

বেঙ্গল প্রো লিগের ট্রফির উন্মোচন ঋদ্ধিমান ও ঝুলনের হাত ধরে। দুজনে ট্রফি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন। আট দলের অধিনায়কদের নিয়ে সুদৃশ্য ট্রফির সঙ্গে ফোটোসেশন। মঞ্চে সৌরভের মহারাজকীয় উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মাত্রা যোগ করেন। উপস্থিতি দর্শকদের মাতিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে অবশ্য সুনিধি। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সুনিধি শো-‘ধুম মাচালে...’ দিয়ে শুরু শেষটা ‘বিড়ি জ্বালাইলে...’-তে।

আক্ষরিক অর্থেই ‘ধুম মাচালেন’। মাতলেন ইডেনে উপস্থিত হাজার পাঁচেক দর্শক। উদ্বোধনী ম্যাচের সূচনা ত্রয়ীর হাত। ইডেন বেলের রশিতে হাত রাখলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে রিচাও। ‘জনগণমন অধিনায়ক...’ আবেগ মেখে শুরু গতবারের দুই ফাইনালিস্ট স্ম্যাশার্স মালদা-মুর্শিদাবাদ কিংসের উদ্বোধনী দ্বৈরথ। আঠারো দিনের টক্কর শেষে ২৮ জুন খেতাবি যুদ্ধ।

ট্রফি হাতে প্রবেশ ঝুলন গোস্বামী ও ঋদ্ধিমান সাহার। ছবি : ডি মণ্ডল

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

অদৃত : সুন্দর এই ভুবনে সুন্দরতম জীবন হোক তোমার, পূরণ হোক প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি আশা, বেঁচে থাকো হাজার বছর। অদৃত'এর শুভ জন্মদিনে শুভকামনায় পরিবারবর্গ, শিলিগুড়ি।

ফিল্ডিং, ক্যাচিংয়ে জোর শুভমানদের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ফোটোসেশনে শুভমান গিল।

লন্ডন, ১১ জুন : ইংল্যান্ডে পা রাখার পর থেকে কড়া অনুশীলনে ডুবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গত দুইদিন ব্যাটিং ও বোলিংয়ে শান দিতে ব্যস্ত ছিলেন শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহরা। যেখানে নেটে বুমরাহকে সামলাতে প্রায় হিমসিম খেয়েছেন গিল সহ বাকি ব্যাটাররা। বুধবার কেন্টের মাঠে সবুজের সমারোহের মাঝে ফিল গুড পরিবেশে ফিল্ডিং ও ক্যাচিং অনুশীলনে জোর দিল 'তরুণ ভারত।' এমনিতেই সুনাম রয়েছে গিল, জাদেজাদের। ফলে এদিন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ফিল্ডিং কোচের বকাঝকার মুখে পড়তে হয়নি।

ক্লোজ ক্যাচিংয়ের পর দূর থেকে উইকেটে বল লাগানোর পর্ব শুরু হয়। সেখানে 'টার্গেট' মিস করে নিজের উপরই বিরক্তি প্রকাশ করেন উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। তবে সবাইকে অবাক করে দুইবারই মিডল স্টাম্পে অব্যর্থ নিশানা রাখেন বুমরাহ। ভারতের স্লিপে কারা থাকতে চলেছেন তার একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেল। এদিনের অনুশীলনে প্রথম স্লিপে দাঁড়ান বি সাই সুদর্শন। পরের দুটিতে শুভমান ও ওয়াশিংটন সুন্দর। সোমবার ব্যাটিং অনুশীলনেও তামিলনাড়ুর উঠতি তারকা সুদর্শনকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পড়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। এদিন স্লিপে ক্যাচিং প্র্যাকটিসে সুদর্শনের মধ্যে কোনও জড়তা দেখা যায়নি। পাশ থেকে সুদর্শনকে সাবাসি দেন গিলও। ফলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে সুদর্শনের থাকা প্রায় নিশ্চিত।

ইংল্যান্ড শিবিরে ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির পেসার

এদিনের অনুশীলনে আগাগোড়া ব্যস্ত থাকলেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। ভারতীয় দলের প্রস্তুতির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে বিসিসিআই। যেখানে দেখা যাচ্ছে, হালকা জগিংয়ের পর সেশন শুরু হয় ক্লোজ রেঞ্জ ক্যাচিং দিয়ে। কাঠের বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শুভমান, রবীন্দ্র জাদেজাদের উদ্দেশ্যে বল ছুড়ছিলেন দিলীপ। প্রত্যেক ফিল্ডারকে একেক রাউন্ডে দুইবার করে ক্যাচিং প্র্যাকটিস করান তিনি। দলে ফিল্ডার হিসেবে যদিও অনুশীলনের সেরা মুহূর্ত ছিল, উঁচু ক্যাচ তালুবন্দি করার পর মহম্মদ সিরাজের বাঁধনহারা উল্লাস। আসন্ন টেস্ট সিরিজে অবশ্য বল হাতে সিরাজের থেকে উইকেটের আশায় থাকবে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

হেডিংলেতে প্রথম টেস্ট শুরু হতে এখনও সপ্তাহ খানেকের বেশি সময় বাকি আছে। তবে কথায় বলে, অনুশীলনে বেশ কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেটাই যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এদিনের ফিল্ডিং সেশনে 'নয়া'

এদিকে, ইংল্যান্ডের অনুশীলনে ডাকা হল ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির পেসার এডি জ্যাককে। হ্যাম্পশায়ারের এই ১৯ বছরের ফাস্ট বোলার ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে লোকেশ রাহুলকে আউট করে বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা পান। জ্যাককে মূলত আরেক দীর্ঘদেহী পেসার জোশ টাঙ্গের 'কভার' হিসেবে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে টাঙ্গ পায়ে চোট পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়েছিলেন।

আমরা তৈরি, হুংকার পোপের

লন্ডন, ১১ জুন : প্রায় দুই দশক পার।

শেষবার ১৮ বছর আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারতীয় দল। গত সফরে (২০২২) সম্ভাবনা তৈরি করেও অন্তিম টেস্টে সিরিজ হাতছাড়া। করোনাকালের যে সফর দুই দফায় সিরিজ শেষ হয়েছিল। ২-১ এগিয়ে থেকে শেষ ম্যাচে হেরে সিরিজ ২-২ রেখে দেশে ফিরেছিল রবি শাস্ত্রীর প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া।

বিরাটকে নিয়ে খোঁচা

ভারতীয় ক্রিকেটে আপাতত গৌতম গম্ভীর যুগ। পালাবদলের পর্বে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবসর গ্রহে। শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ। শুভমান গিলের নেতৃত্বে নতুন চেহারার দল নিয়ে বিলেত সফরে গত আঠারো বছরের আক্ষেপ মেটানোর তাগিদ। আশা-আশঙ্কার দোলাচল সরিয়ে বিলেতের মাটিতে নয়া ইতিহাসে পাখির চোখ তরুণ ভারতের।

যদিও যুদ্ধের আগে পারদ চড়িয়ে শুভমানদের উদ্দেশে কার্যত হুংকার দিয়ে রাখলেন ওলি পোপ। পোপ বলেছেন, 'ভারতের এই দলটা তরুণ। কিন্তু ওদের দলের গভীরতা এবং প্রতিভা প্রশংসনীয়। একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার উঠে এসেছে। নতুন অধিনায়ক শুভমান গিলও দুর্দান্ত। তবে আমরাও প্রস্তুত পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে।'

বিরাটকে নিয়ে এরপর কিছুটা খোঁচা। পোপের দাবি, কোহলিকে মিস করবে টিম ইন্ডিয়া। বলেছেন, 'বিরাট কোহলিকে মিস করবে ভারতীয় দল। স্লিপে দাঁড়িয়ে সবসময় কিচিরমিচির করত বিরাট। দলকে তাঁতাত। ভারত যা মিস করবে। তবে ওদের দল যথেষ্ট প্রতিভাবান। একাধিক সিনিয়ার প্লেয়ারের অনুপস্থিতিতেও আমার ধারণা ওরা আত্মবিশ্বাস নিয়েই নামবে।'

ঘরের মাঠে অনুশীলন করবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : কিছুদিনের মধ্যে ঘরের মাঠে অনুশীলন শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। মাঠ পরিচর্যার কাজ শেষ হয়ে গেলেই হাওড়া স্টেডিয়াম থেকে ময়দানে ফিরবে ইস্টবেঙ্গল।

রবিবার রাতে শহরে আসছেন রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। সোমবার থেকে তিনি অনুশীলনে যোগ দেবেন। পাশাপাশি টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন বিনো। শোনা যাচ্ছে, বেশ কিছু সিদ্ধান্তে তিনি অখুশি। সেই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চান। প্রসঙ্গত, তাঁর পছন্দের ফুটবলার মোশারফ মহম্মদকে ছেড়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এছাড়াও বিনোর আনা আরও কয়েকজন ফুটবলার বাদ পড়তে পারেন।

এদিকে জাতীয় দলের দায়িত্ব কোনও ভারতীয় কোচের হাতে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার। বলেছেন, 'বিদেশি কোচেদের থেকে ভারতীয় কোচেরা ভালো কাজ করবে। অবিলম্বে খালিদ জামিল, সঞ্জয় সেন, ডেরেক পেরেরাদের মধ্যে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। বিশেষ করে খালিদ জামিল এই মুহূর্তে দারুণ কাজ করছে। ওর ওপর ভরসা করা যেতে পারে।' পাশাপাশি যোগ্যতার তুলনায় অনেক ফুটবলার বেশি বেতন পাচ্ছে। এই বিষয়ে সব ক্লাবকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন দেবব্রত সরকার।

ব্রাত্য শ্রেয়স, ক্ষুব্ধ সৌরভ

কলকাতা, ১১ জুন : লাগাতার ভালো পারফর্ম করে চলেছেন। তবুও লাল বলে জাতীয় দলে ব্রাত্য শ্রেয়স আইয়ার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে অখুশি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘরোয়া ক্রিকেট হোক কী আইপিএল, দাপট দেখিয়েছেন শ্রেয়স। বিশেষত, গত একবছরে। তবুও আসন্ন ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলে জায়গা হয়নি। যা নিয়ে অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি সৌরভ। বিসিসিআই নির্বাচকদের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'শেষ একটা বছর সেরা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে শ্রেয়স। তারপরও বাদ পড়তে হল। ওকে স্কোয়াডে রাখা উচিত ছিল।' শোনা যাচ্ছে খারাপ শট নির্বাচনের কারণেই না কি তাঁকে দলে রাখা হয়নি। বিশেষত, শ্রেয়সের শর্ট বল খেলার দক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সৌরভ মনে করেন, বর্তমানে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠেছেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক। বলেছেন, 'শ্রেয়স দক্ষতার সঙ্গে শর্ট বল মোকাবেলা করছে। চাপের মুখে রান করছে, খারাপ সময় দায়িত্ব নিতে পারে। সাদা বলের থেকে টেস্ট ক্রিকেট অনেকটাই আলাদা, একথা ঠিক। তারপরও ইংল্যান্ড সফরে শ্রেয়স কেমন পারফর্ম করে আমি তা দেখার অপেক্ষায় ছিলাম।'

ভাঙা-গড়ার খেলায় ফাইনালের মঞ্চে আলো ছড়ালেন স্টিভেন স্মিথ (বাঁয়ে) ও কাগিসো রাবাদা। বুধবার।

ফাইনালে পেসারদের মৃগয়া ক্রিকেটের মক্কা

অস্ট্রেলিয়া-২১২
দক্ষিণ আফ্রিকা-৪৩/৪
(প্রথম দিনের শেষে)

লন্ডন, ১১ জুন : দ্য আলটিমেট টেস্ট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। লর্ডসের বেল বাজিয়ে যার সূচনা করলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। ভিআইপি বক্সে হাজির কেন উইলিয়ামসন, হাসিম আমলা, গ্রেম স্মিথ, ক্রিস গেইলরা। সবমিলিয়ে চাঁদের হাট। ৫ উইকেট নিয়ে যে মঞ্চকে সাজিয়ে রাখলেন কাগিসো রাবাদা। সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে টেস্টে সর্বাধিক উইকেটের তালিকায় অ্যালান ডোনাল্ডকে টপকে গেলেন তিনি।

একদিনে পড়ল ১৪ উইকেট

মেঘলা লর্ডস বুধবার হয়ে উঠেছিল পেসারদের মৃগয়াক্ষেত্র। প্রোটিয়া ফাস্ট বোলারদের পর যেখানে আগুন ঝরালেন মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডরা। ফাইনালের প্রথম দিনে পড়ল ১৪ উইকেট। যার ১২টাই পেসারদের।

স্বভাবসিদ্ধ বাজখাঁই গলায় টসের সময় টোন সেট করে দিয়েছিলেন সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকা রবি শাস্ত্রী। কয়েন যুদ্ধে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণের দায়িত্ব নেন রাবাদা। ভারতের বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাহর 'খাদ্যে' পরিণত হওয়া উসমান খোয়াজাকে শূন্য রানে ফিরিয়ে অজি শিবিরকে প্রথম ধাক্কা দেন রাবাদা। একই ওভারে তিনি পেয়ে যান তিন নম্বরে নামা ক্যামেরন গ্রিনকেও (৪)।

১৬/২ হয়ে যাওয়ার পর অজিদের টানছিলেন অনভ্যস্ত ওপেনিংয়ে নামা মার্নাস লাবুশেন (১৭) ও স্টিভেন স্মিথ (৬৬)। কিন্তু লাঞ্চের আগে লাবুশেন ও ট্রাভিস হেডকে (১১) আউট করে ক্রিকেট মক্কায় প্রোটিয়া বোলাররা দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন।

উলটোদিকে মুখ বদল হতে থাকলেও অর্ধশতরান সেরে নেন স্মিথ। সঙ্গে লর্ডসে সফরকারী ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রানের (৫৭৮ রান) মালিকও হয়ে যান তিনি। স্মিথ ও বিউ ওয়েবস্টারের (৭২) ৭৯ রানের জুটিতে ভালোই এগোচ্ছিল অজিরা। কিন্তু স্মিথ ফেরার পর অ্যালেক্স ক্যারির (২৩) ভুল শটে আউট টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। রাবাদাদের চাপে ২০ রানে অন্তিম ৫ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে ২১২ রানে শেষ অজিরা। রাবাদাকে সংগত করেন মার্কো জানসেন (৪৯/৩)।

রানতাড়ায় নেমে মিচেল স্টার্কের ওপেনিং স্পেলে চাপে পড়ে যায় প্রোটিয়ারাও। স্টার্কের জোড়া শিকার হয়ে ফিরে গিয়েছেন আইডেন মার্করাম (০) ও রায়ান রিকেলটন (১৬)। ক্যারির ক্যাচ মিসে একবার বেঁচে যাওয়ার পরও বেশি দূর এগোতে পারেননি উইয়ান মুল্ডার (৬)। ট্রিস্টান স্টাবস আউট হন ৩ রানে। দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ২২ ওভার খেলে তাদের স্কোর ৪৩/৪। ক্রিজে বাভুমার (৩) সঙ্গে ডেভিড বেডিংহাম (৮)।

কেনের আগামী 'ফ্যাব ফোরে' যশস্বী-গিল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : বিরাট কোহলি, স্টিভেন স্মিথ, জো রুট, কেন উইলিয়ামসন।

'ফ্যাব ফোরের' ব্যাটিং বিচ্ছুরণ দশকের বেশি সময় ধরে মোহিত করেছে, করছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। বিরাট টি২০ ও টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছে। বাকি তিনও কেরিয়ারের শেষপর্বে পা রেখেছে। প্রশ্ন পরবর্তী ফ্যাব ফোর কারা? এদিন যে প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী 'ফ্যাব ফোর'-এর নাম ভাসিয়ে দিলেন স্বয়ং উইলিয়ামসন।

বর্তমান ফ্যাব ফোরের অন্যতম মুখ উইলিয়ামসন বেছে নিলেন তাঁদের উত্তরসূরিদের। যে তালিকায়

কালিনান মজে কোহলিয়ানায়

রাখলেন ভারতের দুই তরুণ তুর্কি যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলকে। নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি ব্যাটারের বিশ্বাস, আগামীদিনে ক্রিকেট দুনিয়ায় রাজপাট চালাবেন যশস্বী-শুভমানরা। দুই ভারতীয় তরুণের সঙ্গে রাচিন রবীন্দ্র ও হ্যারি ব্রুককেও রাখলেন ফ্যাব ফোরে।

পরবর্তী ফ্যাব ফোর নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে উইলিয়ামসন বলেছেন, 'তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ধরলে যশস্বী, শুভমান, রাচিন, ব্রুককে রাখব তালিকায়। ক্যামেরন গ্রিনের কথাও বলব। এরা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। প্রতিটি ফরম্যাটে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। প্রত্যেকের বয়স অল্প। ওদের খেলাও ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।'

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে ড্যারিল কালিনান আবার কোহলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, বর্তমান ফ্যাব ফোরের মধ্যে সবার আগে রাখবেন ভারতীয় রানমেশিনকে। যুক্তি, প্রতি ফরম্যাটে যেভাবে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন, তা বিরাটকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

কালিনান বলেছেন, 'বর্তমান ফ্যাব ফোরের প্রত্যেকেই অসাধারণ। দুর্দান্ত সব ইনিংস, রেকর্ডের মালিক। কঠিন মঞ্চে সবসময় নিজেদের সেরা খেলা উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমাকে যদি আলাদা করে কারও কথা বলতে হয়, তাহলে বিরাটকে বাছব। সামনে থেকে দলকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়া, ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের গগনচুম্বি প্রত্যাশার চাপ নিয়ে দায়িত্ব সামলানো, সফল হওয়া-বিরাট বাকিদের থেকে আলাদা।'

কালিনান আরও বলেছেন, 'পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বিরাটকে ক্রিকেট দুনিয়া মনে রাখবে ওর চাপ নেওয়ার ক্ষমতার জন্য। আমি যার জন্য শ্রদ্ধা করি বিরাটের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে। স্মিথ, রুট, উইলিয়াসনদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বিরাটকে এগিয়ে রাখব। ওরা নিঃসন্দেহে এই প্রজন্মের অসাধারণ ক্রিকেটার। যে কৃতিত্ব ওদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমি সেই পথে হাঁটতেও চাই না। কিন্তু চাপের মধ্যে যেভাবে বড় ইনিংস খেলে দলের বৈতরণি পার করেছে বিরাট, রান তাড়ায় ওর সাফল্যকে অস্বীকার করা মুশকিল। যার আবেদন চিরকালীন।'

'এ' দলের সিরিজের পর ইংল্যান্ডের রাস্তায় ঘুরছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

রানার্স স্নিগ্ধা, বিবেষনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুন : বালুরঘাটের ত্রিধারা ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় এবং বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে আয়োজিত রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে শিলিগুড়ির বিবেষনা সাহা। বুধবার ফাইনালে বিবেষনা ৩-১ গেমে হেরে গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার শরণ্যা করের কাছে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির স্নিগ্ধা দাস রানার্স হয়। ফাইনালে স্নিগ্ধা ৩-০ গেমে হেরে যায় শরণ্যার বিরুদ্ধে।

বড় জয় বাঘা যতীনের

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের সুজন পাসোয়ান।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার গ্রুপ 'বি'-তে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৬-১ গোলে চূর্ণ করেছে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রাজীব ছেত্রী জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য চার গোলস্কোরার পঙ্কজ থাপা, কুশল কুজুর, সুজন পাসোয়ান ও আকাশ মোদক। ভিবজিওরের গোলটি রোহিত রায়ের। ম্যাচের সেরা হয়ে সুজন পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'বি'-তে নবীন সংঘ মুখোমুখি হবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের।

হোপদের হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১১ জুন : ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করল ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম দুইটিতে জয় পেয়ে আগেই সিরিজ দখল করেছিল ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার নিয়মরক্ষার ম্যাচেও জয় পেল তারা।

প্রথমে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। এর আগে ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মাটিতে ২৪৮ রান করেছিল। সেটাই ছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচে কোনও দলের সর্বোচ্চ রান। এদিন সেই নজির স্পর্শ করলেন জস বাটলাররা।

একাধিক নজির ডাকেটদের

ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট ৮৪ ও জেমি স্মিথ ৬০ রান করেন। এছাড়াও হ্যারি ব্রুক করেন ৩৫ রান। জবাবে ৮ উইকেটে ২১১ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে রোভমান পাওয়েল ৪৫ বলে ৭৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। শাই হোপের সংগ্রহ ২৭ বলে ৪৫ রান। মঙ্গলবার এই ম্যাচে সব মিলিয়ে ৪৫৯ রান হয়েছে। এটা ইংল্যান্ডের মাটিতে কোনও টি২০ ম্যাচে সর্বোচ্চ রান।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ঘোষণা হয়েছে। লাল বলের ক্রিকেটে ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক হিসেবে এটাই রোস্টন চেজের প্রথম টেস্ট সিরিজ। দলে ফিরেছেন শাই হোপ ও জন ক্যাম্পবেল। এছাড়াও প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন ব্র্যান্ডন কিং ও কেভলন অ্যান্ডারসন। তবে বাদ পড়েছেন পেসার কেমার রোচ।

জিতল ক্রাফট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার ক্রিকেট ক্রাফট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে হারিয়েছে চম্পাসারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে চম্পাসারি ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২০ রান করে। দীপায়ন দাস অপরাজিত ২৪ ও সিদ্ধার্থকুমার দাস ২৩ রান রেখে এসেছে। ম্যাচের সেরা সায়ন মণ্ডল ১১ রানে নিয়েছে ২ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে রাজ বর্মনও (১৯/২)। জবাবে ক্রাফট ১৬.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। সায়ন ৪৬ বলে করেছে ৭৮ রান।

ম্যাচের সেরা সায়ন মণ্ডল।